জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

৪৮ বর্ষ # ৮ সংখ্যা # ১ নভেম্বর ২০২৪ # ১৬ কার্তিক ১৪৩১

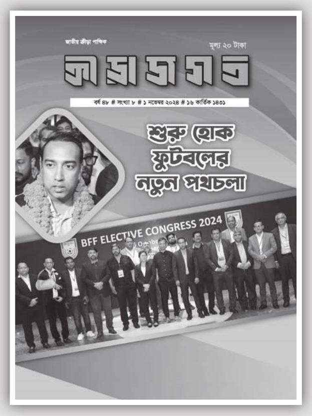

শুরু হোক ফুটবলের নতুন পথচলা ৬

পরিবর্তন এসেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)-এর কার্যনির্বাহী কমিটিতে। দীর্ঘ ১৬ বছর কাজী সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ার পর এবার দায়িত্ব নিয়েছেন শিল্পপতি তাবিথ আউয়াল। বাফুফে নির্বাচনে পুরানো মুখের জয়জয়কার হলেও সামগ্রিকভাবে বড় ধরনের একটা পালাবদল ঘটেছে। যে ধারায় এত দিন ফেডারেশন পরিচালিত হয়েছে, এবার তাতে নতুনত্বের ছোঁয়া লাগবে বলে আশা করাই যায়।

সূচিপত্র

জাতীয় যুব আর্চারি	২
সম্পাদকীয়	৩
আমরা ক্রীড়ামোদী	৪
শুরু হোক ফুটবলের নতুন	৬
কপাল পুড়ল শুটারদের	৯
কোচ ফিল সিমন্স কতটা	১০
বাংলাদেশের ‘বদলা’ নেওয়ার	১২
সুযোগ হাতছাড়া করেছে	১৪
ব্যাটে-বলে মিরাজের	১৬
হাথুরুসিংহের যাওয়া কি	১৮
ক্রিকেটে সবই সম্ভব	১৯
আলো-আঁধারির তাইজুল	২০
টেস্টেও হাফ সেঞ্চুরিতে	২২
জিএম নর্ম অর্জনে	২৪
একান্ত ব্যক্তিগত	২৫
ফটোফিচার	২৬
নেপালে ৭ম সাফ	২৭
আরেকটি প্রথমে অনন্য মুশফিক	২৮
লাল বলের নীরব সাধক	৩০
তবে কি নীরব বিদায় সাকিবের	৩২
বিপিএলে শক্তিশালী দল	৩৪
স্কোয়াশের ‘গ্ল্যামার গার্ল’	৩৬
ক্যান্ডিডেটমাস্টার ডেমিসের	৩৮
ভালো খেলা উপহার দিয়ে	৩৯
লাল-সবুজের জার্সিতে	৪০
অনূর্ধ্ব-১৯ সামার ব্যাডমিন্টন	৪১
জাতীয় ক্রিকেট লিগের	৪২
ইমার্জিং টিম এশিয়া	৪৪
কোন পথে হিমালয়কন্যা	৪৬
কুইজমালা	৪৮
দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটসম্যান	৪৯
শিক্ষাঙ্গনের ক্রীড়াঙ্গন	৫০
এ ছবি কার	৫১
মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে	৫২
ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা	৫৪
শব্দজট	৫৬
আলোকিত তাইজুল	৫৭
এবারও ব্যর্থ বাংলাদেশ	৫৮
কিউই মেয়েদের প্রথম	৬০
নাসিরউদ্দিন চৌধুরী	৬২
ফুটবলের উন্মাদনা	৬৪

কোচ সিমন্স কতটা ১০

চন্ডিকা হাথুরুসিংহেকে অব্যাহতি দিয়ে তড়িঘড়ি করে বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফিল সিমন্সকে।

ব্যাটে-বলে ‘ডাবল’ ১৬

বাংলাদেশের ক্রিকেট এখন পরম নির্ভরতার নাম মেহেদী হাসান মিরাজ। হয় ব্যাটে নয় বলে দায়িত্বশীলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন এই অলরাউন্ডার।

লাল বলের সাধক ৩০

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে বাংলাদেশ ব্যর্থ হলেও ব্যতিক্রম ছিল তাইজুল ইসলাম। বাঁহাতি এই স্পিনার ৭ উইকেট নিয়ে দলকে অসন্মানজনক অবস্থায় পড়তে দেননি।

তবে কি বিদায়? ৩২

দেশের মাটিতে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশের ইতিহাসের সেরা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান।

আর্চারি প্রতিবেদন

জাতীয় যুব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে বিকেএসপি সেরা

ওমর ফারুক রুবেল

এক সময় দেশের আর্চারির পোস্টার বয় ছিলেন রোমান সানা। সাম্প্রতিক সময়ে দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণে এখন আঁধারে তিনি। রোমান সানাকে ছাপিয়ে পাদপ্রদীপের আলোয় চলে এসেছেন রিকার্ভ ইভেন্টের আরেক আর্চার সাগর ইসলাম। জুনে প্যারিস অলিম্পিক গেমসে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন এই আর্চার। এবারের জাতীয় যুব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপেও পেয়েছেন সফলতা।

দেশের ক্রীড়াঙ্গনে বয়সভিত্তিক যে কোনো খেলা মানেই বিকেএসপির আধিপত্য। ১৮ থেকে ২০ অক্টোবর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার আর্চারি স্টেডিয়ামে জাতীয় যুব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপেও সেরার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁরা। তিন দিনব্যাপী প্রতিযোগিতায় বিকেএসপি ১৫টি স্বর্ণ, ৬টি রৌপ্য ও ৮টি ব্রোঞ্জপদক অর্জন করে চ্যাম্পিয়ন, কোয়ান্টাম স্পোর্টিয়াম ২টি স্বর্ণ, ৬টি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জপদক অর্জন করে ১ম রানার্সআপ ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ২টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জপদক অর্জন করে ২য় রানার্সআপ ট্রফি লাভ করে। খেলা শেষে অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করেন সিটি গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক (মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস) জাফর উদ্দিন সিদ্দিকী, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি) পরিচালক (প্রশিক্ষণ) কর্নেল মো. মিজানুর রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের সহসভাপতি মো. মাহফুজুর রহমান সিদ্দিকী, সহসভাপতি সুব্রত মজুমদার ডলার, সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ চপল।

প্যারিস অলিম্পিকে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন বিকেএসপির আর্চার সাগর ইসলাম। দেশের অন্যতম সেরা আর্চার এখন বিকেএসপির এই শিক্ষার্থী। নিজ প্রতিষ্ঠানের হয়ে যুব আর্চারিতে খেলেছেন। রিকার্ভ একক ইভেন্টে অনূর্ধ্ব-২১ ক্যাটাগরিতে তিনি স্বর্ণ জিতেছেন। ফাইনালে সাগর ৬-৪ সেট পয়েন্টে পুলিশ আর্চারি ক্লাবের ইয়াসনি আরাফাতকে পরাজিত করেন। ব্রোঞ্জপদক ম্যাচে আব্দুর রহমান আলিফ (বিকেএসপি) ৬-০ সেটে মো. রাকিব মিয়া (বিকেএসপি) কে পরাজিত করে ব্রোঞ্জ পদক জয় লাভ করেন। অনূর্ধ্ব-২১ ক্যাটাগরিতে খেলছেন বাংলাদেশের সেরা নারী আর্চার দিয়া সিদ্দিকী। তিনি স্বর্ণ জিততে পারেননি। পুলিশ আর্চারি ক্লাবের জ্যোতি রানী ৬-২ সেট পয়েন্টে দিয়াকে হারান। ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচে সীমা আক্তার শিমু (বিমান বাহিনী) ৬-০ সেটে মোসাম্মৎ ইতি খাতুন (পুলিশ আর্চারি ক্লাব) কে পরাজিত করে ব্রোঞ্জপদক জেতেন।

অনূর্ধ্ব-১৮ ক্যাটাগরিতে রিকার্ভ বালক একক ইভেন্টে হিমেল সারোয়ার (বিকেএসপি) ৬-২ সেটে (আব্দুল্লাহ্ আল মোহাম্মদ রাফিকে (বিকেএসপি) পরাজিত করে স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচে আহনাফ শাকিব (বিকেএসপি) ৬-২ সেটে কাজী নেহালকে (কোয়ান্টাম স্পোর্টিয়াম) পরাজিত করে ব্রোঞ্জপদক জিতে নেন। রিকার্ভ বালিকা একক ইভেন্টে মোসাম্মৎ মনিরা আক্তার (বিকেএসপি) ৭-৩ সেটে আরভী আক্তারকে (বিকেএসপি) পরাজিত করে স্বর্ণ জেতেন। সোনালী রায় (বিকেএসপি) ৬-০ সেটে উর্নিশা মারমা পুষ্পকে (কোয়ান্টাম স্পোর্টিয়াম) পরাজিত করে ব্রোঞ্জপদক জেতেন।

কম্পাউন্ড বালক একক ইভেন্টে মো. মারুফ হাসান (বিকেএসপি) ১৪০-১৩২ স্কোরে তপু রায়কে (বিমান বাহিনী) পরাজিত করে স্বর্ণ জেতেন। ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচে আল-শাহরিয়ার রহমান জয় (বিকেএসপি) ১৪০-১৩০ স্কোরে শামীম ইসলামকে (বিকেএসপি) পরাজিত করে ব্রোঞ্জ জেতেন। কম্পাউন্ড বালিকা একক ইভেন্টে পুস্পিতা জামান (বিমান বাহিনী) ১৩৯-১৩০ স্কোরে উর্মি খাতুনকে (বিকেএসপি) স্বর্ণ এবং খুরশিদ জাহান (বিকেএসপি) ১৩৪-১২৯ স্কোরে মেঘলা রানীকে (বিকেএসপি) পরাজিত করে ব্রোঞ্জ জিতে নেন।

কম্পাউন্ড বালক একক ইভেন্টে খন্দকার তৌহিদ (বিকেএসপি) ১৩৯-১৩৫ স্কোরে দুর্জয় দাসকে (টিম ব্লেজার বিডি) হারিয়ে স্বর্ণ এবং আশিকুল ইসলাম আশিক (বিকেএসপি) ১৪২-১৩৪ স্কোরে হরি বচ্চন চাকমাকে (কোয়ান্টাম স্পোর্টিয়াম) পরাজিত করে ব্রোঞ্জপদক জিতে নেন। কম্পাউন্ড বালিকা একক ইভেন্টে কুলছুম আক্তার মনি (বিকেএসপি) ১৪৪-১৩৬ স্কোরে সুমাইয়া সুলতানা বিথিকে (বিকেএসপি) পরাজিত করে স্বর্ণপদক এবং মিথিলা আক্তার (ওল্ড আইডিয়ালস অ্যাসোসিয়েশন) ১৩২-১২৯ স্কোরে সানিয়া আক্তারকে (কোয়ান্টামম স্পোর্টিয়াম) পরাজিত করে ব্রোঞ্জ জিতে নেন।

অনূর্ধ্ব-১৫ ক্যাটাগরিতে রিকার্ভ বালক একক ইভেন্টে মো. নাহিদ হাসান (বিকেএসপি) ৬-২ সেটে মো. সাইফুল ইসলামকে (বিকেএসপি) পরাজিত করে স্বর্ণপদক জেতেন। ব্রোঞ্জপদক ম্যাচে টোকেন চাকমা (বিকেএসপি) ও অমরেশ মালির (পুলিশ আর্চারি ক্লাব) মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৫-৫ সেটে খেলা ড্র হয়। পরবর্তীতে উভয়ে ১টি করে তীর ছুড়ে। এতে টোকেন চাকমা'র স্কোর হয় ৯ এবং অমরেশ মালি'র স্কোর হয় ৬। শেষ তীরের ফলাফলের ভিত্তিতে টোকেন চাকমা (বিকেএসপি) ব্রোঞ্জপদক জিতে নেন। রিকার্ভ বালিকা একক ইভেন্টে প্রভাতি রায় (কোয়ান্টামম স্পোর্টিয়াম) ৭-৩ সেটে সামিয়া আক্তারকে (কোয়ান্টাম স্পোর্টিয়াম) পরাজিত করে স্বর্ণপদক জিতেন। ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচে প্রত্যাশা রায় (কোয়ান্টাম স্পোর্টিয়াম) ৬-২ সেটে জান্নাতুল নাইমাকে (বিকেএসপি) পরাজিত করে ব্রোঞ্জ জেতে।

দলগত ইভেন্টসমূহ

অনূর্ধ্ব-২১ ক্যাটাগরিতে রিকার্ভ বালক দলগত ইভেন্টে বিকেএসপি (মো. সাগর ইসলাম, আব্দুর রহমান আলিফ ও মো. রাকিব মিয়া) ৫-১ সেটে বাংলাদেশ পুলিশ আর্চারি ক্লাবকে (মো. ইয়াছিন আরাফাত, শুভ সরকার ও জয়ন্ত মালি) পরাজিত করে স্বর্ণপদক জিতে নেয়। রিকার্ভ বালিকা দলগত ইভেন্টে বিকেএসপি (ফামিদা সুলতানা নিশা, সুমাইয় আক্তার ও উম্যাচিং মারমা) এবং পুলিশ আর্চারি ক্লাবের (ইতি খাতুন, জোতি রানী ও আফসানা খাতুন) মধ্যে ১ম পর্যায়ে ৪-৪ সেটে খেলা ড্র হয়। পরবর্তীতে উভয় দলের প্রত্যেকে ১টি করে তীর ছুড়ে এতে বিকেএসপি'র স্কোর হয় ২৭ এবং পুলিশ আর্চারি ক্লাবের স্কোর হয় ২০। বিকেএসপি ৫-৪ সেটে জয়লাভ করে স্বর্ণপদক অর্জন করে। রিকার্ভ মিশ্র দলগত ইভেন্টে বিমান বাহিনী (মো. মিশাদ প্রধান ও সীমা আক্তার শিমু) ৫-১ সেটে বিকেএসপিকে (মো. রাকিব মিয়া ও উম্যাচিং মারমা) পরাজিত করে স্বর্ণপদক জিতে নেয়।

অনূর্ধ্ব-১৮ ক্যাটাগরিতে রিকার্ভ বালক দলগত ইভেন্টে বিকেএসপি (আব্দুল্লাহ আল-মোহাম্মদ রাফি, হিমেল সারোয়ার ও মো. নিলয় মোল্লা) ৬-২ সেটে কোয়ান্টাম স্পোর্টিয়ামকে (কাজী নেহাল, মো. সাজিদ মাহমুদ পুষ্প ও ওমর হুজাইফা) পরাজিত করে স্বর্ণপদক অর্জন করে। রিকার্ভ বালিকা দলগত ইভেন্টে বিকেএসপি (আরভী আক্তার, মনিরা আক্তার ও সোনালী রায়) ৬-০ সেটে কোয়ান্টাম স্পোর্টিয়ামকে (জর্না তালুকদার, শ্রীপর্না বিশ্বাস ও উর্নিশা মারমা পুষ্প) পরাজিত করে স্বর্ণপদক জেতে। রিকার্ভ মিশ্র দলগত ইভেন্টে বিকেএসপি (হিমেল সারোয়ার ও সোনালী রায়) ৬-০ সেটে কোয়ান্টাম স্পোর্টিয়ামকে (ওমর হুজাইফা ও উর্নিশা মারমা পুষ্প) সেটে পরাজিত করে স্বর্ণপদক অর্জন করে। কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টে বিকেএসপি (খন্দকার তৌহিদ ও কুলছুম আক্তার মনি) ১৪৮-১৪১ স্কোরে কোয়ান্টাম স্পোর্টিয়াম (হরি বচ্চন চাকমা ও সানিয়া আক্তার) কে পরাজিত করে স্বর্ণপদক জিতে নেয়।

অনূর্ধ্ব-১৫ ক্যাটাগরিতে রিকার্ভ বালক দলগত ইভেন্টে বিকেএসপি (মো. নাহিদ হাসান, মো. সাইফুল ইসলাম ও টোকেন চাকমা) ৬-০ সেটে পুলিশ আর্চারি ক্লাবকে (হাবিব শেখ, মো. নায়েম উদ্দিন ও অমরেশ মালি) পরাজিত করে স্বর্ণপদক, রিকার্ভ বালিকা দলগত ইভেন্টে কোয়ান্টাম স্পোর্টিয়াম (সামিয়া আক্তার, প্রত্যাশা রায় ও প্রভাতি রায়) ৬-০ সেটে পুলিশ আর্চারি ক্লাবকে (জান্নাতুল নাইমা, তাইয়্যেবা আক্তার ও রিদি) পরাজিত করে স্বর্ণপদক অর্জন করে। রিকার্ভ মিশ্র দলগত ইভেন্টে বিকেএসপি (মো. নাহিদ হাসান ও জান্নাতুল নাইমা) ৬-০ সেটে কোয়ান্টাম স্পোর্টিয়ামকে (সাফায়েত হোসেন ও প্রভাতি রায়) হারিয়ে স্বর্ণপদক জিতে নেয়।

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

এবং

চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক

মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার

মো. মোশারফ হোসেন

উপ-সহকারী সম্পাদক

মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার

মোহাম্মদ আবদুল অদুদ চৌধুরী তুহিন

এটিএম শরিফুল ইসলাম রুবেল

কম্পিউটার গ্রাফিক্স

মো. শাহ্ জামাল

কম্পিউটার অপারেটর

মো. ফরিদুল ইসলাম

গ্রুপ রিডার

মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

গ্রাফিক্স ডিজাইন

আবির মাহমুদ

সম্পাদকীয়

বাফুফের নবনির্বাচিত কমিটির জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ

দেশের ফুটবলে অবসান ঘটেছে কাজী সালাউদ্দিন যুগের। দীর্ঘ ১৬ বছর একটানা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর তাঁকে সরে যেতে হয়েছে। সালাউদ্দিন আর নির্বাচন না করার ঘোষণা দেওয়ার পর বাফুফের নেতৃত্বে কে আসবেন, তা নিয়ে সৃষ্টি হয় ব্যাপক কৌতূহলের। অনেকের কথাই শোনা যায়। শেষ পর্যন্ত নতুন সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন তারুণ্যের প্রতিনিধি তাবিথ আউয়াল। ৪৫ বছর বয়সে দেশের ফুটবলের কাণ্ডারি হলেও তিনি ফুটবলে অপরিচিত মুখ নন। রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও মূলত তাঁর সুখ্যাতি আছে ফুটবল সংগঠক হিসেবেই। প্রিমিয়ার লিগ থেকে বিদায় নেওয়া ফেনী সকার ক্লাব এবং পেশাদার লিগের দ্বিতীয় স্তরের ক্লাব নোফেল স্পোর্টিংয়ের তিনি পৃষ্ঠপোষক। ফুটবল ফেডারেশনের সহ-সভাপতি ছিলেন দুইবার। প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে অনিয়মিতভাবে খেলেছেন। অ্যামেচার খেলোয়াড় হলেও ফুটবলের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার কমতি নেই। শিল্পপতি হয়েও বরাবরই ফুটবলের টানে ছুটে আসেন মাঠে। এবারের বাফুফে নির্বাচনে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন না হলেও তাঁর সামনে রয়েছে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জে জয়ী হওয়া মোটেও সহজ নয়।

বাংলাদেশের ফুটবল ইতিহাসের মহাতারকা কাজী সালাউদ্দিনের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড নিয়ে চলে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা। তাঁকে নিয়ে অন্তহীন অভিযোগ। দেশের ফুটবলকে তিনি ডুবিয়েছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তো বটেই, কোনো কোনো মিডিয়ায় নিরন্তর এমন প্রচারণায় তিনি ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। ব্যর্থ হলে সমালোচিত হবেন, এটা খুবই স্বাভাবিক। তিনি যতই আত্মপক্ষ সমর্থন করুন না কেন, আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশের অবস্থান মোটেও আশানুরূপ নয়। ফিফা বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে নেমে এসেছে ১৮৫তে। তাঁর মেয়াদকালে দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলে বাংলাদেশের অবস্থান সংহত হয়নি। একবারই ২০১০ সালে এসএ গেমস ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পুরুষ দল। এ ছাড়া ২০২২ সালে সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ। ঘরোয়া ফুটবল পরিচালনা নিয়েও তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন। ঢাকার ফুটবলকে জমজমাট রাখলেও তৃণমূল পর্যায়ে তাঁর কোনো নজরদারি ছিল না। জেলা পর্যায়ে নিয়মিত লিগ না হওয়ার বিষয়টি তাঁর কাছে গুরুত্ব পায়নি। ফুটবলকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যোগে যথেষ্ট খামতি রয়ে যায়। ফিরিয়ে আনতে পারেননি ফুটবলের হারানো জনপ্রিয়তা।

সালাউদ্দিনের বিপক্ষে যে অভিযোগ ও ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে, তা নিরসন করার মাধ্যমে দেশের ফুটবলকে জাগিয়ে তোলাই এখন তাবিথ আউয়ালের নেতৃত্বে বাফুফের নবনির্বাচিত কমিটি কমিটির প্রধান অ্যাজেন্ডা হবে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কমিটি নতুন হলেও আধিক্য আছে পুরোনোদেরই। সে ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ একটি টিম নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বাফুফে সভাপতির বেগ পাওয়ার কথা নয়। ফুটবলের যে খামতি রয়েছে, তা দূর করার পাশাপাশি নতুন কিছু করার মাধ্যমে ফুটবল অনুরাগীদের মন জয় করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হতে হবে। সালাউদ্দিন যে কারণে অভিযুক্ত হয়েছেন, শুরুতে সেটা কাটিয়ে উঠাই হবে এ মুহূর্তের প্রধান অঙ্গীকার।

সম্পাদকীয় কার্যালয়

৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে সচিব কর্তৃক ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদক কর্তৃক দি গুডলাক প্রিন্টার্স, ১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

রেজিঃ নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫০৫৩৭। ফ্যাক্স : ৪১০৫০৫৫৭।

e-mail : krirajagat@gmail.com এবং krirajagat@yahoo.com

সেরা চিঠি

ভারত সফরে বাংলাদেশের টেস্ট ম্যাচ হারের কারণ

ভারত সফরে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের টেস্ট ম্যাচে হারের কিছু প্রধান কারণ নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১. **অভিজ্ঞতার অভাব:** বাংলাদেশের অনেক খেলোয়াড়ের আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেটে অভিজ্ঞতা কম। ভারতের বিপক্ষে খেলা মানসিক এবং প্রযুক্তিগতভাবে চ্যালেঞ্জিং, যেখানে অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. **ব্যাটিংয়ের অস্থিরতা:** বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপ শুরুতে ভালো শুরু করলেও, তারা বড় স্কোর গড়তে পারেনি। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে উইকেটের পতন, যেমন দ্রুততম সময়ে দুই বা তিনটি উইকেট হারানো, তাদের প্রভাবিত করেছে।

৩. **ভারতীয় বোলিংয়ের শক্তি:** ভারতের পেস অ্যাটাক, বিশেষ করে শামি ও সিরাজের বোলিং অত্যন্ত কার্যকর ছিল। তারা সঠিক লাইনে এবং লেংথে বল করে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের চাপের মধ্যে রাখতে সক্ষম হয়।

৪. **মনস্তাত্ত্বিক চাপ:** ভারত সফরে খেলতে যাওয়া মানসিকভাবে চাপের হতে পারে। বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা যখন নিজেদের চাপের মধ্যে অনুভব করে, তখন তাদের পারফরম্যান্সে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

৫. **ফিল্ডিংয়ের ভুল:** ফিল্ডিংয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্যাচ ফেলা ও রান আউটের সুযোগ হাতছাড়া করা ম্যাচের ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে। বাংলাদেশ এর ফিল্ডিংয়ে কিছু খরচ হয়েছে, যা ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বাড়তি সুযোগ দিয়েছে।

৬. **টেস্টের দীর্ঘমেয়াদি চাপ:** টেস্ট ক্রিকেটের দীর্ঘ সময়ের কারণে ধৈর্য ও মনোযোগের প্রয়োজন। বাংলাদেশ দীর্ঘ ইনিংস খেলার সময় কিছু ক্ষেত্রে মনোযোগ হারিয়েছে, যা হারের কারণ হতে পারে।

৭. **দলগত সমন্বয়ের অভাব:** দলের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাব, বিশেষ করে যখন কিছু খেলোয়াড় পারফর্ম করতে ব্যর্থ হন, তখন দলগত সাফল্যে বাধা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের টেস্ট ম্যাচে হারের পেছনে একাধিক কারণ ছিল। অভিজ্ঞতা, ব্যাটিংয়ের অস্থিরতা, ভারতের বোলিং শক্তি, এবং মনস্তাত্ত্বিক চাপ এসবই তাদের হারের কারণ। আগামী দিনে এই বিষয়গুলো মোকাবিলা করে উন্নতির জন্য বাংলাদেশকে কাজ করতে হবে।

রাশেদ আহমেদ

ঠিকানা: চ-১৩৫, গুপিপাড়া, উত্তর বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা-১২১১

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ক্রস চেক/বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ নভেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। - সম্পাদক

আমাদের ধারাবাহিকতা কখন থেকে বজায় থাকবে?

নিঃসন্দেহে এদেশের জনপ্রিয় খেলা হচ্ছে এখন ক্রিকেট খেলা। তার প্রমান হলো আমাদের দেশের ক্রিকেট খেলা থাকলে দেখা যায় চায়ের দোকান থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় টিভি সেটের সামনে দর্শকরা অধীর আগ্রহে ক্রিকেট খেলাটা উপভোগ করেন।বাংলাদেশ দল যখন ভালো খেলে, তখন সবার খেলা দেখা যেন সার্থক হয়ে ওঠে। আবার তার বিপরীতে দল যখন বাজে পারফরম্যান্স করে, তখন আমরা যারা এত কষ্ট করে খেলা দেখি, তাদের সবারই মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়।এখন আসা যাক, আমাদের ক্রিকেট খেলা নিয়ে। মূল কথা, আমাদের ক্রিকেট দল কখন থেকে যে জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা শিখবে জানি না। বিশ বছর আগের মতো বাংলাদেশ দল যেন এখনো রয়ে গেছে মনে হয়। কেননা,এখনো দেখা যায় এক ম্যাচ ভালো খেললে দলকে ২য় ম্যাচে খুঁজে পাওয়া যায় না। এইসেদিন পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে ২-০তে সিরিজ জিতলেও তার পরবর্তী সফরে ভারতে গিয়ে বাজে পারফরম্যান্স করে প্রতিটি ম্যাচে নাকাল হয়ে দেশে ফিরছে। টেস্ট ক্রিকেটে না জিতলেও টি- টোয়েন্টি ম্যাচে তো কমছে কম একটি হলেও ম্যাচ জিততে পারতো শান্তরা।কিন্তু উল্টো শেষ ম্যাচে বাজে খেলা উপহার দিয়ে সমালোচনা করার সুযোগ করে দিয়েছে। আমরা আসলে বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলাটা ভীষণ ভালোবাসি। তাই ক্রিকেট নিয়ে কিছু লেখালেখি করি।বিশ্ব ক্রিকেটেধারাবাহিকতা বজায় রেখে কত সুন্দর করে খেলা খেলতে দেখা যায়। আর আমরা তা পারি না। কেন আমাদের এ অবস্থা, তা বিসিবিকে খতিয়ে দেখার জন্য বিনীত ভাবে অনুরোধ করছি। এখন তো কোচ হাথুরুসিংহেকে বিদায় দিয়ে সিমন্সকে আনা হয়েছে কোচ হিসেবে। তাহলে অন্ততপক্ষে আমাদের ক্রিকেট খেলার ধরনটা পরিবর্তন হওয়ার দরকার।তা না হলে নেপালের মতো দলের বিপক্ষে আমাদের হার দেখতে হতে পারে।

তাই এখনো সময় রয়েছে বাংলাদেশ দলের পরিবর্তন হওয়ার। বিশেষ করে ধারাবাহিকভাবে কীভাবে ম্যাচ বাই ম্যাচ জেতা যায়, তার যথাযথ ব্যবস্থা এখন থেকে নিতে হবে। আমাদের ক্রিকেটাররা আরেকটু ধৈর্য ধরে খেলতে হবে, তা হলে হয়তোবা সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। আমাদের ক্রিকেট খেলাকে বিশ্ব দরবারে আরো উঁচু জায়গায় পৌছাতে হলে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।

খাদিজাতুল কোবরা

প্রযত্নে-জাহেদ মিয়া, গ্রিন ভ্যালি সোসাইটি

বাড়ী ৫৬, বায়জিদ, টেক্সটাইল

চট্টগ্রাম-৪২০৯।

বাংলাদেশের কোচ হিসেবে কেমন ছিল হাথুরুসিংহের অধ্যায়?

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের হেড কোচ চান্দিকা হাথুরুসিংহেকে বরখাস্ত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সেই সঙ্গে নতুন কোচ হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক অলরাউন্ডার ও কোচ ফিল সিমন্সের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

২০১৪ সালে প্রথম মেয়াদে বাংলাদেশে এসেছিলেন হাথুরুসিংহে। পরের বছরের ওয়ানডে বিশ্বকাপে টাইগারদের পারফরম্যান্স বাধিয়ে রাখার মতো। অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলে মাশরাফি বাহিনী। ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেমিফাইনাল খেলে সেরা পারফরম্যান্স করে বাংলাদেশ। এরপর টাইগারদের দায়িত্ব ছেড়ে চলে যান শ্রীলঙ্কায়। হাথুরুর অধীনেই ২০১৫ সালে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জিতেছিল বাংলাদেশ। সেই সময়কার পারফরম্যান্স বিবেচনায় সফল ছিলেন তিনি। তবে ড্রেসিংরুমে নানা বিশৃঙ্খলায় খেলোয়াড়দের সাথে সম্পর্কের অবনতি নানা বিতর্কের জন্ম দেয়।

হাথুরুর দ্বিতীয় মেয়াদে কোচ হওয়ার পর ২০২৩ সালে প্রথম প্রতিপক্ষ ছিল ইংল্যান্ড। ঘরের মাঠে সেই সিরিজে পরাজিত হয় বাংলাদেশ। সিরিজ হেরে সমালোচনার মুখে পড়ে। তবে সমালোচনা শেষ হতে না হতেই টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করে টাইগাররা। ইংলিশ বধের পর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই সিরিজ জিতে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

এরপর এশিয়া কাপ, নিউজিল্যান্ড সিরিজ ও ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভরাডুবি হয় বাংলাদেশের। এরপরই কিউইদের সাথে ১-১এ টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ ড্র করে টাইগাররা। শ্রীলঙ্কার সাথে ওডিআইতে সফলতা আসলেও টেস্ট ও টি-টোয়েন্টিতে হারে টাইগাররা। জিম্বাবুয়ের সাথে ৪-১। যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ২-১ এ সিরিজ হার। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৭ ম্যাচে মাত্র ৩ জয়। পাকিস্তানের সাথে ২-০ তে টেস্ট সিরিজ জিতলেও সবশেষ ভারতের মাটিতে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টিতে ধবলধোলাই হয়।

হাথুরুসিংহের সাথে পুরোনো দ্বন্দ্ব ছিল বিসিবির নতুন সভাপতির। ২০১৬ সালে দল নির্বাচনে হস্তক্ষেপের কারণে প্রধান নির্বাচকের পদ থেকে সরে গিয়েছিলেন ফারুক আহমেদ। হাথুরুর মেয়াদ ছিল আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত। কিন্তু নতুন বিসিবি সভাপতি আগেই আভাস দিয়েছিলেন হাথুরুকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে। বাংলাদেশ ক্রিকেটে সাফল্য-ব্যর্থতার নেপথ্যের নায়ক হাথুরুসিংহের বাংলাদেশ অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

মেহেদী হাসান জনি

আক্কাস ভবন, ৩৪/৮ উত্তর মানিকদিয়া

সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪।

এবারের ফুটবল মৌসুম হোক স্বদেশিদের

শুরু হতে যাচ্ছে ফুটবল মৌসুম। যে দেশের ফুটবল র‍্যাঙ্কিং ১৮৬। জাতীয় দলের জয়ের প্রয়োজনীয়, পরাজয় ঠেকাতে গোল করতে পারে না। ঘরোয়া ফুটবলের সর্বাধিক গোলদাতা (১ মৌসুম ব্যতিত) হতে পারে না। ডাবল ফিগারে পৌঁছাতে পারে না, সে দেশের ফুটবলারগণ পারিশ্রমিক পান কোটি টাকার কাছাকাছি। জনৈক ক্লাব কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ ক্লাবের ট্রফি পাওয়ার জন্য এই কাজটি করে থাকেন। বড় দলগুলোর তুলনায় ছোট দলগুলো স্বদেশি স্ট্রাইকারদের বেশি সুযোগ দেয়। তার পরও নিজেরা সেইভাবে মেলে ধরতে পারে না। স্ট্রাইকারের কাজ গোল করা। এজন্য প্রয়োজন নিজের অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম, মেধার বিকাশ ঘটানো। রোনালদো, মেসি– এই বয়সেও গোল করে যাচ্ছে। তাঁদের পরিশ্রমের বিকাশ ঘটিয়ে। বড় দল ছোট দল সবার উচিত স্ট্রাইকারদের জন্য অতিরিক্ত কঠোর অনুশীলন, পরিশ্রম করানো। ফ্রি কিক, শূন্যে উঠে ব্যাকভলি, মাটিতে শুয়ে পরে আকর্ষণীয় হেডে, প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার; ঘেষে কোনাকুনি শটে নিশ্চিত গোল করার জন্য আধুনিক কৌশল রপ্ত করতে হবে। সম্প্রতি অনূর্ধ্ব-২০ ও অনূর্ধ্ব-১৭ দল ব্যর্থতা দেখালো। একটি দল খেলোয়াড় ছাড়েনি লিগের জন্য, এটা বুঝতে কারও বাকি থাকেনি। অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের বিকল্প না থাকায় সিরিয়া, ভিয়েতনামের কাছে দুই খেলায় আট গোলের পরাজয়। (২-০) তে এগিয়ে থেকেও গুয়ামের কাছে (২-২) গোলে ড্র। শেষ খেলায় ভুটানের কাছে জয়। অনূর্ধ্ব-১৭ দল ভারতের কাছে শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে পরাজয়, মালদ্বীপের সাথে এক গোলে এগিয়ে থেকেও ড্র। ছোটরাও যেন হাঁটছে বড়দের পথে (মূল জাতীয় দল) হাটছে। এই ব্যর্থতার বৃত্ত থেকে ফুটবল কী বের হবে না?

মো. জাকির উল্লাহ পাতা
সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা।

সাকিব কি সুযোগ পাবেন?

একজন ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানকে বাংলাদেশের জন্য আগেও প্রয়োজন ছিল। এখনো আছে। আগামীতেও থাকবে। সাকিব একজন ক্রিকেট সৈনিক। ক্রিকেট মাঠের লিডার। উদীয়মান ক্রিকেটারদের পথপ্রদর্শক। খেলার মাঠের প্রতিবাদকারী খেলোয়াড়। একজন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার। সাকিব একের ভেতর অনেক গুণে গুণান্বিত। দীর্ঘ ১৭ বছরের পরিশ্রমের ফল একজন সাকিব। তাঁর বিপক্ষে শুধু অভিযোগগুলোই নয়, ভালো গুণগুলো আলোচনায় রাখতে হবে। কেউ কেউ বলেন, সাকিব কী করছে? দেশের জন্য কিছুই করেননি। সাকিব কি বাংলাদেশের ম্যাচ জয়ে কোনো ভূমিকা রাখেননি?

আমাদের ক্রিকেট অঙ্গনে কোনো প্রকার কালো ছায়া পড়তে দেওয়া যাবে না। ইতোপূর্বে যারা ফ্যাসিস্ট সরকারের পক্ষে ছিলেন না, তারাও কি তাদের বিদায়কে সুখকরভাবে নিতে পেরেছেন? পারেননি, এটা আমাদের ব্যর্থতা। আমাদের দেশের সিনিয়র ক্রিকেটারদেরকে সম্মানের সঙ্গে বিদায় উদযাপন করানো উচিত। তাদের যথাযথ সম্মান দিতে হবে। যে কোনো ভুলেরই ক্ষমা আছে। ক্ষমা মহত্বের কাজ। সব রাগ ঝেড়ে ফেলে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে হবে। ক্রিকেটে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে হবে। দেশের সব জেলায় বিপিএল খেলার ভেন্যু তৈরি করতে হবে। মাঠের সংস্কার করতে হবে। মাঠকে দর্শকদের খেলা দেখার উপযোগী করে তুলতে হবে। তবেই দেশের খেলার মান বাড়বে এবং খেলোয়াড়দের প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে। সম্মানিত উপদেষ্টা মহোদয়ের প্রতি অনুরোধ, সাকিবকে সসম্মানে দেশে আশার সুযোগ এবং দেশের মাটিতে সম্মানের সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেট থেকে ইতি টানার সুযোগ দেওয়া হোক।

মোশাররফ হোসেন স্বাধীন
স্যার ইকবাল রোড
খুলনা।

‘বিপিএল’ নতুন শুরুর আশায় প্রত্যাশা মিটবে কতটুকু

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কর্তারা বলেন বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা টি-টোয়েন্টি লিগ। যদিও বাস্তবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) তার কতখানি ধারের কাছে। দেশের সবচেয়ে জমজমাট এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে নতুন কিছু দেখা যাবে বলে আশা দিয়েছে বিসিবি। তবে সেই ধারার শুরুতে ড্রাফটে যা দেখা গেছে, তাতে একে নতুন খোলসে পুরোনো জিনিস দিয়ে ভরানো বলাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত। বিপিএল হবে আর নাটকীয়তা অথ বা সমালোচনা থাকবে না, এ যেন অসম্ভব ব্যাপার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে এই টুর্নামেন্টটি আয়োজিত হয় বেশ গুরুত্ব সহকারে। প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের সংশ্লিষ্টতা আছে জানার পর এবারের বিপিএল নিয়ে বড় কিছুর আশায় আছেন ক্রিকেট ভক্তরা। বিপিএল ড্রাফটে ক্রিকেটারদের নেওয়া না নেওয়া নিয়ে প্রশ্ন আছে যথেষ্ট। দীর্ঘদিন ক্রিকেটের বাইরে থাকা ক্রিকেটাররাও দল পেয়েছেন। এমনকি মার্শাল আইয়ুব, নাইম ইসলাম তারাও দল পেয়েছেন। অথচ দল পাননি মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত বা বিপিএলে নিয়মিত পারফর্ম করা সৈকত আলীরা। বিপিএলের সেঞ্চুরিয়ান আনিসুল ইসলাম ইমন অথবা ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের নিয়মিত পারফর্মার অমিত হাসান, টিপু সুলতান, রবিউল হকের কেউ দল পাননি। বিপিএল মাতানো শফিকুল ইসলাম, সুমন খানও থেকেছেন উপেক্ষিত।

বিপিএল মূলত অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররাই নিলামে দল পেয়েছেন বেশি। তবে তাদের বেশি ভাগেরই ক্যারিয়ার পড়তির দিকে। আর উঠতি তরুণ বা জাতীয় দলে খেলেছেন এমন অনেকেই দল পাননি। এ অবস্থায় বুড়োদের নিয়ে খেলা বিপিএল দেশের ক্রিকেটে আসলেই কতটা উপকৃত হবে সে প্রশ্ন করতেই পারেন ক্রিকেটের শুভাকাঙ্ক্ষীরা। নিরাশার পিঠে আশার আলো একটাই, কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি চাইলে এখন ভিত্তিমূল্য তরুণ ক্রিকেটারদের নিতে পারবে। পুরোনো ক্রিকেটারদের মধ্য থেকে ধরে রাখা, ড্রাফটের আগে সরাসরি চুক্তিতে আবদ্ধ করার পর ড্রাফট থেকে বাকি ক্রিকেটারদের নিয়ে দল সাজিয়েছে বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। কিন্তু হতাশায় ডুবতে হয়েছে বেশ কয়েকজনকে। পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত ক্রিকেটারদের মধ্যে দল পাননি মুমিনুল হক, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, শুভাগত হোম। মুমিনুল এখন জাতীয় টেস্ট দলের অপরিহার্য সদস্য। মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, শুভাগত হোম একটা সময় তিন ফরম্যাটেই দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাদের দল না পাওয়া কিছুটা অবাক করার মতো বটে। মুমিনুল টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে তেমন ভালো পারফর্মার নন। শুভাগত হোমের বয়স বেশি। তাদের দল না পাওয়ার পেছনে কারণ রয়েছে বেশ। কিন্তু মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের দল না পাওয়ার ঘটনা বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। এই অলরাউন্ডার দেশের হয়ে ৩৩টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। অন্যদিকে ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো পারফর্ম করার পরও তিনি দল পাননি।

সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ২৭ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে ১১তম বিপিএল নতুন কিছুর ঘোষণা দেওয়া বিসিবি আগের সব ভুলত্রুটিও কমতি সেরে আসলেই কতটা জমজমাট টুর্নামেন্ট উপহার দিতে পারে, সেটাই এখন দেখার। বিপিএল প্রতিবারের থেকে এইবারে ভিন্ন ভাবধারায় আয়োজিত হবে। নতুন শুরুর আশায় দেশের ক্রিকেটের উন্নতির প্রত্যাশা বিপিএল কতটা মিটাবে, সেটাই এখন দেখার।

তোহা বকর
প্রবাহ ভবন (টিএন্ডটি অফিসের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত)
উপজেলা- কাহালু, জেলা- বগুড়া।

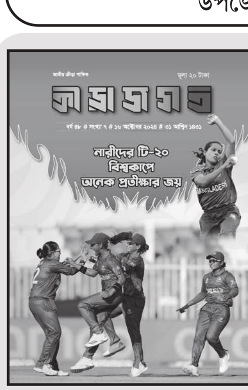

বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ৭
১৬ অক্টোবর ২০২৪ সেরা চিঠি লেখক
মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ

শুরু হোক ফুটবলের নতুন পথচলা

রফিকুল ইসলাম

দীর্ঘ একটা সময় দেশের ফুটবলের নেতৃত্ব ছিল এক হাতে। সময়টা অনেক লম্বা, টানা ১৬ বছর। নব্বই দশকের পর দেশের ফুটবল যখন পেছনে হাটতে শুরু করছিল, দর্শক যখন গ্যালারি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করে। ঘরোয়া ফুটবল যখন অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল, তখন দেশের ফুটবলপ্রেমীরা একজন ক্যারিশমাটিক নেতৃত্ব খুঁজছিলেন। তবে সেভাবে কেউ ফুটবলের হাল ধরেতে পারেননি। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খাবি খাওয়া এবং ঘরোয়া ফুটবল ঢিমেতালে চলা যেন নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এভাবে দিন, মাস ও বছর অতিক্রম হতে হতে ২০০৮ সালে দেশের ফুটবলের নেতৃত্ব ওঠে কাজী মো. সালাউদ্দিনের হাতে। তিনি কেবল দেশের সর্বকালের সেরা ফুটবলারই নন, সর্বকালের সেরা ক্রীড়াবিদও। ফুটবলামোদীরা দারুণ খুশি হয়েছিলেন সেরা ফুটবলারের হাতে ফুটবলের দায়িত্ব ওঠায়। তবে তিনিও দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি।

দায়িত্বের দ্বিতীয় মেয়াদ থেকেই দেশের ফুটবলামোদীদের সমালোচনার তীরে বিদ্ধ হতে থাকেন তিনি। ফুটবল এগুনোর বদলে পেছনে হাটতে থাকে। ঘরোয়া ফুটবল নিয়মিত হলেও হারিয়ে যেতে থাকে মফস্বলের ফুটবল। এক সময়ের জেলা লিগ হয়ে পড়ে ইতিহাসের সাক্ষী। জেলা লিগ অনিয়মিত হওয়ার কারণে ফুটবলারদের পাইপলাইনও দুর্বল হয়ে পড়ে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে জাতীয় দলে। খেলোয়াড় সরবরাহ কমে যাওয়ায় অতি মূল্যায়িত হয়ে পড়েন ফুটবলাররা। হাতে গোনা কিছু ফুটবলার অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পেলেও বেশির ভাগ ফুটবলার মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকেন। এসব কিছু মিলিয়ে ফুটবল সমাজ ফুঁসে উঠতে থাকে কাজী মো. সালাউদ্দিনের বিপক্ষে। সবার মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হয় ক্যারিশমাটিক ফুটবলার সালাউদ্দিন নিজেকে হারিয়ে ফেলেন ব্যর্থ সংগঠকের মাঝে।

২০০৮, ২০১২, ২০১৬ ও ২০২০ টানা চারটি নির্বাচনে সভাপতি পদে পাস করে নেতৃত্বে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন কাজী মো. সালাউদ্দিন। পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে তিনি বাফুফেতে হয়ে ওঠেন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধীকারী। তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল বাফুফেতে চূড়ান্ত। নির্বাহী কমিটিকে পাশ কাটিয়ে বেশির ভাগ সিদ্ধান্ত তিনি নিতেন। তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করার সাহস পেতেন না কেউ। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরও তিনি আরেক মেয়াদে বাফুফে নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় আসামি হওয়ার পর তিনি ব্যাকফুটে চলে যান। নির্বাচনের মাস দেড়েক আগে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার ঘোষণা দেন। সেই সঙ্গে চূড়ান্ত হয়ে যায় বাফুফে সভাপতি পদ বদলের বিষয়টি।

সবার মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয় কে হবেন নতুন সভাপতি। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় নেই, তাঁর দল আওয়ামী লীগের পাত্তা নেই–এমন অবস্থায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থন নিয়েই কেউ বাফুফে সভাপতি হয়ে আসবেন, তা নিশ্চিতই ছিল। কাজী মো. সালাউদ্দিন নির্বাচন না করার ঘোষণা দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিএনপির একদল নেতা-কর্মী সভাপতি প্রার্থী হিসেবে ক্রীড়াঙ্গনের সুবিধাবাদী সংগঠক তরফদার রুহুল আমিনের নাম ঘোষণা করেন। আরেক দল সভাপতি হিসেবে চায় তাবিথ আউয়ালকে। যিনি দুইবার ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে বিএনপি মনোনিত প্রার্থী হিসেবে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

তাবিথের পরিচয় সেখানেই শেষ নয়। তিনি সাবেক ফুটবলার এবং বাফুফেতে দুই মেয়াদে ৮ বছর সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। বাফুফেতে দায়িত্ব পালনকালে তিনি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছিলেন ভালোভাবেই। ২০২০ সালের নির্বাচনে তিনি অংশ নিয়েও জিততে পারেননি। দুজন প্রার্থীর ভোট সমান হলে পুনরায় একটি পদে ভোট হয়েছিল। তখন ততকালীন আওয়ামী লীগ সরকার বিষয়টিকে রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তাবিথ আউয়ালকে হারানোর নীলনকশা তৈরি করে।

এবারের নির্বাচনে তাবিথ আউয়ালের দিকে যখন ভোটের হাওয়া হুহু করে বইতে শুরু করে, তখন নিজেকে সরিয়ে নেন তরফদার মো. রুহুল আমিন। সভাপতি পদে না দাঁড়িয়ে তিনি সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে সেখান থেকেও মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। আর তাতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিনিয়র সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন গত চার বছর সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করা ইমরুল হাসান।

এবারেরর নির্বাচন বেশি আলোচিত ছিল একটি মুক্ত পরিবেশের কারণে। সবশেষ তিনটি নির্বাচনে ব্যাপক প্রভাব ছিল সরকারের। কে ভোটে দাঁড়াবেন, কাকে বিজয়ী করা হবে এসব নির্ধারিতই ছিল। কিন্তু এবার কোনো দলীয় সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় না থাকায় সবার জন্য মাঠ ছিল উন্মুক্ত। সেই সুযোগে বিপুলসংখ্যক মানুষ বাফুফে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ২১ পদের বিপরীতে ৬২টি মনোনয়নপত্র উত্তোলন হয়েছিল এবার। জমা পড়েছিল ৫৩টি। আর শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন ৪৬ জন। ১৩৩ জন ভোটার ছিলেন এবারের নির্বাচনে। তবে ৫ জন ভোট দিতে আসেননি। ভোট পড়েছে ১২৮টি। এর মধ্যে সভাপতি পদে তাবিথ আউয়াল পেয়েছেন ১২৩ ভোট। তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী দিনাজপুরের তৃণমূলের সংগঠক এ এফ এম মিজানুর

রহমান চৌধুরী পেয়েছেন ৫ ভোট। বিপুল বিজয়ের মাধ্যমে বাফুফের নতুন সভাপতি হয়েছেন তাবিথ আউয়াল। তাবিথ আউয়াল সভাপতি হবেন, তা নিশ্চিতই ছিল। দেখার ছিল তাঁর বিপক্ষে কয়টা ভোট পড়ে। অনেকের ধারণা ছিল বেশ কিছু নেগেটিভ ভোট পড়তে পারে তাবিথের বিপক্ষে। তবে বিজ্ঞ কাউন্সিলররা যোগ্য সংগঠককেই বেছে নিয়েছেন তাঁদের নতুন নেতা হিসেবে। যে কারণে পাঁচজনের বেশি ব্যালট পেপারে মিজানুর রহমানকে খুঁজে নেননি। সিনিয়র সহ-সভাপতি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার পর নির্বাচনের সব আকর্ষণ ছিল সহ-সভাপতি ও সদস্য পদে। বিশেষ করে চারটি সহ-সভাপতি পদের দিকে তীক্ষ্ণ নজর ছিল সবার। চারজন সংগঠকের সঙ্গে সহ-সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন দেশের দু'জন সাবেক তারকা ফুটবলার। একজন ছিলেন ২০২০ নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা শফিকুল ইসলাম মানিক ও আরেক তারকা ফুটবলার সৈয়দ রুম্মান বিন ওয়ালী সাব্বির। সাব্বির ২০১৬ সালে সহ-সভাপতি পদে নির্বাচন করেও হেরেছিলেন। মানিক ২০২০ সালে সভাপতি পদে নির্বাচন করে পেয়েছিলেন ১ ভোট। এবার সহ-সভাপতি পদে পরাজিত হয়েছেন ৪২ ভোট পেয়ে। সাব্বির পেয়েছেন ৬৬ ভোট।

বিদায়ী কমিটির শীর্ষ পদে থাকাদের মধ্যে মাত্র একজন এবার ছিলেন ভোটের লড়াইয়ে। সভাপতি কাজী মো. সালাউদ্দিন, সিনিয়র সহ-সভাপতি আবদুস সালাম মুর্শেদী, সহ-সভাপতি কাজী নাবিল আহমেদ, আতাউর রহমান ভূঁইয়া মানিক ও মহিউদ্দিন মহিরা ছিলেন না নির্বাচনের মাঠে। কেবল ইমরুল হাসান ছিলেন। তিনি সহ-সভাপতি থেকে প্রমোশন হয়ে এবার হয়েছেন সিনিয়র সহ-সভাপতি। সহ-সভাপতি চারজনই নতুন মুখ। প্রথম হওয়া মো. নাসের শাহরিয়ার জাহেদী ঝিনাইদহের সাবেক সংসদ সদস্য, দ্বিতীয় হওয়া ওয়াহিদ উদ্দীন চৌধুরী হ্যাপি বিএনপি নেতা শহীদ উদ্দীন চৌধুরী অ্যানির ভাই, তৃতীয় হওয়া সাব্বির আহমেদ আরেফ ব্রাদার্স ইউনিয়নের কর্মকর্তা এবং ফাহাদ মোহাম্মদ আহমেদ করিম ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান কে-স্পোর্টসের কর্ণধার।

তবে সদস্য পদে বেশ কিছু পুরোনো মুখ রয়ে গেছেন। বিদায় কমিটির যাঁরা এবার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁরা হলেন ইমতিয়াজ হামিদ সবুজ, জাকির হোসেন চৌধুরী, টিপু সুলতান, বিজন বড়ুয়া, মাহফুজা আক্তার কিরণ, মাহি উদ্দিন আহমেদ সেলিম, সত্যজিৎ দাশ রুপু। ২০২০ সালের নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদে ভোট করে হেরেছিলেন আমিরুল ইসলাম বাবু। এবার সদস্য পদে নির্বাচন করে বিজয়ী হয়েছেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে। তিনি পেয়েছেন ৯৬ ভোট। সবচেয়ে বেশি ৯৮ ভোট পেয়ে প্রথম সদস্য হয়েছেন সাবেক ফুটবলার ইকবাল হোসেন। ইকবাল হোসেন ২০২০ সালে সদস্য পদে নির্বাচন করে হেরে গিয়েছিলেন।

গত নির্বাচনে অংশ নিয়ে পাস করতে না পারা ইকবাল হোসেনের মতো এবার চমক দেখিয়েছেন কামরুল ইসলাম হিলটন। আর বিদায়ী কমিটির সদস্য আমের খান নির্বাচনে অংশ নিয়ে হেরে গেছেন। এবার সদস্য পদে নতুন মুখের অন্যতম সাবেক দুই তারকা ফুটবলার ছাইদ হাছান কানন ও গোলাম গাউছ। কানন আগে বাফুফের নির্বাহী কমিটিতে থাকলেও গাউছ একদম নতুন। আরেক সাবেক ফুটবলার খন্দকার রকিবুল ইসলাম প্রথমবার সদস্য পদে ভোটে দাঁড়িয়ে পেয়েছেন মাত্র ১৫ ভোট। সাবেক নারী ফুটবলার মাহমুদা খাতুন অদিতি প্রথমবারের মতো ছিলেন ভোটের লড়াইয়ে। সদস্য পদে তিনি পাস করতে পারেননি, পেয়েছেন ৩৯ ভোট।

নতুনদের মধ্যে অন্য দুই মুখ হলেন নোফেল স্পোর্টিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া শাহীন ও সাবেক ফুটবলার মঞ্জুরুল করিম। এবার মোট চারজন নারী প্রার্থী ছিলেন ভোটের মাঠে। মাহফুজা আক্তার কিরণ পাস করলেও প্রথম অংশ নিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন মাহমুদা খাতুন অদিতি, রওশন আক্তার হায়দার নামের এক সাবেক ক্রীড়াবিদ এবং বাফুফের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. আবু নাইম সোহাগের স্ত্রী তাসমিয়া রেজোয়ানা।

১৫ সদস্য পদের মধ্যে ১৪ জন বিজয়ী হয়েছেন। ১৫ নম্বর সদস্য পেতে আরেকটি ভোটের লড়াইয়ে যেতে হবে। সাবেক ফুটবলার সাইফুর রহমান মনি ও এখলাস উদ্দিন সমান ৬১টি করে ভোট পেয়েছেন। যে কারণে ১৫ নম্বর নির্বাহী সদস্য পেতে মনি ও এখলাসের মধ্যে পুনরায় ভোট হবে। বাফুফের নতুন কমিটি প্রথম সভায় বসে ওই ভোটের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

কেমন হলো বাফুফের নতুন নির্বাহী কমিটি। একেকজন একেকভাবে মূল্যায়ন করছেন। কেউ বলছেন নতুন-পুরাতন মিলিয়ে একটা ভালো কমিটি হয়েছে। কেউ বলছেন দুর্বল। তবে বাফুফের নির্বাহী কমিটির প্রধান চালিকা শক্তিই হচ্ছেন সভাপতি। সভাপতির দক্ষতা, যোগ্যতা ও আন্তরিকতার ওপরই নির্ভর করবে দেশের ফুটবলের গতিচিত্র কেমন হবে। তবে এটা ঠিক, মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বাফুফেতে একটা পরিবর্তন চেয়ে আসছিল। সেই পরিবর্তন অবশ্যই সভাপতিকে ঘিরে। সবার মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হয়েছিল, কাজী সালাউদ্দিনকে দিয়ে আর ফুটবলের উন্নতি সম্ভব না। অবশেষে সেই পরিবর্তন এসেছে। সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, চার সহ-সভাপতি পরিবর্তন হয়েছে। সদস্য পদেও আছে কিছু নতুন মুখ। বদলে যাওয়া বাফুফের নির্বাহী কমিটি দেশের ফুটবলও বদলে দিতে পারবে বলেই সবার বিশ্বাস।

এই বিশ্বাস নিয়েই দেশের ফুটবলামোদীরা আগামী চার বছর অপেক্ষায় থাকবেন। নতুন সভাপতিও বলেছেন, কথায় নয় তিনি অ্যাকশনে বিশ্বাসী। ফুটবলকে কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়, তা নিয়ে তিনি কাজ করবেন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁর এই আত্মবিশ্বাসটা মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল বিশ্বাসের জন্ম দেবে। বিগত দুই যুগ ধরে দায়িত্ব পালন করে যাঁরা দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি, তাদের ব্যর্থতাগুলো ঢেকে দিতে পারবে তাবিথ আউয়ালের নেতৃত্বাধীন এই কমিটি, সেটাই সবার প্রত্যাশা। ২৬ অক্টোবর ২০২৪। এই দিন থেকেই শুরু হোক দেশের ফুটবলের নতুন পথচলা।

একনজরে ফলাফল

(মোট ভোটার ১৩৩, প্রদত্ত ভোট ১২৮)

সভাপতি : তাবিথ আউয়াল ১২৩।

প্রতিদ্বন্দ্বী এ এফ এম মিজানুর রহমান চৌধুরী পেয়েছেন ৫ ভোট।

সিনিয়র সহ-সভাপতি : মো. ইমরুল হাসান (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত)।

সহ-সভাপতি : মো. নাসের শাহরিয়ার জাহেদী ১১৫, মো. ওয়াহিদ উদ্দীন চৌধুরী (হ্যাপি) ১০৮, সাব্বির আহমেদ আরেফ ৯০, ও ফাহাদ মোহাম্মদ আহমেদ করিম ৮৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।

সৈয়দ রুম্মান বিন ওয়ালী সাব্বির ৬৬ ও মো. শফিকুল ইসলাম মানিক ৪২ ভোট পেয়ে হেরে যান।

সদস্য : ১. মো. ইকবাল হোসেন ৯৮, ২. আমিরুল ইসলাম বাবু ৯৬, ৩. মো. গোলাম গাউছ ৯২, ৪. মো. মাহি উদ্দিন আহমেদ সেলিম ৮৮, ৫. টিপু সুলতান ৮৭, ৬. মো. মঞ্জুরুল করিম ৮৬, ৭. জাকির হোসেন চৌধুরী ৮২, ৮. মাহফুজা আক্তার কিরণ ৮১, ৯. কামরুল হাসান হিলটন ৮০, ১০. সত্যজিৎ দাশ রুপু ৭৬, ১১. ইমতিয়াজ হামিদ সবুজ ৭২, ১২. মো. ছাইদ হাছান কানন ৬৭, ১৩. সাখাওয়াত হোসেন ভূঁঞা শাহীন ৬৬, ১৪. বিজন বড়ুয়া ৬২ ভোট নির্বাচিত হয়েছেন। সাইফুর রহমান মনি ৬১ ও মো. এখলাছ উদ্দিন ৬১ সমানসংখ্যক ভোট পাওয়ায় পুনরায় নির্বাচনের মাধ্যমে একজন নির্বাচিত হবেন।

সদস্য পদে হেরে গেছেন এবিএম মঞ্জুরুল আলম দুলাল ৫০, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ৪৪, আনম আমিনুল হক মামুন ৪১, ইয়াকুব আলী ৩৯, মাহমুদা খাতুন অদিতি ৩৯, শাহীন হাসান ৩৯, সৈয়দ মুহম্মদ শহীদুল ইসলাম ৩৮, মো. আমের খান ৩৬, মাহবুবুর রহমান শাহীন ৩৫, তাসমিয়া রোজোয়ানা ৩৪, এ কে এম নুরুজ্জামান ২৮, মানস চন্দ্র দাস ধলু ২৭, শাহাদাত হোসেন ২৪, সফিকুল আজম ভূঁইয়া ২২, রিয়াজ উদ্দিন ২০, জসিম উদ্দিন খান খসরু ১৭, ইকবাল হাসান জনি ১৬, রওশন আক্তার হায়দার (ডেইজি জাফর) ১৬, খন্দকার রকিবুল ইসলাম ১৫, শাকিল মাহমুদ চৌধুরী ১৩ ও দেলোয়ার হোসেন ১২।

সবাইকে নিয়ে কাজ করার ঘোষণা নতুন সভাপতির

বাফুফে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তাবিথ আউয়াল এই চার বছর সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে ফুটবলকে এগিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নির্বাহী কমিটির প্রথম সভায়াই তিনি কাজের দিকগুলো ঠিক করবেন। তিনি মুখের কথায় বিশ্বাসী নন, অ্যাকশনে বিশ্বাসী। আমাদের কাজ ফলো করলে সবাই সবকিছু দেখতে পারবেন। মুক্ত বাংলাদেশকে আরও ঐক্যবদ্ধ রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে তাবিথ আউয়াল বলেছেন, 'ভালো ফুটবল ও আধুনিক ফুটবলের মাধ্যমে দেশে আমরা আরও খুশি নিয়ে আসতে পারব।'

তাঁকেসহ সবাইকে নির্বাচিত করার জন্য তাবিথ আউয়াল ফুটবল সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এটা একটা দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব ফুটবলকে সামনে এগিয়ে নেওয়া। আমরা বিগত কমিটিগুলোকেও ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে বলতে চাই, আজকের থেকে আমরা কাজ শুরু করছি। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের তরুণ ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াকে। তাঁর দিক নির্দেশনা ও সাহসে আমরা মুক্ত পরিবেশে নির্বাচনের মাধ্যমে ফুটবলকে আরও ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমরা সবাই একমত। আমরা ফুটবলে সংস্কার আনতে চাই। ফুটবলের মানটা যাতে আরও ওপরে নেওয়া যায়, তা নিয়ে কাজ করব। আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশনেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তারেক রহমনাকে। তাঁরা আমাদের বারবার সাহস দিয়েছেন ক্রীড়াকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। ক্রীড়ার মাধ্যমে আমরা যেন দেশটাও মেরামত করতে পারি।'

প্রফেসর ইউসুফ আলী থেকে তাবিথ আউয়াল

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ৭ মাস পর ১৯৭২ সালের ১৫ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। দেশের ফুটবলের অভিভাবক প্রতিষ্ঠানটির প্রথম সভাপতি ছিলেন প্রফেসর ইউসুফ আলী এমপি। তিনি ১৯৭৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।

প্রথমবার বাফুফের নির্বাচিত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন গাজী গোলাম মোস্তফা এমপি। তিনি ১৯৭৩ সালের ৩০ জুন থেকে ১৯৭৬ সালের ১৯ জুন পর্যন্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এরপর দীর্ঘসময় বাফুফে সভাপতি সরকার মনোনয়ন দিয়ে আসছিল।

মেজর জেনারেল মীর শওকত আলী ১৯ জুন ১৯৭৬ সাল থেকে ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত, ক্যাপ্টেন সিদ্দিক আহমেদ ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৮ সাল থেকে ১২ অক্টোবর ১৯৮০ সাল পর্যন্ত, আবদুর রকিব খন্দকার ১২ অক্টোবর ১৯৮০ সাল থেকে ৬ মার্চ ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত, মেজর জেনারেল হারুন আহমদ চৌধুরী ৩ মার্চ ১৯৮৬ সাল থেকে ২৩ আগস্ট ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ এমপি ২৩ আগস্ট ১৯৮৬ সাল থেকে ১৫ জানুয়ারি ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত, মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান ৫ জানুয়ারি ১৯৮৯ সাল থেকে ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯০ সাল পর্যন্ত, মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯০ সাল থেকে ১৭ জুন ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত, কর্নেল (অব.) অলি আহমেদ এমপি ১৭ জুন ১৯৯৩ সাল থেকে ৬ জুলাই ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত, মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ৬ জুলাই ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯ আগস্ট ২০০১ সাল পর্যন্ত, এম আজিজুল হক ১৯ আগস্ট ২০০১ সাল থেকে ২৬ নভেম্বর ২০০১ সাল পর্যন্ত এবং এস এ সুলতান এমপি ২৬ নভেম্বর ২০০১ সাল থেকে ৩০ এপ্রিল ২০০৩ সাল পর্যন্ত সরকার মনোনীত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এরপর ফিফার নির্দেশনায় বাফুফে সভাপতি নির্বাচন আবার শুরু হয় ২০০৩ সালের মে মাসে। ওই বছর ১ মে নির্বাচিত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেন এস এ সুলতান এমপি। ২০০৮ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ২০০৮ সালের ১ মে থেকে টানা চার মেয়াদে ১৬ বছর বাফুফের নির্বাচিত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কাজী মো. সালাউদ্দিন। ২৬ অক্টোবর ২০২৪ সালে নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তাবিথ আউয়াল। তাবিথ আউয়াল হলেন বাফুফের ইতিহাসে চতুর্থ নির্বাচিত সভাপতি।

কপাল পুড়ল শুটারদের

মোরসালিন আহমেদ

কমনওয়েলথ গেমস মানেই দেশসেরা শুটারদের জন্য সম্ভাব্য পদক জয়ের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর এ গেমসে বাংলাদেশ যা সাফল্য পেয়েছে তার সব কটিই এসেছে শুটিং ডিসিপ্লিনের বিভিন্ন ইভেন্ট থেকে। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ২টি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য, ২টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৮টি পদক জিতে দেশের শুটিংকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তাই কমনওয়েলথ গেমসের যেকোনো আসর মানেই শীর্ষ কর্মকর্তারা শুটিংয়ের ওপর বিশেষ নজর রাখেন। ১৯৯০ সালের পর ২০০২ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত নিয়মিত কোনো না কোনো পদক জয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কিন্তু সবশেষ বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে শুটিং ডিসিপ্লিন অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় ২০২২ সালে লাল-সবুজের দেশকে শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছিল। তাই শুটাররা আশায় বুক বেঁধে ছিলেন ২০২৬ সালের গেমসে নিশ্চয়ই শুটিং ফিরবে। কিন্তু গতবারের মতো এবারো শুটিং ডিসিপ্লিন রাখা হয়নি। ফলে সম্ভাব্য পদক জয়ের ক্ষেত্রে কপাল পুড়ল শুটারদের।

এদিকে অলিম্পিক গেমসের পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম গেমস হচ্ছে কমনওয়েলথ গেমস। গেমসের গুরুত্বপূর্ণ ডিসিপ্লিন শুটিং বাদ পড়ে যাওয়ায় নড়েচড়ে বসেছে আন্তর্জাতিক শুটিং ফেডারেশন। ইতিমধ্যে ফেডারেশন কর্মকর্তারা কমনওয়েলথ গেমসে শুটিং অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত ফল কী দাঁড়ায় আগাম বলা মুশকিল। তাই এখনো কিছুটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে। যদি গতবারের মতো শুটিং না থাকে তাহলে বাংলাদেশকে এবারো শূন্য হাতে ফিরতে হবে। ২০২৬ সালে এ গেমস অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়ায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভেন্যু নিয়ে জটিলতা দেখা দেওয়ায় অস্ট্রেলিয়া থেকে সরিয়ে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোয় নিয়ে আসা হয়েছে। ২২ অক্টোবর কমনওয়েলথ গেমস-সংক্রান্ত এক সভায় ভেন্যু ও ডিসিপ্লিন চূড়ান্ত করা হয়েছে। আসন্ন গেমসের ১০টি ডিসিপ্লিন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডিসিপ্লিনগুলো হচ্ছে- অ্যাথলেটিকস, সাঁতার, আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস, ট্র্যাক সাইক্লিং, নেট বল, ভারোত্তোলন, বক্সিং, জুডো, বাস্কেটবল ও লন বল। আর্থিক কারণেই কম খেলার আয়োজন করা হচ্ছে। ফলে সবশেষ বার্মিংহাম গেমস থেকে বাদ পড়েছে হকি, ক্রিকেট, শুটিং, ব্যাডমিন্টন ও কুস্তিসহ ৯টি ডিসিপ্লিন।

কমনওয়েলথর্ভুক্ত ৭২টি দেশের অংশগ্রহণে প্রতি চার বছর অন্তর কমনওয়েলথ গেমস হয়ে আসছে। সর্বপ্রথম ১৯৩০ সালে এ গেমসের প্রচলন শুরু হয়। বাংলাদেশ ১৯৭৮ সাল থেকে অংশগ্রহণ করে আসছে। তবে তথ্য সূত্রে দেখা যাচ্ছে ১৯৮২ সালে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন গেমসে অংশগ্রহণ করেনি এবং ১৯৮৬ সালে স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ গেমসে বাংলাদেশ ৩১টি দেশের সঙ্গে বয়কট করেছিল। বাংলাদেশ কমনওয়েলথ গেমসে সর্বপ্রথম সাফল্যের মুখ দেখে ১৯৯০ সালে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে। অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয়ভাবে আতিকুর রহমান ও আবদুস সাত্তার নিনি জুটি প্রথমে ব্রোঞ্জ এবং পরে স্বর্ণপদক জয় করে হইচই ফেলে দেন। ৫০ মিটার ফ্রি এয়ার পিস্তল পেয়ার্সে সাত্তার ৫৪২ ও আতিক ৫৩৬ মোট ১০৭৮ স্কোর করে ব্রোঞ্জপদক জয় করে চমক দেখান। যদিও এটি তাদের মূল ইভেন্ট ছিল না। তবু অপ্রত্যাশিত এই ব্রোঞ্জপদক জয় আতিক-সাত্তারকে মূল ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিততে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১০ মিটার এয়ার পিস্তল শুটিং রেঞ্জে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে কাঙ্ক্ষিত স্বর্ণজয়ের মিশনে আতিক ৫৭৩ ও সাত্তার ৫৬৫ স্কোর করেছিলেন। মোট ১১৩৮ স্কোর করে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। সে সময়ে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে এটিই ছিল আন্তর্জাতিক আঙিনা থেকে পাওয়া সবচেয়ে বড় সাফল্য।

১৯৯০ সালে অকল্যান্ডে আতিক-সাত্তারের স্বর্ণজয়ের পর কমনওয়েলথ গেমস থেকে আরেকটি সাফল্য পেতে এক যুগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৯৯৪ সালে কানাডার ভিক্টোরিয়া ও ১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর থেকে খালি হাতে ফিরলে ২০০২ সালে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে আসিফ হোসেন খান দেশবাসীর মুখে ফের হাসি ফোটান। পদক জয়ের মিশনে নেমে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর তিনি ভারতের অলিম্পিক গোল্ডমেডেলিস্ট অভিনব বিন্দ্রা ও অস্ট্রেলিয়ার টিম লোনডেসকে পেছনে রেখে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ব্যক্তিগত এককে স্বর্ণপদক জিতে ইতিহাস গড়েন। অপ্রিয় হলেও সত্যি ১৯৯০ ও ২০০২ সালের পর বাংলাদেশ স্বর্ণপদক জিততে পারছে না। ঘুরে ফিরে রৌপ্য আর ব্রোঞ্জ পদকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে। ২০০৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে স্বর্ণপদকের লড়াইয়ে নেমে আসিফ হোসেন খান ও অঞ্জন কুমার সিংহ ১০ মিটার এয়ার রাইফেল পেয়ার্সে অল্পের জন্য কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি। ১১৮১ স্কোর নিয়ে রৌপপদক জয় করেন। এর মধ্যে আসিফ ৫৯৪ ও অঞ্জন ৫৮৭ স্কোর করেন।

এদিকে ২০১০ সালে ভারতের নয়াদিল্লিতে আসিফ আবদুল্লাহ হেল বাকীকে সঙ্গী করে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল পেয়ার্সে পদক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। কিন্তু গেল আসরে আসিফ-অঞ্জন রৌপ্যপদক পেলেও আসিফ-বাকী এবার কোনো রকমে ব্রোঞ্জ জিতে নামের প্রতি সুবিচার করেন। আসিফ ৫৯০ ও বাকী ৫৮৩ অর্থাৎ মোট ১১৭৩ স্কোর করে ব্রোঞ্জপদক জিতেন। তবে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোয় ২০১৪ সালে আবদুল্লাহ হেল বাকী সম্ভাব্য স্বর্ণজয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর অল্পের জন্য কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেননি। প্রতিপক্ষের সঙ্গে তার পার্থক্য ছিল মাত্র ৩.২ স্কোর। ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ব্যক্তিগত এককে বাকী ২০২.১ স্কোর সংগ্রহ করে রৌপ্যপদক লাভ করেন। পরের আসরে ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার গোল্ডকোস্টে বাকী ও শাকিল আহমেদ আলাদা আলাদা ইভেন্টে স্বর্ণজয়ের কাছাকাছি গিয়েও স্বপ্নের পদক জয় করতে পারেননি। দেশের এই দুই শুটারকে গোল্ডকোস্টে রৌপ্য নিয়েই তুষ্ট থাকতে হয়েছে। ৫০ মিটার এয়ার পিস্তল ব্যক্তিগত এককে শাকিল ২২০.৫ স্কোর করে রৌপ্যপদক জয় করেন। তবে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ব্যক্তিগত এককে বাকী স্বর্ণজয়ের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েও ২৪৪.৭ স্কোর নিয়ে রৌপ্যপদক জয় করেন।

কোচ ফিল সিমন্স কতটা সফল হবেন?

মো. রেজাউল হক

শেষ পর্যন্ত চন্ডিকা হাথুরুসিংহেকে বিদায় করে দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। আলোচিত-সমালোচিত ও বিতর্কিত এই শ্রীলঙ্কানকে টাইগারদের প্রধান কোচের পদ থেকে আকস্মিকভাবে সরিয়ে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের আগেই তাঁর জায়গায় দ্রুত ‘নতুন গুরু’ নিয়োগ দেওয়ার কাজও সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জন্য এবার বিশ্বকাপজয়ী কোচ নিয়ে এসেছে বিসিবি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফিল সিমন্সকে দেওয়া হয়েছে নাজমুল হোসেন শান্তদের প্রধান কোচের দায়িত্ব। ৬১ বছর বয়সী এই সাবেক ক্যারিবীয় ব্যাটিং অলরাউন্ডারের তত্ত্বাবধানেই ২০১৬ সালে ভারতের মাটিতে দ্বিতীয়বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রাথমিক চুক্তি অনুযায়ী ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পর্যন্ত পরবর্তী পাঁচ মাস বাংলাদেশ দলের ‘হটসিটে’ বসে টাইগারদের দেখভালের দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে সিমন্সের ওপর। বোর্ড সভাপতি ফারুক আহমেদ বলেন, ‘ফিল সিমন্সের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল আমার। তাঁর ক্রিকেট দর্শন এবং ক্রিকেট নিয়ে ধ্যানধারণার কথা শুনেছি। তাঁর কোচিংয়ে দারুণ অভিজ্ঞতা, লক্ষ্য এবং সফলতার কারণে তাঁকে এই পদের জন্য আদর্শ মনে হয়েছে।’

তৃতীয় প্রচেষ্টায় সফল

আপাতত মাস পাঁচেকের জন্য টাইগারদের অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব পেলেও এবারই বিসিবিতে তাঁর প্রথম আসা নয়। ইতিপূর্বে দুবার বাংলাদেশের কোচ হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন ফিল সিমন্স। ২০১৭ সালের অক্টোবরে চন্ডিকা হাথুরুসিংহের পদত্যাগের পর বাংলাদেশের প্রধান কোচ খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল বিসিবি। ওই বছরের ডিসেম্বরে রিচার্ড পাইবাসদের সঙ্গে বিসিবিতে সাক্ষাৎকার দিতে এসেছিলেন সিমন্সও। তবে সেবার তাঁকে নেওয়া হয়নি। পরবর্তী সময়ে হাথুরুর উত্তরসূরি হিসেবে নিয়োগ পান ইংলিশ কোচ স্টিভ রোডস। ২০১৯ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর রোডসকে পদচ্যুত করে আবার যখন কোচের সন্ধান করছিল বিসিবি, তখনো কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন ফিল সিমন্স। কিন্তু তখন বাংলাদেশের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয় দক্ষিণ আফ্রিকার রাসেল ডমিঙ্গোকে। এরপর ডমিঙ্গোকে সরিয়ে গত বছর দ্বিতীয় দফায় আবারও হাথুরুকে ফেরানোর পর তাঁর অধ্যায়ও সমাপ্ত হয়েছে। কথায় আছে- দানে দান, তিন

দান! অতঃপর তৃতীয় প্রচেষ্টায় সফল হলেন সিমন্স। এবার বাংলাদেশের প্রধান কোচ হিসেবে নতুন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। যদিও অল্প সময়ের জন্য। তবে সাফল্য পেলে এরপর যে দায়িত্বকাল লম্বা হবে না, তা কে বলতে পারে?

মাঝারি মানের অলরাউন্ডার

খেলোয়াড়ি জীবনে ফিল সিমন্সের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার মোটেও আহামরি কিছু নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ২৬ টেস্টে ২২.২৬ গড়ে ১০০২ রান (সেঞ্চুরি ১, ফিফটি ৪) ও ৬৪.২৫ গড়ে ৪ উইকেট একেবারেই সাদামাঠা পরিসংখ্যান। সেই তুলনায় ১৪৩ ওয়ানডেতে ২৮.৯৩ গড়ে ৩৬৭৫ রান (৫টি সেঞ্চুরি, ১৮টি হাফ সেঞ্চুরি) রান ও ৩৪.৬৫ গড়ে ৮৩ উইকেট তবু বলার মতো পারফরম্যান্স। এর বাইরে ২০৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ (১১৬৮২ রান ও ২১৪ উইকেট) ও ৩০৬টি লিস্ট 'এ' ম্যাচ (৮৯২৯ রান ও ২১৫ উইকেট) খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ১৯৮৭ সালে ভিভ রিচার্ডসের অধিনায়কত্বে ওডিআই দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু করা সিমন্সের টেস্ট অভিষেক হয় পরের বছর এবং ব্রায়ান লারার নেতৃত্বে ১৯৯৯ বিশ্বকাপে খেলে ক্যারিবীয়দের জার্সি খুলে চিরতরে রাখেন।

ছিলেন মূলত ডানহাতি ওপেনিং ব্যাটসম্যান। টেস্টে বেশির ভাগ সময় ইনিংসের সূচনা করলেও ওয়ানডেতে অবশ্য ওপেনিংয়ের পাশাপাশি কিছু ম্যাচে মিডল অর্ডারেও খেলেছেন। মিডিয়াম পেস বোলিংটাও মোটামুটি ভালো করতে পারতেন বলে 'মিনি অলরাউন্ডার' হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। ১০-৮-৩-৪, সিমন্সের এই কিপ্টে বোলিং ফিগার ওয়ানডে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় বেনসন অ্যান্ড হেজেজ সিরিজের ম্যাচে সিডনিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে অমন অবিশ্বাস্য মিরাকল বোলিং করে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। এখনকার দিনে এসে ১০ ওভারের মধ্যে ৮টিই মেডেন নেওয়া সত্যিই অকল্পনীয় ঘটনা বলেই মনে হয়। ওয়ানডে ক্রিকেটে আর কেবল একজনেরই ইনিংসে ৮ মেডেন নেওয়ার রেকর্ড আছে, তিনি ভারতের কিংবদন্তী বাঁহাতি স্পিনার বিষেণ সিং বেদি (১২-৮-৬-১, বিপক্ষ পূর্ব আফ্রিকা, লিডস, বিশ্বকাপ ১৯৭৫)। উল্লেখ্য, তখন ওয়ানডে ম্যাচ হতো ৬০ ওভারের এবং একজন বোলার ১২ ওভার বোলিং করতে পারতেন।

খেলেছেন বাংলাদেশেও

১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে এসে এখন যেটি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নামে পরিচিত, সেই আইসিসি মিনি বিশ্বকাপের প্রথম আসর খেলে গিয়েছিলেন ফিল সিমন্স। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ওই টুর্নামেন্টে তাঁর পারফরম্যান্স ছিল ৩ ম্যাচের ২ ইনিংসে ২৯ রান এবং ২ উইকেট। এ ছাড়া বাংলাদেশের বিপক্ষে একটি ওয়ানডে ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে অভিষেক হয়েছিল বাংলাদেশের। সেবার ডাবলিনে ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে ৭ উইকেটে হেরেছিল বাংলাদেশ। ওই ম্যাচে ১০ ওভার বোলিং করে ৪৬ রান দিয়ে মেহরাব হোসেন অপির উইকেটটি পাওয়া সিমন্সকে অবশ্য পরে ব্যাটিংয়ে নামতে হয়নি।

লম্বা কোচিং ক্যারিয়ার

ব্যাট-বল তুলে রাখার পর ফিল সিমন্সের কোচিং ক্যারিয়ার শুরু জিম্বাবুয়ের হারারের একটি অ্যাকাডেমিতে। ২০০৪ সালে জিম্বাবুয়ে জাতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব পান। পরের বছরের আগস্টে বরখাস্ত হওয়ার আগে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ হারের পাশাপাশি বাংলাদেশে এসেও হেরেছিলেন সিমন্স। ২০০৫ সালের শুরুতে জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে সেটিই ছিল টেস্টে বাংলাদেশের প্রথম সিরিজ জয়। মোটামুটি লম্বা বিরতির পর ২০০৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর সিমন্স আয়ারল্যান্ডের দায়িত্ব নেন। ২০১৫ সাল পর্যন্ত তাঁর অধীনে ২২৪ ম্যাচ খেলেছে আইরিশরা, যা জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হিসেবে সবচেয়ে বেশি ম্যাচে দায়িত্ব পালনের বিশ্ব রেকর্ড। এই সময় সিমন্সের তত্ত্বাবধানে আয়ারল্যান্ড আইসিসির প্রত্যেকটি ইভেন্টেই খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। ২০১১ বিশ্বকাপে তাঁর কোচিংয়েই ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল আয়ারল্যান্ড এবং ২০১৫ বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারানোর সময়েও আইরিশদের 'গুরু' ছিলেন তিনি।

আয়ারল্যান্ডকে বিদায় জানিয়ে ২০১৫ সালের মার্চে নিজ দেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজের দায়িত্ব নেন সিমন্স। পরের বছর ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত আসরে প্রথম দল হিসেবে দ্বিতীয়বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জয়ের কীর্তি গড়ে ক্যারিবীয়রা। এরপর আফগানিস্তান ক্রিকেট দলের কোচের পদেও বসেছিলেন সিমন্স। প্রথমে ব্যাটিং কোচ হওয়ার পর ২০১৭ সালে পদোন্নতি পান প্রধান কোচ হিসেবে। তাঁর অধীনেই ২০১৯ সালে আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথম টেস্ট জিতেছে আফগানিস্তান, যদিও ওই বছরের বিশ্বকাপে হেরেছে টানা ৯ ম্যাচ! আফগানদের সঙ্গে দুই বছর থাকার পর ২০১৯ সালে আবারও ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোচের পদে ফেরা সিমন্স স্বেচ্ছায় দায়িত্ব ছেড়ে দেন ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর। ক্যারিবীয়দের হয়ে দ্বিতীয় দফায় তাঁর মেয়াদকাল ছিল ব্যর্থতায় ভরা। বাংলাদেশের দায়িত্ব নেওয়ার আগে কোচ সিমন্সের সবশেষ জাতীয় দল ছিল পাপুয়া নিউগিনি। জাতীয় দলের বাইরে ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল), পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেট (এমএলসি) ও কানাডার গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি লিগসহ বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে কোচের দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি।

জানিয়েছেন লক্ষ্যের কথা

নাটকীয় পালাবদলের পর বাংলাদেশে এসে ফিল সিমন্স জানিয়েছেন দলকে কোথায় নিয়ে যেতে চান তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে টাইগারদের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো সংবাদ সম্মেলনে এসে অস্থির সময় পেছনে ফেলে মাঠের ক্রিকেটে মনোযোগী হওয়ার কথাই বলছিলেন, এমনকি দেখিয়েছেন আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের স্বপ্নও, 'আমরা সামনের কয়েকটা টেস্ট জিততে পারলে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার সম্ভাবনা জাগবে।' সেজন্য সব মনোযোগটা ক্রিকেটেই রাখতে চান সিমন্স, 'আমি ক্রিকেটে মনোযোগ দিতে চাই। দলটাকে তৈরি করতে চাই।' নিজের দীর্ঘ কোচিং ক্যারিয়ারের অভিজ্ঞতা এই অস্থির সময়ে কাজে লাগাতে চান তিনি, 'সব অভিজ্ঞতাই আমাকে ছেলেদের তৈরি করতে সাহায্য করবে। আফগানিস্তান আমাকে ভাষা জটিলতার চ্যালেঞ্জ সামলে কাজ করা শিখিয়েছে। আয়ারল্যান্ডে কাজ করে বুঝেছি কীভাবে তরুণদের গড়ে তুলতে হয়। সব কিছুই এখানে কাজে দেবে।' বাংলাদেশের তারুণ্যনির্ভর টেস্ট দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সও নজর কেড়েছে সিমন্সের, 'আমি আগ্রহী হয়েছি তরুণ খেলোয়াড়ের সামর্থ্য দেখে। ওরা পাকিস্তানে নিজেদের দারুণভাবে প্রমাণ করেছে। ভারতে টি-টোয়েন্টিতে ওরা ভালো খেলেনি। কিন্তু ভারত ওই সংস্করণে সেরা দল। সেখান থেকে শেখার ছিল অনেক কিছু। প্রথমত, আমি তরুণদের গড়ে তুলতে চাই। পাশাপাশি এখানে টেস্ট ও ওয়ানডে সংস্করণে কাজ করার সুযোগও আছে। সব মিলিয়ে আমার এখানে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন ছিল না।' বাংলাদেশ দলের কোচের দায়িত্ব পালন করা যে সহজ নয়, সেটা তো ২০১৭ সালে হাথুরুসিংহের চলে যাওয়ার পর এখন পর্যন্ত পাঁচবার প্রধান কোচের পদে বদল হওয়ার তথ্য থেকেই পরিষ্কার। অনিশ্চয়তায় ঠাসা এই দায়িত্বকে কীভাবে দেখেন প্রশ্নে সিমন্সের উত্তর, 'সব আন্তর্জাতিক কোচের চাকরিই চাপের। বাংলাদেশে এক রকম, পাকিস্তানে অন্য রকম। আমার জন্য ক্রিকেটারদের উপভোগের মঞ্চ গড়ে দেওয়া, ম্যাচ জেতাটা গুরুত্বপূর্ণ। আসনটা চাপের নয়, বরং উপভোগ্য।'

বাংলাদেশের প্রধান বিদেশি ক্রিকেট কোচদের তালিকা...

কোচ	দেশ	সময়কাল
গর্ডন গ্রিনিজ	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	নভেম্বর ১৯৯৬-মে ১৯৯৯
এডি বারলো	দক্ষিণ আফ্রিকা	আগস্ট ১৯৯৯-জানুয়ারি ২০০১
ট্রেভর চ্যাপেল	অস্ট্রেলিয়া	এপ্রিল ২০০১-মার্চ ২০০২
মহসিন কামাল/জিয়া	পাকিস্তান	এপ্রিল ২০০২-মার্চ ২০০৩
ডেভ হোয়াটমোর	অস্ট্রেলিয়া	জুন ২০০৩-মে ২০০৭
শন উইলিয়ামস	অস্ট্রেলিয়া	জুন ২০০৭-সেপ্টেম্বর ২০০৭
জেমি সিডন্স	অস্ট্রেলিয়া	অক্টোবর ২০০৭-এপ্রিল ২০১১
স্টুয়ার্ট ল	অস্ট্রেলিয়া	জুলাই ২০১১-মে ২০১২
রিচার্ড পাইবাস	ইংল্যান্ড	মে ২০১২-অক্টোবর ২০১২
শেন জার্গেনশেন	অস্ট্রেলিয়া	ফেব্রুয়ারি ২০১৩-মে ২০১৪
চন্ডিকা হাথুরুসিংহে	শ্রীলঙ্কা	মে ২০১৪-নভেম্বর ২০১৭
স্টিভ রোডস	ইংল্যান্ড	জুন ২০১৮-জুলাই ২০১৯
রাসেল ডোমিঙ্গো	দক্ষিণ আফ্রিকা	আগস্ট ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২২
চন্ডিকা হাথুরুসিংহে	শ্রীলঙ্কা	ফেব্রুয়ারি ২০২৩-অক্টোবর ২০২৪
ফিল সিমন্স	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	অক্টোবর ২০২৪-

বাংলাদেশের ‘বদলা’ নেওয়ার সিরিজ!

মো. মাহবুবুর রশিদ

পাক্কা সাড়ে সাত মাসের বিরতি। লম্বা সময় পর আবারও ওয়ানডে খেলতে নামছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের সিরিজে টাইগারদের জন্য ‘নিজেদের মাঠে’ অপেক্ষা করছে আফগানিস্তান। বাংলাদেশ দল সবশেষ ৫০ ওভারের ম্যাচ খেলেছিল গত মার্চ মাসের মাঝামাঝিতে। ঘরের মাটিতে নাজমুল হোসেন শান্তর দল ২-১ ব্যবধানে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে জিতেছিল ওয়ানডে সিরিজ। এরপর টাইগাররা ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে অন্য দুই ফরম্যাটে। পরের সময়টায় ২২টি টি-টোয়েন্টি এবং ৮টি টেস্ট খেলেছে লাল-সবুজ বাহিনী। বাংলাদেশের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে ফিল সিমন্সের মিশন শুরু হয়েছে টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হার দিয়ে। শিষ্যদের নিয়ে ওয়ানডেতে জয়ে রাঙানো সূচনা করতে পারবেন তো এই ক্যারিবীয় গুরু?

এটা সবারই জানা যে বাংলাদেশের সবচেয়ে পছন্দের সংস্করণ ওয়ানডে ক্রিকেট। অন্য দুই ফরম্যাটে যেমন-তেমন, ৫০ ওভারের ম্যাচে ঠিকই ভিন্ন চেহারায় আবির্ভূত হয় টাইগাররা। গত কয়েক বছরে বিশেষত দ্বিপক্ষীয় সিরিজে ধারাবাহিকভাবে দারুণ সাফল্য পেয়ে ওয়ানডেতে সমীহ জাগানো শক্তিতে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আফগানিস্তানের বিপক্ষে অন্তত এবার বাংলাদেশকে ‘ফেভারিট’ বলা যাচ্ছে না! প্রধান কারণ দুটো- ১. এবারের সিরিজটা অনুষ্ঠিত হবে শারজায় এবং ২. দুই দলের মধ্যকার সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজের ফল।

সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজা ক্রিকেট স্টেডিয়ামকে ‘হোম গ্রাউন্ড’ বানিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথমবার ওয়ানডে সিরিজ জয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছে আফগানিস্তান। প্রথম ম্যাচে প্রোটিয়াদের মাত্র ১০৬ রানে গুটিয়ে দিয়ে পরে ৪ উইকেট হারিয়ে ২৬ ওভারেই দাপুটে জয় তুলে নেয় আফগানরা। দ্বিতীয় ম্যাচে শুরুতে ব্যাটিংয়ে নেমে আফগানিস্তানের ৪ উইকেটে করা ৩১১ রানের জবাবে ১৩৪ রানে অলআউট হয়ে ১৭৭ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। টানা দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ জয় নিশ্চিত করে ফেলা হাশমতউল্লাহ শহীদির দলকে নিয়মরক্ষার শেষ ম্যাচে ৭ উইকেটে হারিয়ে কোনোক্রমে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায় প্রোটিয়ারা।

মাত্র কয়েক দিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো পরাক্রমশালী দলকে ধরাশায়ী

করা আফগানরা সেই একই ভেন্যু শারজায় যে বাংলাদেশের কঠিন পরীক্ষা নেবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পাশাপাশি এটাও ভুলে গেলে চলবে না, ২০২৩ সালের জুলাইয়ে সবশেষ বাংলাদেশ সফরে এসে চট্টগ্রামের মাঠে বাংলাদেশকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে প্রথমবার ওয়ানডে সিরিজও কিন্তু জিতে নিয়েছিল আফগানরা। যদি ওই সফরের শুরুতে একমাত্র টেস্টে ৫৪৬ রানের রেকর্ড ব্যবধানে জিতেছিল বাংলাদেশ এবং পরে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-০ তে হোয়াইটওয়াশ হয়েছিল আফগানিস্তান।

অবশ্য দুই দলের মধ্যকার মুখোমুখি পরিসংখ্যানে এগিয়ে বাংলাদেশই। এবারের সিরিজের আগপর্যন্ত খেলা ১৬ ওয়ানডের ১০টিই জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ, আফগানিস্তানের জয় সংখ্যা ৬। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে প্রথম উভয় দলের মুখোমুখি হওয়া প্রথম দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল বাংলাদেশ, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই সংস্করণে দ্বিতীয় সিরিজের ফলও ছিল একই। দুটো সিরিজই অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশে। কিন্তু গত বছরের জুলাইয়ে 'পাশার ছক' উল্টে দেয় আফগানিস্তান। বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশকে একই ব্যবধানে পরাজিত করে ওয়ানডে সিরিজে। এরপর অবশ্য এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে দুই সাক্ষাতেই আফগানদের হারিয়েছে বাংলাদেশ। এবারেরটি উভয় দলের মধ্যকার চতুর্থ দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজ। এখনো বাংলাদেশ এগিয়ে থাকলেও এবার আফগানরা জিতলে কিন্তু সিরিজের হিসেবে ২-২ এ সমতা চলে আসবে।

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে পাকিস্তানের অনুষ্ঠেয় আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে প্রস্তুতির জন্য বাংলাদেশের হাতে রয়েছে কেবল তিন ম্যাচের ২টি ওয়ানডে সিরিজ। এর একটি ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ডিসেম্বরে এবং অন্যটি এখন আফগানিস্তানের বিপক্ষে। শারজার উত্তপ্ত কন্ডিশনে রশিদ খানদের মোকাবিলা করা সহজ হবে না শান্ত বাহিনীর জন্য। সিরিজ জিতলে তো ভালোই, কিন্তু হারলে ওয়ানডেতেও বাংলাদেশের অগ্রগতি আবারও প্রশ্নের মুখে পড়বে। এমনিতে বোলারদের নিয়ে আশাবাদী হওয়াই যায়। দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দারুণভাবে উদ্দীপ্ত আফগানদের চ্যালেঞ্জ উতরানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিতে হবে বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপকে। অভিজ্ঞ মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহর পাশাপাশি লিটন দাস, তাওহিদ হৃদয় ও নাজমুল হোসেন শান্তরা ব্যাট হাতে ঠিকঠাক দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হলে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজেও কিন্তু ভরাডুবি অপেক্ষা করছে! মাঠে সেরা পারফরম্যান্স না দেখিয়ে আফগানদের সঙ্গে পার পাওয়ার দিন শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই। বর্তমানে ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে আট (বাংলাদেশ) এবং নয় (আফগানিস্তান) নম্বরে থাকা দুই দলের মধ্যকার দ্বৈরথে ফেভারিট ও আন্ডারডগ 'তত্ত্ব' বলতে কিছু নেই। ফলে জিততে পারে যে কেউই; এটা মনে রাখতে হবে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে সবশেষ ওয়ানডে সিরিজ হারের 'বদলা' এবার নিতে গেলে ব্যাটিং এবং বোলিং উভয় বিভাগেই সামর্থ্যের সর্বোচ্চটা নিংড়ে দেওয়ার বিকল্প নেই বাংলাদেশের। ওদিকে হাশমতউল্লাহ শহীদিকে অধিনায়ক করে বেশ আগেভাগেই বাংলাদেশ সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। স্কোয়াডে আলোচিত নাম সেদিকউল্লাহ অটল। ২৩ বছর বয়সী এই বাঁহাতি ওপেনার এবারের ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপের প্রত্যেক ম্যাচেই বোলারদের ওপর নির্মম তাণ্ডব চালিয়ে বিস্ফোরক ব্যাটিং করে ক্রিকেট বিশ্বে হইচই ফেলে দিয়েছেন। আফগানদের স্পিন চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি এখনো ওয়ানডে অভিষেক না হওয়া সেদিকউল্লাহকে সামলানোর জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে বাংলাদেশকে।

আফগানিস্তান দল : হাশমতউল্লাহ শহীদি (অধিনায়ক), রহমত শাহ (সহ-অধিনায়ক), রহমানউল্লাহ গুরবাজ (উইকেটকিপার), ইকরাম আলীখিল (উইকেটকিপার), আবদুল মালিক, রিয়াজ হাসান, সেদিকউল্লাহ অটল, দরবেশ রাসুলি, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবী, গুলবদিন নাইব, রশিদ খান, নাঙ্গিয়াল খারোতি, আল্লাহ গজানফর, নুর আহমেদ, ফজলহক ফারুকি, বিলাল সামি, নাভিদ জাদরান ও ফরিদ মালিক।

সিরিজের সূচি...

প্রথম ওয়ানডে : ৬ নভেম্বর, শারজা

দ্বিতীয় ওয়ানডে : ৯ নভেম্বর, শারজা

তৃতীয় ওয়ানডে : ১১ নভেম্বর, শারজা

ওয়ানডে ক্রিকেটে প্রত্যেক দেশের বিপক্ষে বাংলাদেশ

প্রতিপক্ষ	সময়কাল	ম্যাচ	জয়	হার	ফলহীন
আফগানিস্তান	২০১৪-২৩	১৬	১০	৬	০
অস্ট্রেলিয়া	১৯৯০-২৩	২২	১	২০	১
বারমুডা	২০০৭-০৭	২	২	০	০
কানাডা	২০০৩-০৭	২	১	১	০
ইংল্যান্ড	২০০১-২৩	২৫	৫	২০	০
হংকং	২০০৪-০৪	১	১	০	০
ভারত	১৯৮৮-২৩	৪১	৮	৩২	১
আয়ারল্যান্ড	২০০৭-২৩	১৬	১১	২	৩
কেনিয়া	১৯৯৭-০৬	১৪	৮	৬	০
নেদারল্যান্ডস	২০১০-২৩	৩	১	২	০
নিউজিল্যান্ড	১৯৯০-২৩	৪৫	১১	৩৩	১
পাকিস্তান	১৯৮৬-২৩	৩৯	৫	৩৪	০
স্কটল্যান্ড	১৯৯৯-১৫	৪	৪	০	০
দ. আফ্রিকা	২০০২-২৩	২৫	৬	১৯	০
শ্রীলঙ্কা	১৯৮৬-২৪	৫৭	১২	৪৩	২
আ.আমিরাত	২০০৮-০৮	১	১	০	০
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৯৯৯-২২	৪৪	২১	২১	২
জিম্বাবুয়ে	১৯৯৭-২২	৮১	৫১	৩০	০
সর্বমোট	১৯৮৬-২৪	৪৩৮	১৫৯	২৬৯	১০

ওয়ানডে ক্রিকেটে প্রত্যেক দেশের বিপক্ষে আফগানিস্তান

প্রতিপক্ষ	সময়কাল	ম্যাচ	জয়	হার	ফলহীন
অস্ট্রেলিয়া	২০১২-২৩	৪	০	৪	০
বাংলাদেশ	২০১৪-২৩	১৬	৬	১০	০
কানাডা	২০১০-১১	৫	৪	১	০
ইংল্যান্ড	২০১৫-২৩	৩	১	২	০
হংকং	২০১৪-১৮	২	১	১	০
ভারত	২০১৪-২৩	৪	০	৩	০
আয়ারল্যান্ড	২০১০-২৪	৩২	১৮	১৩	১
কেনিয়া	২০১০-১৩	৬	৪	২	০
নেদারল্যান্ডস	২০০৯-২৩	১০	৮	২	০
নিউজিল্যান্ড	২০১৫-২৩	৩	০	৩	০
পাকিস্তান	২০১২-২৩	৮	১	৭	০
স্কটল্যান্ড	২০০৯-১৯	১৩	৮	৪	১
দ.আফ্রিকা	২০১৯-২৪	৫	২	৩	০
শ্রীলঙ্কা	২০১৪-২৪	১৫	৪	১০	১
আ.আমিরাত	২০১৪-১৮	৬	৩	৩	০
ও.ইন্ডিজ	২০১৭-১৯	৯	৩	৫	১
জিম্বাবুয়ে	২০১৪-২২	২৮	১৮	১০	০
সর্বমোট	২০০৯-২৪	১৬৯	৮১	৮৩	৪

* এ ছাড়া ভারতের সঙ্গে ১টি ওয়ানডে টাই করেছে আফগানিস্তান

মিরপুরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়ে ৭ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ, সবার সামনে ৮ উইকেট পাওয়া তাইজুল ইসলাম

সুযোগ হাতছাড়া করেছে বাংলাদেশ

মো. মাহবুবুর রশিদ

সুযোগ তো আর সব সময় আসে না। যখন আসে, তা লুফে নিতে হয়। আফসোস যে প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ। ১০ বছর ধরে যে দলটা উপমহাদেশে টেস্ট জিততে পারেনি, যে দলের কোনো খেলোয়াড়ের বাংলাদেশের মাটিতে একটা টেস্ট খেলারও অভিজ্ঞতা নেই; লাকি গ্রাউন্ড মিরপুরে সে দলকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েও ধরাশায়ী করতে না পারার দুঃখ তো এত সহজে ঘোচার নয়। তুলনামূলকভাবে অভিজ্ঞতায় অনেক পিছিয়ে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম টেস্টে হারাতে পারেনি টাইগাররা, উল্টো নিজেরা পরাজিত হয়েছে ৭ উইকেটে। তা-ও ভালো যে মাত্র দুই দিনের মধ্যেই ইনিংস ব্যবধানে হেরে যাওয়ার শঙ্কা কাটিয়ে কোনোভাবে ম্যাচটা চতুর্থ দিন লাঞ্চ পর্যন্ত টেনে নিতে সমর্থ হয়েছে বাংলাদেশ। যদিও তৃতীয় দিনে বৃষ্টি ও আলোর স্বল্পতায় অনেকটা সময় খেলা না হওয়ার বড় ভূমিকা ছিল তাতে।

মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের রহস্যময় উইকেটে টস জিতে শুরুতে ব্যাটিং বেছে নেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটা ঠিকঠাকমতোই করেছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা পারেননি নিজেদের মেলে ধরতে, যেমন ব্যর্থ হয়েছেন অধিনায়ক নিজেও। মূলত প্রথম ইনিংসে মাত্র ১০৬ রানে অলআউট হওয়ার পরই বাংলাদেশের কপালে এক প্রকার পরাজয় লেখা হয়ে যায়। ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলানো টেস্ট শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য হয়ে থাকল হতাশা ও ব্যর্থতা এবং স্বস্তি আর আক্ষেপের মিশ্র অভিজ্ঞতা।

নিয়মিত অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার অনুপস্থিতিতে এইডেন মার্করামের নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকা যে একাদশ নিয়ে মাঠে নেমেছিল, সম্মিলিতভাবে তাদের ছিল ২১৮ টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা, যার একটিও বাংলাদেশের মাটিতে নয়! অন্যদিকে নাজমুল হোসেন শান্তর ক্যাপ্টেন্সিতে খেলতে নামা একাদশ ছিল অন্তত ৩৭২ ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। সঙ্গে নিজেদের পরিচিত কন্ডিশন মিরপুর, যেখানে ধরাশায়ী হয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মতো পরাক্রমশালী দলও। কিন্তু এবার বিজয় কেতন ওড়াতে পারল না বাংলাদেশ, অনভিজ্ঞ স্কোয়াড নিয়েও বাজিমাত করেছে প্রোটিয়ারা।

উইকেটের আচরণ কেমন হবে, তা জেনেই নিশ্চয় পরিকল্পনা সাজিয়ে মাঠে নেমেছিল বাংলাদেশ। অথচ প্রথম ইনিংসে ব্যাটসম্যানরা ঠিক কী করতে চাইলেন আর কী করলেন, তা বোঝা গেল না। দুর্দশাগ্রস্ত বাংলাদেশের টপ অর্ডারের কঙ্কাল বেরিয়ে এসেছে আরও একবার। প্রধান আশা-ভরসা ছিল যে চারজনের ওপর, সেই মুশফিকুর রহিম (১১ ও ৩৩), মুমিনুল হক (৪ ও ০), লিটন দাস (১ ও ৭) ও নাজমুল হোসেন শান্ত (৭ ও ২৩); প্রত্যেকেই উভয় ইনিংসে ব্যর্থ হয়েছেন। ভালো ডেলিভারিতে উইকেট যাওয়ার পাশাপাশি দেখা গেছে চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন শটে উইকেট বিলিয়ে দেওয়া ও কিছু হাস্যকর আউটের ঘটনাও। স্বীকৃত ব্যাটসম্যানদের পলায়নপরতার বিপরীতে উইকেটে প্রাণপণ টিকে থাকার চেস্টা করেছেন মাহমুদুল হাসান জয়। এই ডানহাতি ওপেনার দুই ইনিংসেই ছিলেন সংযম ও ধৈর্যের প্রতীক, যদিও বা থিতু হয়েও ইনিংস লম্বা করতে পারেননি। প্রথম ইনিংসে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় (১২৮ মিনিট) উইকেটে কাটিয়ে ৯৭ বলে ৩০ রান করে বোল্ড হওয়া মাহমুদুল দ্বিতীয় দফায় ৪০ রান করার পথে ক্রিজে ছিলেন ১৩৮ মিনিট, মোকাবিলা করেছেন ৯২ বল। এ ধরনের বোলিং-সহায়ক উইকেটে টিকে থাকার পাশাপাশি সুযোগ বুঝে দ্রুত কিছু রানও করে ফেলতে হয়, যা দলের বেশ কাজে লাগে, সেই টেকনিকটাই প্রয়োগ করতে পারেননি মাহমুদুল। তবুও প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য।

ওদিকে কাইল ভেরেইনাকে দেখুন। দক্ষিণ আফ্রিকার ২৭ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান খেলতে নেমেছিলেন নিজের ১৯তম টেস্ট। অথচ দায়িত্ব নিয়ে যেভাবে ব্যাট করেছেন, মনে হয়েছে যেন কত যুগের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পোড়খাওয়া সেনানী! ১০৮ রানে ষষ্ঠ উইকেট হারিয়ে প্রোটিয়ারাও চলে যেতে বসেছিল খাদের কিনারায়, উইয়ান মুল্ডারকে নিয়ে সেখান থেকেই তিনি শুরু করেন পাল্টা আক্রমণ। সপ্তম উইকেটে ১১৯ রানের জুটি গড়ে মুল্ডারের (৫৪) বিদায়ের পরও লড়াই চালিয়ে গেছেন ভেরেইনা, শেষে ডেন পিটের (৩২) সঙ্গে নবম উইকেটে গড়া ৬৬ রানের পার্টনারশিপ সফরকারীদের নিয়ে যায় ৩০৮ রানে। সুইপের প্রদর্শনী সাজিয়ে বাংলাদেশের স্পিনারদের কার্যকারিতা নষ্ট করে ১৪৪ বলে ১১৪ রানের ইনিংস খেলেছেন ভেরেইনা, পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কারও।

২০২ রানে পিছিয়ে থাকার 'বোঝা' মাথায় নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে নামার পর ৪ রানেই ২ উইকেট

উভয় ইনিংসে (৯৭ বলে ৩০ ও ৯২ বলে ৪০) উইকেটে টিকে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন ডানহাতি ওপেনার মাহমুদুল হাসান জয়

পতনের পর এমনও শঙ্কা জেগেছিল যে টেস্ট ক্রিকেটে না জানি এই প্রথম দুই দিনের মধ্যে হারতে হয় বাংলাদেশকে! শেষ পর্যন্ত তা হয়নি মাহমুদুল হাসান জয় ও মুশফিকুর রহিমের প্রতিরোধে। তৃতীয় দিনে ইনিংস হারের চোখ রাঙানি কাটিয়ে বাংলাদেশের আশার আলো হয়ে ওঠেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও অভিষিক্ত জাকের আলী অনিক। সপ্তম উইকেটে তাঁরা গড়েন ১৩৮ রানের দুর্দান্ত এক জুটি, যা যেকোনো উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রানের পার্টনারশিপের রেকর্ড। ব্যক্তিগত ৫৮ রান করে জাকেরের আউটের পর দলকে একাই টেনে নিচ্ছিলেন মিরাজ। কিন্তু ৯৭ রানের মাথায় মুল্ডারের ক্যাচ দিয়ে মাত্র ৩ রানের জন্য টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি বঞ্চিত হন এই অলরাউন্ডার। ১৯১ বলে ১০ বাউন্ডারি আর ১ ছক্কার সাহায্যে গড়া বীরত্বপূর্ণ ইনিংস খেলে মিরাজের আউটে ৩০৭ রানে শেষ হয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংস। দক্ষিণ আফ্রিকার ডানহাতি পেসার কাগিসো রাবাদা দুই ইনিংস মিলিয়ে ৯ উইকেট নিয়ে (৩/২৬ ও ৬/৪৬) সবচেয়ে বড় সর্বনাশ করেছেন বাংলাদেশের। বাঁহাতি স্পিনার কেশব মহারাজ পেয়েছেন ৬ উইকেট (৩/৩৪ ও ৩/১০৫)। কম যাননি পেস অলরাউন্ডার উইয়ান মুল্ডারও, ৪ উইকেটের (৩/২২ উইকেট ও ১/৪০) পাশাপাশি একমাত্র ইনিংসে নেমে হাফ সেঞ্চুরি করে দলের জয়ে অবদান রেখেছেন। এর আগে উপমহাদেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকা শেষবার টেস্ট জিতেছিল ২০১৪ সালের জুলাইয়ে, শ্রীলঙ্কাকে গল মাঠে হারিয়েছিল ১৫৩ রানে।

প্রথম ইনিংসে ১২২ রান দিয়ে ৫ উইকেট শিকার করে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বোলার হিসেবে টেস্টে ২০০ উইকেটের মাইলফলকে পা রাখেন তাইজুল ইসলাম। চতুর্থ ইনিংসে ১০৬ রানের টার্গেটে নামা দক্ষিণ আফ্রিকার পতন হওয়া ৩ উইকেটের সব কটিই একাই তুলে নিয়েছেন এই বাঁহাতি স্পিনার। সাকিব আল হাসান না থাকায় কম্বিনেশন মেলাতে হিমশিম খাওয়া বাংলাদেশ কেবল চার বোলার (এক পেসার ও তিন স্পিনার) নিয়ে একাদশ সাজানোর নেতিবাচক কৌশল নিয়েও প্রায় উতরে যাচ্ছিল। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা প্রথম ইনিংসে যদি অমন 'আত্মহত্যা' না করতেন এবং কোনোভাবে অন্তত আড়াই শ রানের মতোও টার্গেট দেওয়া যেত অনভিজ্ঞ ব্যাটিং লাইনআপ নিয়ে খেলা প্রোটিয়াদের সামনে, তবে মিরপুরের 'অন্য রকম' উইকেটে বোলারদের ওপর আস্থা রেখে হয়তো বা জয় পাওয়াও অসম্ভব ছিল না।

বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা মিরপুর টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর...

- **তারিখ :** ২১-২৪ অক্টোবর ২০২৪
- **ভেন্যু :** শেরেবাংলা স্টেডিয়াম, মিরপুর, ঢাকা
- **টস জয় :** বাংলাদেশ (ব্যাটিং)
- **বাংলাদেশ প্রথম ইনিংস :** ৪০.১ ওভারে ১০৬ রানে অলআউট (মাহমুদুল হাসান জয় ৩০, তাইজুল ইসলাম ১৬, মেহেদী হাসান মিরাজ ১৩, মুশফিকুর রহিম ১১; উইয়ান মুল্ডার ৩/২২, কাগিসো রাবাদা ৩/২৬, কেশব মহারাজ ৩/৩৪, ডেন পিট ১/১৯)

দ্বিতীয় ইনিংসে সপ্তম উইকেটে মেহেদী হাসান মিরাজ (৯৭) ও জাকের আলীর (৫৮) মধ্যকার ১৩৮ রানের রেকর্ড গড়া জুটিতে জেগে উঠেছিল বাংলাদেশের নতুন আশা

- **দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংস :** ৮৮.৪ ওভারে ৩০৮ রানে অলআউট (কাইল ভেরেইনা ১১৪, উইয়ান মুল্ডার ৫৪, ডেন পিট ৩২, টনি ডি জর্জি ৩০, রায়ান রিকেলটন ২৭, ট্রিস্টান স্টাবস ২৩; তাইজুল ইসলাম ৫/১২২, হাসান মাহমুদ ৩/৬৬, মেহেদী হাসান মিরাজ ২/৬৩)
- **বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংস :** ৮৯.৫ ওভারে ৩০৭ রানে অলআউট (মেহেদী হাসান মিরাজ ৯৭, জাকের আলী অনিক ৫৮, মাহমুদুল হাসান জয় ৪০, মুশফিকুর রহিম ৩৩, নাজমুল হোসেন শান্ত ২৩, নাঈম হাসান ১৬; কাগিসো রাবাদা ৬/৪৬, কেশব মহারাজ ৩/১০৫, উইয়ান মুল্ডার ১/৪০)
- **দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংস :** ২২ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৬ রান (টনি ডি জর্জি ৪১, ট্রিস্টান স্টাবস অপরাজিত ৩০, এইডেন মার্করাম ২০, ডেভিড বেডিংহ্যাম ১২; তাইজুল ইসলাম ৩/৪৩)
- **ফল :** দক্ষিণ আফ্রিকা ৭ উইকেটে জয়ী
- **প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ :** কাইল ভেরেইনা (দক্ষিণ আফ্রিক

চাপের মুখে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান কাইল ভেরেইনা

ব্যাটে-বলে মিরাজের 'ডাবল' অর্জন

মো. রেজাউল হক

ইনিংস হারের শঙ্কা কাটিয়ে প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে যে শেষ পর্যন্ত ১০৬ রানের টার্গেট দিতে পেরেছে বাংলাদেশ, এর কৃতিত্ব মেহেদী হাসান মিরাজ ও জাকের আলী অনিকের। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে দুজনে মিলে সপ্তম উইকেটে ১৩৮ রানের জুটি গড়ার কারণেই প্রোটিয়াদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামতে হয়েছে, সফরকারীরা ম্যাচ জিতেছে ৭ উইকেটে। দলকে বড় লজ্জা থেকে বাঁচিয়েও আফসোস সঙ্গী হয়েছে মিরাজের। ব্যক্তিগত ৯৭ রানে আউট হওয়ার ফলে অল্পের জন্য দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরি পাওয়া হয়নি এই অলরাউন্ডারের। সাদা পোশাকে তাঁর একমাত্র শতক ১৬৮ বলে ১০৩ রান, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্টের প্রথম ইনিংসে।

মাত্র ৩ রানের জন্য আরেকটি তিন অংকের ম্যাজিক্যাল ফিগারের দেখা পেতে ব্যর্থ হলেও দারুণ এক কীর্তিতে নিজের নাম লিখিয়েছেন মিরাজ। মিরপুরে প্রোটিয়া বোলারদের আক্রমণ সামলে ৯৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলার পথেই আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বর্তমান চক্রে ৫০০ রানের মাইলফলক পেরিয়ে যান তিনি। এর আগে গত ভারত সফরেই ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন ৩০ উইকেটের কোটা। যার অর্থ, ব্যাটে-বলে অন্যরকম 'ডাবল' পূর্ণ হয়ে গেল মিরাজের। তাঁর নামের পাশে লেখা পরিসংখ্যান এ রকম- ৯ টেস্টের ১৬ ইনিংসে ৫টি হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে ৪২.৬১ গড়ে ৫৫৪ রান এবং ১৭ ইনিংসে ২৮.৯৭ গড়ে ৩৪ উইকেট। ২০২৩-২৫ মেয়াদি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চলমান চক্রে বিশ্বের প্রথম অলরাউন্ডার হিসেবে 'ডাবল' অর্জন করেছেন মিরাজ। অবশ্য এর দুই দিন পর ভারতের রবীন্দ্র জাদেজা নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পুনেতে দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনে ১১৩ রানে হারের ম্যাচে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪২ রান করার পথে ওই কীর্তিতে নাম লিখিয়েছেন (১১ টেস্টের ১৫ ইনিংসে ৩৬.৩৫ গড়ে ৫০৯ রান এবং ২০ ইনিংসে ২৩.১৯ গড়ে ৪১ উইকেট)।

এবার নিয়ে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় আসর চলছে। সব মিলিয়েও এক চক্রে কমপক্ষে ৫০০ রান ও ন্যূনতম ৩০ উইকেটের 'ডাবল' প্রাপ্তির খুব বেশি উদাহরণ নেই। ইতিপূর্বে দুজন কেবল করতে পেরেছিলেন তা- ইংল্যান্ডের বেন স্টোকস ও ভারতের রবীন্দ্র জাদেজা। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০১৯-২১ চক্রে প্রথমবার এই কীর্তি গড়েছিলেন বেন স্টোকস। ইংল্যান্ডের তখনকার অধিনায়ক ব্যাট হাতে ১৭ ম্যাচের ৩২ ইনিংসে ৩টি সেঞ্চুরি ও ৮টি হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে ৪৬.০০ গড়ে করেছিলেন ১৩৩৪ রান এবং পেস বোলিংয়ে ২৪ ইনিংসে ২৬.২৬ গড়ে নিয়েছিলেন ৩৪ উইকেট। পরের অর্থাৎ ২০২১-২৩ চক্রেও এই 'ডাবলে' নাম ছিল স্টোকসের। সেবার ১৮ ম্যাচের ৩২ ইনিংসে ৩২.৩৬ গড়ে ২টি সেঞ্চুরি ও ৪টি হাফ সেঞ্চুরিতে ৯৭১ রানের পাশাপাশি ২৪ ইনিংসে ৩৫.৩৩ গড়ে ৩০ উইকেট নিয়েছিলেন এই ইংলিশ অলরাউন্ডার। সেই একই চক্রে স্টোকসের পাশে বসেছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা। ভারতীয় এই অলরাউন্ডার বাঁহাতি স্পিনের কারসাজিতে ১৩ টেস্টের ২৫ ইনিংসে ২৩.৬৮ গড়ে শিকার করেছিলেন ৪৭ উইকেট এবং বাঁহাতি ব্যাটসম্যান হিসেবে লোয়ার মিডল অর্ডারে ২১ ইনিংসে নেমে ২ সেঞ্চুরি ও ৩ হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে ৩৬.০৫ গড়ে করেছিলেন ৭২১ রান। ২০২৩-২৫ চক্রে এবারও মিরাজের পর ইতিমধ্যে 'ডাবল' সম্পন্ন করে স্টোকসের মতো দুবার কীর্তি গড়েছেন জাদেজা।

আরেকটা তথ্যও বেশ অবাক হওয়ার মতো। চলতি বছর টেস্টে বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি রান করেছেন মেহেদী হাসান মিরাজ এবং এই সংস্করণে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি বোলারও তিনি! ২০২৪ সালে এ পর্যন্ত ৭ টেস্টের ১২ ইনিংসে ৪টি হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে ৪৬.১০ গড়ে ৪৬১ রান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে এবং বল হাতে ১৩ ইনিংসে ২৯.৬৯ গড়ে দখল করেছেন ২৬ উইকেট। এ সময় বাংলাদেশের সাদা জার্সি গায়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান মুমিনুল হকের (৭ ম্যাচের ১৩ ইনিংসে ৩৮৬, গড় ৩৫.০৯, সেঞ্চুরি ১টি, হাফ সেঞ্চুরি ৩টি) এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট ডানহাতি পেসার হাসান মাহমুদের (৬ টেস্টের ১১ ইনিংসে ২৩ উইকেট, গড় ২৬.৯৫)।

একটা দলের সাত-আট নম্বর ব্যাটসম্যান টেস্টে বছরের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হলে ওই দলের স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যানদের কেমন দুর্দশা

ইংল্যান্ডের বেন স্টোকস

ভারতের রবীন্দ্র জাদেজা

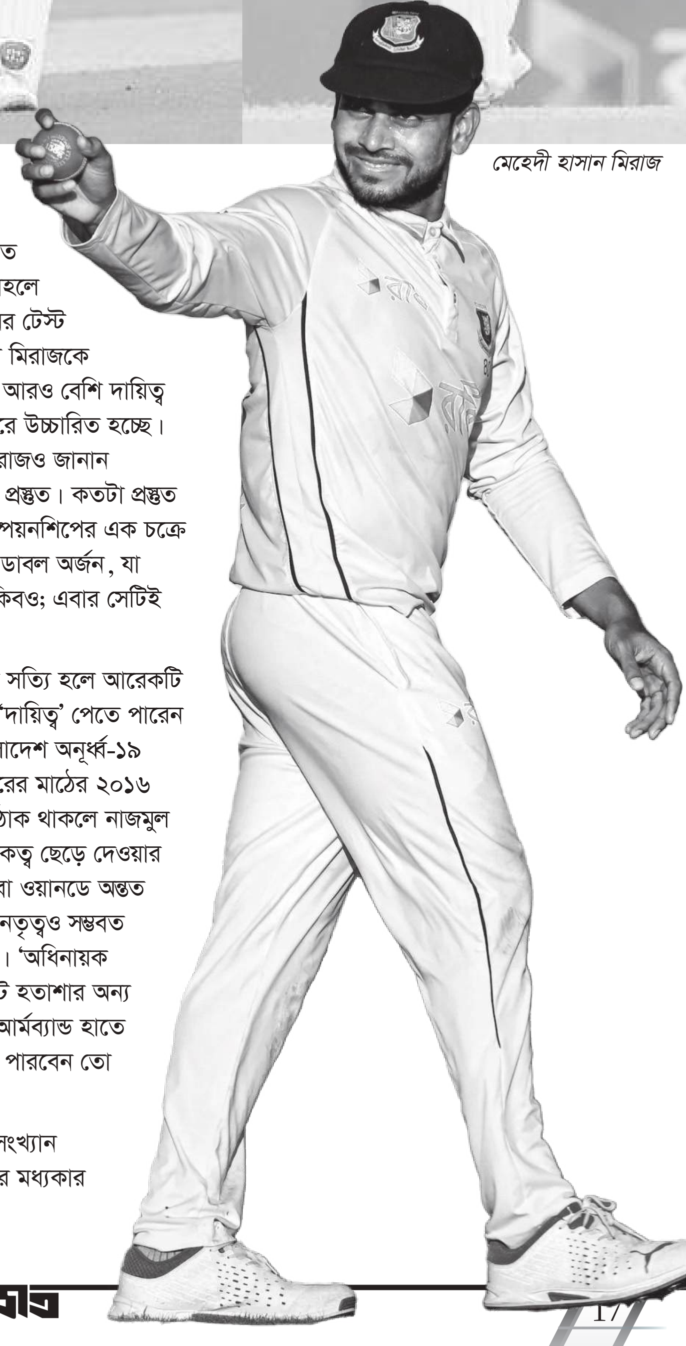

মেহেদী হাসান মিরাজ

চলছে, তা বোধহয় স্পষ্ট করে আর বলা লাগে না। টপঅর্ডারের ব্যর্থতায় সাদা পোশাকের বাংলাদেশ বারবার 'বিবস্ত্র' হয়ে যাচ্ছে আর লোয়ার অর্ডারে এসে সেই লজ্জা নিবারণের কাজটা প্রতিনিয়তই করছেন 'নিঃসঙ্গ শেরপা' মিরাজ। প্রশ্ন হলো, স্পিন দেওয়াল গড়ে রান করতে পারলে বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যানরা উইকেটে টিকতে পারেন না কেন? সমস্যাটা তাহলে কোথায়? সাকিব আল হাসানের টেস্ট ক্যারিয়ারের সমাপ্তি ঘটার পর মিরাজকে জেনুইন অলরাউন্ডার হিসেবে আরও বেশি দায়িত্ব নেওয়ার কথা বেশ জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে। ব্যাটে-বলে উদ্ভাসিত হয়ে মিরাজও জানান দিচ্ছেন, তিনি চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত। কতটা প্রস্তুত তার নমুনা হলো, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের এক চক্রে ৫০০ রান ও ৩০ উইকেটের ডাবল অর্জন, যা করতে পারেননি এমনকি সাকিবও; এবার সেটিই করে দেখিয়েছেন মিরাজ!

বাতাসে ভেসে বেড়ানো গুঞ্জন সত্যি হলে আরেকটি ক্ষেত্রেও সাকিবের মতো বড় 'দায়িত্ব' পেতে পারেন এই স্পিন অলরাউন্ডার। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঘরের মাঠের ২০১৬ যুব বিশ্বকাপে, সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে নাজমুল হোসেন শান্ত স্বেচ্ছায় অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর জাতীয় দলের টেস্ট কিংবা ওয়ানডে অন্তত যেকোনো একটা সংস্করণের নেতৃত্বও সম্ভবত উঠতে যাচ্ছে মিরাজের হাতে। 'অধিনায়ক সাকিব' বাংলাদেশের ক্রিকেটে হতাশার অন্য নাম হয়ে আছেন, নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড হাতে পেলে আশার প্রদীপ জ্বালাতে পারবেন তো মিরাজ?

* এই প্রতিবেদনের সব পরিসংখ্যান বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যকার দ্বিতীয় টেস্টের আগপর্যন্ত

অলরাউন্ডার হয়েও ব্যাট হাতে মিরাজ প্রতিরোধের

হাথুরুসিংহের যাওয়া কি অনিবার্য ছিল?

মো. মনির উদ্দিন

আবারও চন্ডিকা হাথুরুসিংহের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের। টাইগারদের এই শ্রীলঙ্কান প্রধান কোচকে বহিষ্কার করেছে বিসিবি। চুক্তি অনুযায়ী ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত মেয়াদ ছিল তাঁর। ভারত সফরে ভরাডুবির পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের আগে কিছু গুরুতর কারণ দেখিয়ে তাঁর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি বাতিল করার পর শোকজ করা হয়েছিল। কিন্তু হাথুরুর দেওয়া জবাব যৌক্তিক মনে না হওয়ায় চূড়ান্তভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। পাশাপাশি দ্রুততার সঙ্গে বাংলাদেশের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক অলরাউন্ডার ফিল সিমন্সকে। ওদিকে গত বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপের সময় জাতীয় দলের একজন খেলোয়াড়কে শারীরিকভাবে নাজেহাল ও অতিরিক্ত ছুটি কাটানোর অভিযোগের ব্যাপারে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে পাল্টা কিছু প্রশ্নও তুলেছেন হাথুরুসিংহে। পূর্বপরিকল্পিতভাবেই ছাঁটাই করা হয়েছে বলে দাবি তাঁর।

অন্তত দুটি কারণে এই শ্রীলঙ্কান কোচকে মনে রাখবে বাংলাদেশের ক্রিকেট। প্রথমত, অর্জনের নিরিখে এবং পরিসংখ্যানের বিচারে দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে সফল কোচ মানতে হবে তাঁকে। দ্বিতীয়ত, নানা বিতর্ক ও ঝক্কি-ঝামেলাতেও সবচেয়ে এগিয়ে তিনি। দলের মধ্যে কর্তৃত্ব, প্রভাব খাটানো, সিনিয়র খেলোয়াড়দের যথার্থ মূল্যায়ন না করা, দলে বিভাজন তৈরি ও আচরণগত সমস্যা নিয়ে খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফ এবং টিম ম্যানেজমেন্টের কেউ কেউ বিভিন্ন সময় অভিযোগ তুলেছেন হাথুরুর বিরুদ্ধে।

রাসেল ডমিঙ্গোকে পদচ্যুত করার পর গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে 'দ্বিতীয় ইনিংস' শুরু করেছিলেন চন্ডিকা হাথুরুসিংহে। মার্চে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম মিশনে নিজেদের আঙিনায় ওয়ানডে সিরিজ হারলেও এরপর ওই সময়ের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদেরকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে হারিয়ে চমকে দিয়েছিল বাংলাদেশ। পরবর্তী সময়ে হাথুরুর অধীনে সাফল্য আর ব্যর্থতা হাত ধরাধরি করে হেঁটেছে। ১০ ম্যাচে ৫ জয় ও ৫ হার- টেস্টেই তুলনামূলক ভালো সাফল্য পেয়েছে লাল-সবুজ দল। ঘরের মাঠে আয়ারল্যান্ড ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট জয়ের পর বাংলাদেশ ১-১ এ সিরিজ ড্র করেছে নিউজিল্যান্ডে গিয়ে। পরবর্তীতে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে হোম সিরিজে ২-০ তে হোয়াইটওয়াশ হলেও পাকিস্তান সফরে পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে রীতিমতো অবিশ্বাস্য কীর্তি গড়েছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল। অবশ্য ভারতের মাটিতে পরপর দুই টেস্টে অসহায় আত্মসমর্পণ করে শেষটা হয়েছে দুঃস্বপ্নের মতো।

হাথুরুর সময়কালে টি-টোয়েন্টিতেও বেশ কিছু অর্জনের মুখ দেখেছে বাংলাদেশ। ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে টানা তিনটি সিরিজ জয়ের পর নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সিরিজ ড্র- এ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সিরিজ হারের পর জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেও গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ঠিক আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ পরাজয় বাংলাদেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় লজ্জাগুলোর একটি হিসেবে চিহ্নিত। এরপর বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর সবশেষ ভারতের বিপক্ষে তিন ম্যাচেই গোহারা হওয়া- ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বাংলাদেশ রয়ে গেছে রহস্যের অন্য নাম হয়ে! সব মিলিয়ে ৩২ ম্যাচে ১৭ জয়ের বিপরীতে ১৪ হার (পরিত্যক্ত ১) এবং ৮টি দ্বিপক্ষীয় সিরিজের মধ্যে ৪টিতে জয়, ৩টিতে হার ১টিতে ড্র, পাশাপাশি বিশ্বকাপে আশানুরুপ সাফল্য না পাওয়া; টি-টোয়েন্টিতে হাথুরুর দল যেমন দারুণ সাফল্য পায়নি, তেমনি একেবারে হতাশও করেনি।

তবে ওয়ানডেতে ঠিকই হতাশ করেছে বাংলাদেশ। কয়েক বছর ধরে এই ফরম্যাটে তুলনামূলক ভালো খেলা টাইগাররা হাথুরুর জমানায় ছিল অনেকটাই বিবর্ণ- ৩৫ ম্যাচে ১৯ হারের বিপরীতে ১৩ জয় (ফলহীন ৩) এবং ৭টি দ্বিপক্ষীয় সিরিজের ৩টি জয় এবং ৪টিতে পরাজয়, পরিসখ্যানই তা জানান দিচ্ছে। যে সিরিজ ৩টি জিতেছে বাংলাদেশ তার ২টিই দুর্বল প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে এবং অন্যটি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। এর বাইরে ইংল্যান্ড, আফগানিস্তানের বিপক্ষে একটি করে এবং নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে দেশে-বিদেশে দু'টি সিরিজ হেরেছে টাইগাররা। তাছাড়া গত বছর যুগ্মভাবে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ওয়ানডে সংস্করণের এশিয়া কাপেও সুবিধা করতে পারেনি বাংলাদেশ এবং ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপেও প্রত্যাশা মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে।

হাথুরুসিংহের প্রথম মেয়াদ (২০১৪-২০১৭) বাংলাদেশের খতিয়ান...

সংস্করণ	ম্যাচ	জয়	পরাজয়	ড্র/ফলহীন
টেস্ট	২১	৬	১১	৪
ওয়ানডে	৫২	২৫	২৩	৪
টি-টোয়েন্টি	২৯	১০	১৭	২
সব মিলিয়ে	১০২	৪১	৫১	১০

দ্বিপাক্ষিক সিরিজের সাফল্য-ব্যর্থতা

টেস্টে ১১ সিরিজের মধ্যে ১টিতে জয়, ৫ পরাজয়, ৫ ড্র।

ওয়ানডেতে ১২ সিরিজের মধ্যে ৬টিতে জয়, ৫ পরাজয়, ১ ড্র।

টি-টোয়েন্টিতে ৮ সিরিজের মধ্যে ১টিতে জয়, ৩ পরাজয়, ৪ ড্র।

সব মিলিয়ে ৩১ সিরিজের ৮টিতে জয়, ১৩টিতে হার, ড্র ১০।

হাথুরুসিংহের দ্বিতীয় মেয়াদ (২০২৩-২০২৪) বাংলাদেশের খতিয়ান...

সংস্করণ	ম্যাচ	জয়	পরাজয়	ফলহীন
টেস্ট	১০	৫	৫	০
ওয়ানডে	৩৫	১৩	১৯	৩
টি-টোয়েন্টি	৩২	১৭	১৪	১
সব মিলিয়ে	৭৭	৩৫	৩৮	৪

দ্বিপাক্ষিক সিরিজের সাফল্য-ব্যর্থতা

টেস্টে ৬ সিরিজের মধ্যে ৩টিতে জয়, ২টিতে হার, ড্র ১।

ওয়ানডেতে ৭ সিরিজের মধ্যে ৩টিতে জয়, ৪টিতে পরাজয়।

টি-টোয়েন্টিতে ৮ সিরিজের মধ্যে ৪টিতে জয়, ৩টিতে হার, ড্র ১।

সব মিলিয়ে ২১ সিরিজের ১০টিতে জয়, ৯টিতে হার, ড্র ২।

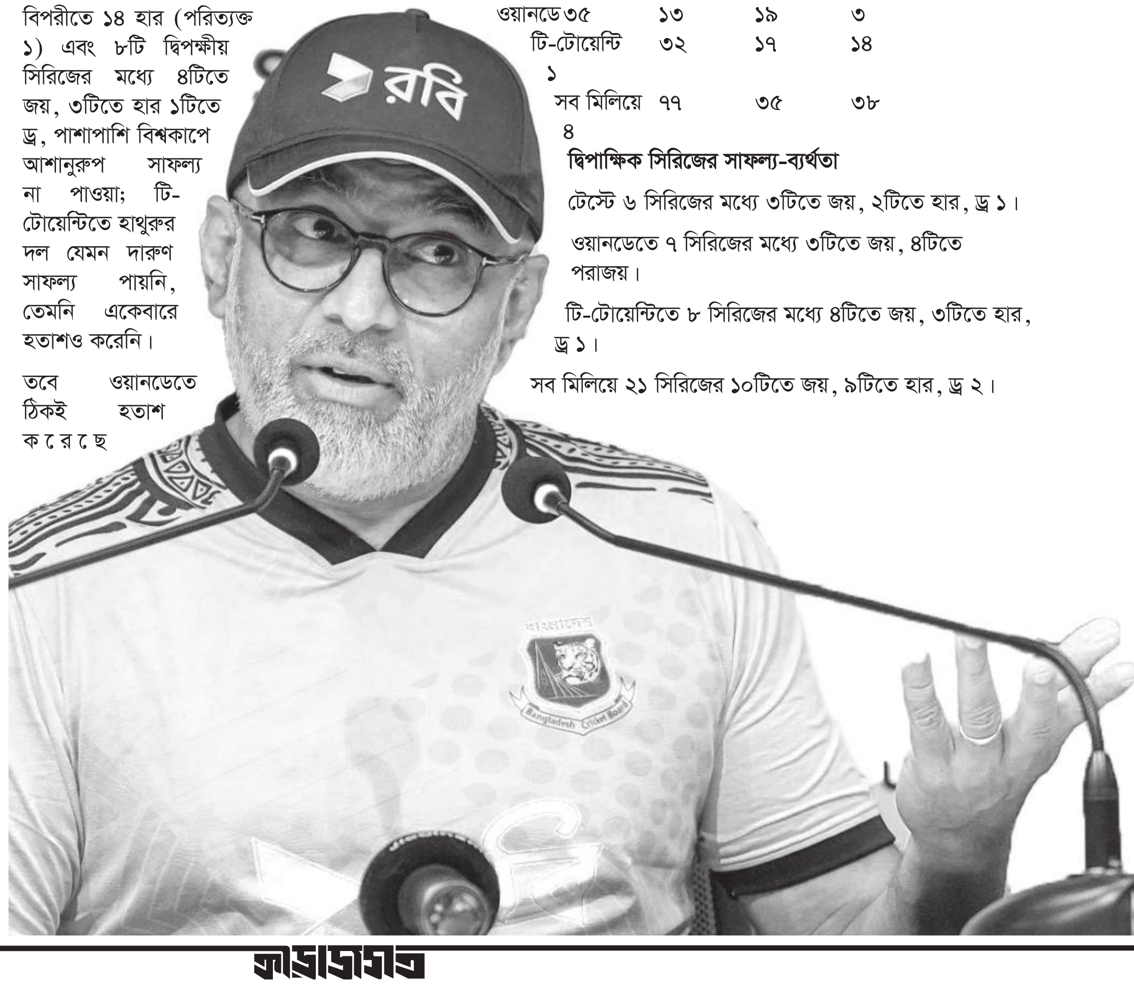

ক্রিকেটে সবই সম্ভব

ইকরামউজ্জমান

ভারত নিজ দেশের (বেঙ্গালুরের চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে) পরিচিত উইকেটে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বৃষ্টি বিঘ্নিত টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ব্যাট করতে নেমে ৩১.২ ওভারে মাত্র ৪৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে প্যাভেলিয়নে যেতে বাধ্য হয়েছে। ঘরের মাটিতে এটি ভারতের টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে আলোচিত ব্যাটিং বিপর্যয় এবং সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহ। এর আগে ১৯৮৭ সালে দিল্লিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ভারতের রান সংগ্রহ ছিল ৭৫। বেঙ্গালুরের উইকেটে নিউজিল্যান্ডের পেসাররা ভারতের ব্যাটারদের উইকেটে দাঁড়াতে দেয়নি। আসা-যাওয়ার মিছিল ছিল খুবই ছোট। আটজন ব্যাটারের মধ্যে পাঁচজনই তো কোনো রান না করেই সাজঘরে ফিরে এসেছেন। মাত্র দু'জন 'ডবল ফিগারে' গেছেন। উপস্থিত ভারতীয় দর্শকরা ভয়ানক উত্তেজনায় ভুগেছেন মাঠে এর কারণ হলো ভারতের সংগ্রহ সর্বনিম্ন স্কোর ছিল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩৬ রান। 'এডলেইডে' দিবারাত্রির টেস্টে। শেষ পর্যন্ত রক্ষা হয়েছে সেই রেকর্ডের নিচে আর যেতে হয়নি। ৩৬ রান তো পেরোতে পেরেছে দল এটি স্বস্তি। ইংল্যান্ড দলের সাবেক 'অধিনায়ক সাইকেল ভন মজা করে লিখেছেন–ভারতীয় সমর্থকরা ইতিবাচক দিকটা তো দেখল। অন্তত ৩৬ রান তো পেরোনো গেছে। ১৯৭৪ সালে ভারত ইংল্যান্ডে স্বাগতিক দলের বিপক্ষে মাত্র ৪২ রানে ইনিংস শেষ করেছিল।

এশিয়ার মাটিতে অনুষ্ঠিত এখন পর্যন্ত কোনো টেস্টে একটি ইনিংসে এত কম রান সংগ্রহ আর কোনো দলের নেই। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল দারুণ কিছু করে ফেলাতে বেজায় খুশি। তাদের বিপক্ষে কোনো দলের এটিই সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহ। এর আগে ২০১২ সালে জিম্বাবুয়ে করেছিল ৫১ রান।

এই যে ৪৬ রানে প্রথম ইনিংসে বড় মাঝারি এবং ছোট সব 'হিরোদের' বিদায়। এটা কী ক্রিকেটের রসিকতা, না সুন্দর ক্রিকেটে অনিশ্চয়তা। এটাই কী ক্রিকেটের আসল দর্শন! গতকালের রাজা আজ পথের ভিখারী। হৃদয়রঞ্জনকারীরা যে কোনো সময়ে চক্ষুশূল। সব কিছুই অভাবনীয়। আর তা ক্রিকেটে ঘটা সম্ভব।

বাংলাদেশ দল কিছুদিন আগে বৃষ্টি বিঘ্নিত কানপুর টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে মাত্র ৪৭ ওভারে ১৪৬ রান করে সবাই আউট হয়ে যায়। ভারত টেস্ট জিতেছে ৭ উইকেটে। ভারতের কয়েকজন প্রাক্তন গ্রেট ক্রিকেটার–যাদের জীবিকা এখন ক্রিকেট, এরা এবং ধারাভাষ্যকারদের কেউ কেউ যেভাবে বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়দের সামর্থ্য এবং ক্রিকেটের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন টেস্ট ক্রিকেট খেলতে হলে ভারতের উচিত কার সঙ্গে খেলতে হবে সেটা প্রথম ভাবে। বিষয়টি বাংলাদেশ দলের জন্য বিব্রতকর এবং দুঃখজনক। বাংলাদেশ তো ১৪৬ রান করেছে ভিন্ন কন্ডিশনে। সেখানে ভারত দল তো নিজেদের উইকেটে মাত্র ৪৬ রানে সবাই চলে এসেছেন সাজঘরে। কই, ভারতের 'গ্রেটরা' তো তাদের দলের ব্যর্থতায় হইচই করে উঠেননি সব গেল বলে। এ ক্ষেত্রে তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। কারণ হলো বিভিন্ন ধরনের 'ক্যালকুলেশন'। আম ছালা দু'টো তো বিসর্জন দেওয়া মুশকিল। ভারত ক্রিকেটে অনেক বড় শক্তি। তাদের প্রাক্তন গ্রেটদের উচিত নিজস্ব ভাবমূর্তি বজায় রাখা। ক্রিকেটে 'এটিকেট' অনেক বড় বিষয়। ক্রিকেট উদার এবং মানসিকভাবে সৎ হতে শিক্ষা দেয়। ক্রিকেট এমন একটি খেলা যেখানে যে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে।

এই তো কিছুদিন আগে পাকিস্তানের মাটিতে স্বাগতিক দলকে ২-০ সিরিজে পরাজিত করেছে বাংলাদেশ দল। বাংলাদেশের পর ইংল্যান্ড এসেছে পাকিস্তানে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে ৫০০'র বেশি রান করেও ইনিংসে পরাজিত হয়েছে। সেই পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডকে ১৫২ রানে পরাজিত করে সিরিজে সমতা এনেছে ১-১। খেলায় অনিশ্চয়তার কথা আমরা বলি। আর এটি কিন্তু ভীষণভাবে সত্যি। আজকের হিরো কালকের জিরো, আজকের ঝিনুক কালকের মুক্তো। আর এটাই ক্রিকেটের আকর্ষণ। আর এর জন্যই তো ক্রিকেটের প্রতি এত ভালোবাসা। ক্রিকেটের এত রঙ। মানুষের জীবনের সঙ্গে এত মিল।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'তাঁর মৃগ নেই মৃগয়া' বইয়ে অভাবিত ক্রিকেট অধ্যায়ে রান লিখেছেন 'একান্নটা টেস্ট খেলে মোট দু'হাজার নয়শ ছিয়ানব্বই রান করেছে ব্রাডম্যান। শেষ টেস্টে সামান্য চার রান করতে পারলে তাঁর এভারেজ বা গড় পড়তা একশ হয়। ওভালে খেলা হোলিজ বল করছে। একটা চার মারলেই আকাঙ্ক্ষার ধন হাতে আসে। আর ব্র্যাডম্যানের পক্ষে চার মারা একটা বুলবুলির পক্ষে শিস দেওয়ার মতই সোজা। কিন্তু ক্রিকেট, ক্রিকেট। কালকের জমিদার আজকের উদ্বাস্তু হয়ে যেত কতক্ষণ। শেষ টেস্টে ব্র্যাডম্যান শূন্য। হোলিজের বলেই ঘায়েল। পরিষ্কার বোল্ড আউট। হোলিজের ফূর্তি দেখে। ক্রিকেটে একজনের ঘর পোড়ে আরেকজন আগুন পোহায়'

বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় সামার ওপেন র‍্যাঙ্কিং ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কামরুন নাহার ডানা।

আলো-আঁধারির তাইজুল

রফিকুল ইসলাম কামাল

ম্যাথু ব্রিটজ রীতিমতো বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। ঠিক আগের ডেলিভারি অফ স্টাম্প লাইনে পড়ে বাঁক নিয়ে বেরিয়ে গেল। পা সামনে নিয়ে গিয়ে বলটি খেলার চেষ্টাই করলেন না ব্রিটজ। একই লাইনে পড়ল পরের ডেলিভারি। এটাও তো বেরিয়ে যাবে–এমন ভাবনায় এবারও বলটি ছেড়ে দিলেন তিনি। কিন্তু একি! সামান্য বাঁক না নিয়ে বল যে অফ স্টাম্প ভেঙে দিল! ব্রিটজ যখন হতভম্ব হয়ে প্যাভিলিয়নের দিকে হাঁটা দিলেন, তাঁর চোখের সামনে তখন একজন উল্লাসে মাতোয়ারা। তিনি স্পিনার তাইজুল ইসলাম।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ব্রিটজের উইকেট শুধুই একটিমাত্র উইকেট প্রাপ্তিই ছিল না তাইজুলের জন্য। সেটি ছিল ব্যক্তিগত মাইলফলক ছোঁয়ার ক্ষণও। ওই উইকেট দিয়েই দেশের মাত্র দ্বিতীয় বোলার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ২০০ উইকেটের মাইলস্টোনে পা রাখেন তাইজুল। প্রথমজন ক্রিকেটের অবিসংবাদিত তারকা সাকিব আল হাসান। এই রেকর্ডে তাইজুল সাকিবের পেছনে। তবে আরেকটি রেকর্ডে সাকিবকে টপকেই শিগগিরই চূড়ায় ওঠার হাতছানি এখন তাইজুল ইসলামের সামনে। সেটিও বেশ মর্যাদার চূড়া–দেশের সর্বোচ্চ টেস্ট উইকেটশিকারি!

বাংলাদেশের টেস্ট ইউনিটে স্পিন অ্যাটাকের বর্তমান নেতা তাইজুল ইসলাম। কথাটা আক্ষরিক অর্থেই ধরে নিতে পারেন আপনি। সাকিব আল হাসান এখন পড়ন্তবেলায়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দেশের মাটিতে সর্বশেষ টেস্ট খেলতে চেয়েছিলেন, তা হয়নি। নিকট ভবিষ্যতে হয়তো কোনো একটি টেস্ট ম্যাচ খেলে ক্রিকেটের এই শুদ্ধতম সংস্করণ থেকে নিজের ব্যাট-প্যাড সরিয়ে নেবেন সাকিব। বাঁহাতি এই অলরাউন্ডার দলে থাকলেও তাইজুল মূল স্পিনার হিসেবে খেলেছেন। তবু ফোকাসটা ছিল সাকিবকে ঘিরে। সাকিবের আলোয় ছায়া হয়ে ছিলেন তাইজুল। কিন্তু এখন পূর্ণ ফোকাসটা থাকবে তাইজুলকে ঘিরে।

অনেকটা নিরীহ দর্শন, চুপচাপ স্বভাবের তাইজুল ইসলামের তারকাখ্যাতি খুব বেশি নেই। 'সাকিবিয়ান' 'তামিমিয়ান' 'মুশফিকিয়ান'–এমন 'ব্যক্তিগত' ফ্যানবেজও নেই তার। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট শিকারের পর সংবাদ সম্মেলনে এ সংক্রান্ত প্রশ্নও উঠল। কিন্তু তাইজুল জানিয়ে দিলেন তারকাখ্যাতি নিয়ে তার আক্ষেপ নেই। সেদিন বাঁহাতি এই স্পিনার বলছিলেন, 'আমাদের দেশে অনেক কিছুই মুখে মুখে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, খারাপ খেলে ট্রল হতে হতে অনেকেই তারকা হয়ে গেছে। আবার ভালো খেলেও তারকা হতে পারেনি। আমি এটা মেনে নিয়েছি।' তাইজুল মেনে নিলেও

সংবাদ সম্মেলনে থাকা সাংবাদিকরা যেন মানতে পারছিলেন না! তাই আরেকবার প্রশ্ন উঠল, তাইজুল নিজেকে বঞ্চিত মনে করেন কি না। বিব্রত হেসে জবাব দেন, ‘প্রশ্নটা কেমন জানি হয়ে গেল....!’ পরক্ষণেই ব্যাখ্যা দিলেন এভাবে, ‘বঞ্চিতের কিছু নেই এখানে। বিশ্বের অনেক বড় বড় খেলোয়াড়ে উদাহরণ আছে। যখন মুরালিধরন ছিল, ওই সময় কিন্তু রঙ্গনা হেরাথ খেলতে পারেনি। হেরাথ যখন খেলতে পেরেছে, তখন অনেক উইকেট পেয়েছে এবং লম্বা সময় খেলেছে। আমিও দেখি সামনে ভালো কিছু হয় নাকি।’ তারকাখ্যাতি নিয়ে যে তাইজুলের মাথাব্যথা নেই, সেটা পরিষ্কার। অবশ্য এতে তার কিইবা আসে যায়! নিজের কাজটা তিনি করে যাচ্ছেন ঠিকঠাক। জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল যেমন সেদিন তাঁকে প্রশংসায় ভাসালেন এভাবে, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের ক্রিকেট যথেষ্ট গুরুত্ব ও প্রাপ্য সম্মান সে সব সময় পায় না। ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করেও নায়কের মর্যাদা সেভাবে অনেক সময় পায় না। তবু নিজের কাজটুকু করে গেছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।’

তাইজুলের হয়তো ‘তাইজুলিয়ান’ সমর্থকগোষ্ঠী নেই, তাকে নিয়ে মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যমে আলোচনার ঝড় বয় না। চলমান সময়ের তারকা হয়তো তিনি ‘হয়ে ওঠতে পারেননি’; কিন্তু তার সামনে ইতিহাসের তারকা হয়ে ওঠার হাতছানি ঠিকই আছে। এবং তিনিও হাঁটছেন সে পথেই।

বাংলাদেশের সাদা জার্সিতে সর্বোচ্চ উইকেট এখনো সাকিব আল হাসানের। ৭১ ম্যাচের ১২১ ইনিংসে এই কিংবদন্তির শিকার ২৪৬ উইকেট। ৪৮ টেস্টের ৮৬ ইনিংসে তাইজুল ইসলামের প্রাপ্তির খাতায় যুক্ত হয়েছে ২০৪ উইকেট (২৪ অক্টোবর অবধি)। সাকিব ২০০ উইকেটের ঘরে পা রাখতে টেস্ট খেলেন ৫৪টি। তাঁর চেয়ে ৬টি ম্যাচ কম খেলে এই রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন তাইজুল। তাঁর বয়স এখন ৩২। স্পিনারদের জন্য চোটের ভয় খুব বেশি থাকে না। তার ওপর তিনি এখন দলের স্পিন বোলিংয়ের ‘প্রাণ’। ফলে বাংলাদেশের সামনের টেস্ট ম্যাচগুলোতে তাইজুলকে নিয়মিতভাবেই দেখা যাওয়ার কথা। সে কারণেই সাকিবের চেয়ে মাত্র ৪২ উইকেট পিছিয়ে থাকা তাইজুল যে অচিরেই তাকে টপকে যাবেন, সে আশা পুরোটাই যুক্তিযুক্ত! শুধু চূড়ায় ওঠে বসে থাকা নয়, ধারাবাহিকতা যদি ধরে রাখতে পারেন তবে তিনিই হয়তো দেশের হয়ে ৩০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়ে দেবেন। এমনও হতে পারে, তাইজুল দেশের হয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারের রেকর্ডটা এমন এক উচ্চতায় নেবেন, যেখানে বহু বছর কেউ তাঁকে ছুঁতে পারবে না।

সর্বোচ্চ উইকেটে সাকিবকে পেছনে ফেলতে এখনো খানিকটা পথ পাড়ি দিতে হবে তাইজুলের। তবে ২০০ উইকেট ছোঁয়ার টেস্টেই দুটি রেকর্ডে সাকিবকে টপকেছেন তাইজুল। বাংলাদেশের মাটিতে টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেট এখন নাটোরের ছেলের। ৪৫ ম্যাচে ১৬৩ উইকেট নিয়ে শীর্ষে ছিলেন সাকিব। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওই টেস্টে ৮ উইকেট নেওয়ার পথে মাগুরার ছেলেকে টপকে যান তাইজুল; ঘরের মাঠে ৩৪ ম্যাচে তার শিকারসংখ্যা এখন ১৬৫। দেশের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ভেন্যু মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামের ‘রাজা’ও বনে গেছেন তাইজুল। মিরপুরে ২১ ম্যাচে ৭৬ উইকেট ছিল সাকিবের। ওই একই টেস্টে তাইজুল তাকে দ্বিতীয় বানিয়ে এ ভেন্যুতে নিজের উইকেটসংখ্যা নিয়ে গেছেন ৮২’র ঘরে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টেস্ট দিয়েই অভিষেক তাইজুলের; ২০১৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর কিংসটাউনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। ওই সময় থেকে বর্তমান সময় (২৪ অক্টোবর) অবধি বিশ্ব ক্রিকেট টেস্টে যত বোলার দেখেছে, তাঁদের মধ্যে সেরা বা সফলের তালিকায় ১৪ নম্বরে আছে তাইজুলের নাম। আর তালিকা ছেঁটে শুধু যদি স্পিনারদের কথা বলা হয়, তবে ৫ নম্বরে তাঁর অবস্থান! তাইজুলের চেয়ে এগিয়ে আছেন রবীচন্দ্রন অশ্বিন, নাথান লিয়ন, রবীন্দ্র জাদেজা ও ইয়াসির শাহ। এই সময়ে তাইজুলের সমান ৪৮ টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন ইয়াসির। বাদ বাকি তিনজনই তাইজুলের চেয়ে অনেক বেশি টেস্ট ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাই তাঁদের সাফল্যের হারও বেশি। বিশ্বের শত শত বোলারদের ভিড়ে এই যে শীর্ষের দিকে থাকা, তা তাইজুলের সামর্থ্যের নিরেট প্রমাণ।

মুখচোরা তাইজুলের স্বপ্নের আকাশ কত বড়, সেটা অপ্রকাশ্যই। তবে তিনি যে আকাশে ফানুস উড়িয়ে চলেছেন, সেটা বলাই বাহুল্য!

টেস্টেও হাফ সেঞ্চুরিতে শুরু জাকের আলীর

মো. মুলতানুর রহমান

এখনকার দিনে টেস্টে ৮ নম্বর পজিশনে সাধারণত বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান খেলায় না কোনো দলই। ওই জায়গা মূলত অলরাউন্ডারদের জন্যই বরাদ্দ রাখা হয়। বাংলাদেশের হয়ে এত দিন বেশির ভাগ সময় আটেই খেলে আসছিলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। সাকিব আল হাসান না থাকায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে একধাপ ওপরে তুলে আনা হয় এই অফস্পিন অলরাউন্ডারকে। কম্বিনেশন মেলাতে সেখানটায় অনেকটা বাধ্য হয়েই খেলানো জয় জাকের আলী অনিককে। যদিও তিনি উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান, কিন্তু তাঁর টেস্ট অভিষেক হয়েছে বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান হিসেবেই। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে প্রথম ইনিংসে মোটেই সুবিধা করতে পারেননি জাকের, কেশব মহারাজের স্পিনে বিভ্রান্ত হয়ে উইকেটকিপার কাইল ভেরেইনার স্ট্যাম্পিংয়ের শিকার হয়ে মাঠ ছাড়েন ১৫ বলের মোকাবিলায় মাত্র ২ রান করে। তখন মনে হয়েছিল, বাংলাদেশের সাদা পোশাক গায়ে তাঁর শুরুটা বুঝি হতাশাময় হতে চলেছে। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ঠিকই বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যান জাকের, ব্যাট হাতে করেন দুর্দান্ত লড়াই। ২০২ রানে পিছিয়ে থাকার বোঝা নিয়ে দ্বিতীয় দফায় ব্যাটিংয়ে নামা বাংলাদেশ দলীয় ১১২ রানের মাথায় লিটন দাসের আউটে ষষ্ঠ উইকেট হারিয়ে চরম বিপদে পড়তে যাচ্ছিল। ওই মুহূর্তে ব্যাট বগলদাবা করে ক্রিজে যাওয়া জাকের সঙ্গী হিসেবে পান মিরাজকে, শেরে বাংলার বাইশ গজে দুজনে মিলে প্রোটিয়াদের আক্রমণ সামলে গড়ে তোলেন প্রতিরোধের দেয়াল। সুবাদে তরতর করে এগোতে থাকে স্কোরকার্ড, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে উঁকি দিতে শুরু করে বাংলাদেশের স্বপ্নের নতুন সূর্য। শেষ পর্যন্ত ২৫০ রানের মাথায় জাকেরের বিদায়ে ভাঙে এই জুটি, ততক্ষণে সপ্তম উইকেটে জমা হয় মূল্যবান ১৩৮ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে যেকোনো উইকেটেই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড জুটি এটি। পেছনে পড়েছে ২০০৩ সালে চট্টগ্রামে হাবিবুল বাশার ও জাভেদ ওমরের করা ১৩১ রানের পার্টনারশিপ। কেশব মহারাজের বলে এলবিডব্লিউ হওয়ার আগে ৫৮ রান করেন জাকের আলী। ১৪২ মিনিট উইকেটে কাটিয়ে ১১১ বলের মোকাবিলায় খেলা তাঁর ইনিংসে ছিল ৭টি বাউন্ডারি।

টেস্ট অভিষেকেই হাফ সেঞ্চুরি

বাংলাদেশের ১৪তম খেলোয়াড় হিসেবে টেস্ট অভিষেকেই হাফ সেঞ্চুরি করেছেন জাকের আলী। যার শুরুটা হয়েছিল জাভেদ ওমরের হাত ধরে। এর মধ্যে জাভেদ ও তামিম ইকবাল, এই দুজন উভয় ইনিংসেই পেয়েছেন ফিফটির দেখা এবং স্পেশালিস্ট পেসার হিসেবে ডেব্যুতে ফিফটি করেছেন তাপস বৈশ্য। টেস্ট অভিষেকে বাংলাদেশের হয়ে হাফ সেঞ্চুরি করাদের তালিকা প্রথম থেকে ক্রমানুযায়ী এমন- হাবিবুল বাশার সুমন (৭১ ও ৩০; বিপক্ষ ভারত, ঢাকা, নভেম্বর ২০০০), জাভেদ ওমর বেলিম (৬২ ও অপরাজিত ৮৫; বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে, বুলাওয়ে, এপ্রিল ২০০১), হান্নান সরকার (৫৫ ও ১; বিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, কলম্বো, জুলাই ২০০২), তাপস বৈশ্য (অপরাজিত ৫২ ও ৩; বিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, কলম্বো, জুলাই ২০০২), রাজিন সালেহ (২৬ ও ৬০; বিপক্ষ পাকিস্তান, করাচি, আগস্ট ২০০৩), তামিম ইকবাল (৫৩ ও ৮৪; বিপক্ষ, নিউজিল্যান্ড, ডানেডিন, জানুয়ারি ২০০৮), জুনায়েদ সিদ্দিক, (১ ও ৭৪; বিপক্ষ, নিউজিল্যান্ড, ডানেডিন, জানুয়ারি ২০০৮), নাজিমউদ্দিন (৩১ ও ৭৮; বিপক্ষ পাকিস্তান, চট্টগ্রাম, ৯ ডিসেম্বর ২০১১), মুমিনুল হক (৫৫ ও ব্যাটিংয়ে নামেননি; বিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, গল, মার্চ ২০১৩), সাব্বির রহমান (১৯ ও অপরাজিত ৬৪; বিপক্ষ ইংল্যান্ড, চট্টগ্রাম, অক্টোবর ২০১৬), মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত (৭৫ ও ১৩; বিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, কলম্বো, মার্চ ২০১৭), মোহাম্মদ মিঠুন (০ ও ৬৭; বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে, মিরপুর, নভেম্বর ২০১৮), সাদমান ইসলাম (একমাত্র ইনিংসে ৭৬, বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মিরপুর, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৮) ও জাকের আলী (২ ও ৫৮; বিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা, মিরপুর, অক্টোবর ২০২৪)। এ ছাড়া বাংলাদেশের আরও ৪ জন ব্যাটসম্যান টেস্ট অভিষেকেই করেছেন সেঞ্চুরি। তাঁরা হলেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল (১৪৫ ও ৬; বিপক্ষ ভারত, ঢাকা, নভেম্বর ২০০০), মোহাম্মদ আশরাফুল, (২৬ ও ১১৪; বিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, সেপ্টেম্বর ২০০১), আবুল হাসান রাজু (১১৩ ও অপরাজিত ৭; বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, খুলনা, নভেম্বর ২০১২) ও জাকির হাসান (২০ ও ১০০; বিপক্ষ ভারত, চট্টগ্রাম, ডিসেম্বর ২০২২)।

টি-টোয়েন্টি থেকে টেস্টে

অনেকদিন ধরেই ঘরোয়া ক্রিকেটের সব সংস্করণে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে আসছিলেন জাকের আলী। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য 'রেডি প্রোডাক্ট' আখ্যায়িত করে তাঁকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন দেশের স্বনামধন্য কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন।

এরপর নড়েচড়ে বসে টিম ম্যানেজমেন্ট। গত মার্চে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিলেটে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে জাতীয় দলের হয়ে প্রথমবার খেলতে নেমেই ৬৮ রানের বিস্ফোরক ইনিংস উপহার দিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন জাকের। ৬ নম্বরে নেমে লঙ্কান বোলারদের বেধড়ক পিটিয়ে ৩৪ বলে ৪ বাউন্ডারি আর ৬ ছক্কায় সাজানো তাঁর ওই ইনিংসের পরও ৩ রানে ম্যাচটা হেরে গিয়েছিল বাংলাদেশ। অবশ্য এর আগে গত বছরের অক্টোবরে চীনের হ্যাংজুতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে বাংলাদেশের হয়ে তিনটি ম্যাচ খেলেছেন জাকের, টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর জাতীয় দল না খেললেও যে ম্যাচগুলোকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে আইসিসি।

টাইগারদের লাল-সবুজ জার্সি গায়ে শুরুটা রাজসিক হলেও এরপর ক্রমান্বয়ে হতাশ করছিলেন জাকের। টি-টোয়েন্টি দলে ফিনিশারের ভূমিকায় মোটেই চাহিদা মেটাতে পারছিলেন না। সর্বশেষ ভারত সফরেও যেমন তিন ম্যাচে আউট হয়েছিলেন ১, ৮ ও ১ রান করে। ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দলে থাকা জাকের কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ না পেলেও মিরপুরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আসে তাঁর ক্যারিয়ারের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচ শুরুর আগে তাঁর মাথায় বাংলাদেশের ১০৫ নম্বর টেস্ট ক্যাপ পরিয়ে দেন মুশফিকুর রহিম। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৪৯ ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে খেলতে নামা জাকের আলী দ্বিতীয় ইনিংসে চাপের মুখে হাফ সেঞ্চুরি করে সামর্থ্যের জানান দিয়েছেন। টি-টোয়েন্টির মতো সাদা পোশাকেও টেস্ট ক্যারিয়ারের শুরুটা তো ভালোই হলো, এরপর সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করলেই হয়।

বাংলাদেশের ১০৫ টেস্ট ক্রিকেটার...

১. আকরাম খান; ২. আল শাহরিয়ার রোকন; ৩. আমিনুল ইসলাম বুলবুল; ৪. হাবিবুল বাশার সুমন; ৫. হাসিবুল হোসেন শান্ত; ৬. খালেদ মাসুদ পাইলট; ৭. মেহরাব হোসেন অপি; ৮. মোহাম্মদ রফিক; ৯. নাঈমুর রহমান দুর্জয়; ১০. বিকাশ রঞ্জন দাশ; ১১. শাহরিয়ার হোসেন বিদ্যুৎ; ১২. জাভেদ ওমর বেলিম; ১৩. মঞ্জুরুল ইসলাম; ১৪. মোহাম্মদ শরিফ; ১৫. মুশফিকুর রহমান বাবু; ১৬. এনামুল হক মনি; ১৭. মোহাম্মদ আশরাফুল; ১৮. খালেদ মাহমুদ সুজন; ১৯. মাশরাফি বিন মুর্তজা; ২০. সানোয়ার হোসেন; ২১. ফাহিম মুনতাসির সুমিত; ২২. আলমগীর কবির; ২৩. এহসানুল হক সিজান; ২৪. হান্নান সরকার; ২৫. তালহা জুবায়ের; ২৬. অলক কাপালি; ২৭. তাপস বৈশ্য; ২৮. তুষার ইমরান; ২৯. রফিকুল ইসলাম; ৩০. আনোয়ার হোসেন; ৩১. মোহাম্মদ সেলিম; ৩২. আনোয়ার হোসেন মনির; ৩৩. রাজিন সালেহ আলম; ৩৪. এনামুল হক জুনিয়র; ৩৫. মানজারুল ইসলাম রানা; ৩৬. ফয়সাল হোসেন ডিকেন্স; ৩৭. তারেক আজিজ খান; ৩৮. নাফিস ইকবাল; ৩৯. আফতাব আহমেদ; ৪০. নাজমুল হোসেন; ৪১. মুশফিকুর রহিম; ৪২. শাহাদাত হোসেন রাজীব; ৪৩. শাহরিয়ার নাফিস; ৪৪. সৈয়দ রাসেল; ৪৫. আবদুর রাজ্জাক; ৪৬. সাকিব আল হাসান; ৪৭. মেহরাব হোসেন জুনিয়র; ৪৮. জুনায়েদ সিদ্দিক, ৪৯. সাজিদুল ইসলাম; ৫০. তামিম ইকবাল; ৫১. নাঈম ইসলাম; ৫২. মাহবুবুল আলম; ৫৩. ইমরুল কায়েস; ৫৪. রকিবুল হাসান; ৫৫. মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ; ৫৬. রুবেল হোসেন; ৫৭. শফিউল ইসলাম; ৫৮. জহুরুল ইসলাম অমি; ৫৯. রবিউল ইসলাম; ৬০. ইলিয়াস সানি; ৬১. নাসির হোসেন; ৬২. সোহরাওয়ার্দী শুভ; ৬৩. নাজিম উদ্দিন; ৬৪. সোহাগ গাজী; ৬৫. আবুল হাসান রাজু; ৬৬. এনামুল হক বিজয়; ৬৭. মমিনুল হক সৌরভ; ৬৮. জিয়াউর রহমান; ৬৯. মার্শাল আইয়ুব; ৭০. আল আমিন হোসেন; ৭১.শামসুর রহমান শুভ; ৭২. শুভাগত হোম চৌধুরী, ৭৩. তাইজুল ইসলাম; ৭৪. জুবায়ের হোসেন লিখন; ৭৫. মোহাম্মদ শহীদ; ৭৬. সৌম্য সরকার; ৭৭. লিটন কুমার দাস; ৭৮. মোস্তাফিজুর রহমান; ৭৯. কামরুল ইসলাম রাব্বি; ৮০. মেহেদী হাসান মিরাজ; ৮১. সাব্বির রহমান রুম্মন; ৮২. শুভাশীষ রায়; ৮৩. তাসকিন আহমেদ; ৮৪. নাজমুল হোসেন শান্ত; ৮৫. নুরুল হাসান সোহান; ৮৬. মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত; ৮৭. সানজামুল ইসলাম; ৮৮. আবু জায়েদ চৌধুরী রাহি; ৮৯. আরিফুল হক; ৯০. নাজমুল ইসলাম অপু; ৯১. মোহাম্মদ মিঠুন; ৯২. সৈয়দ খালেদ আহমেদ; ৯৩. নাঈম হাসান; ৯৪. সাদমান ইসলাম; ৯৫. ইবাদত হোসেন; ৯৬. সাইফ হাসান; ৯৭. শরীফুল ইসলাম; ৯৮. ইয়াসির আলী রাব্বি; ৯৯. মাহমুদুল হাসান জয়; ১০০. মোহাম্মদ নাঈম শেখ; ১০১. জাকির হাসান; ১০২. শাহাদাত হোসেন দীপু; ১০৩. নাহিদ রানা; ১০৪. হাসান মাহমুদ; ১০৫. জাকের আলী অনিক।

জিএম নর্ম অর্জনে সুখকর হলো না ফাহাদের ইউরোপ ট্যুর

মোরসালিন আহমেদ

আন্তর্জাতিকমাস্টার (আইএম) মোহাম্মদ ফাহাদ রহমানের গ্র্যান্ডমাস্টার (জিএম) নর্ম অর্জনে ইউরোপ ট্যুর খুব একটা সুখকর হলো না। দাবা অলিম্পিয়াড পরবর্তী হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে তিন তিনটি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেও তিনি কাঙ্ক্ষিত নর্ম পূরণ করতে পারেননি। ফাহাদ নর্ম অর্জনের মিশন শুরু করেছিলেন অলিম্পিয়াড দিয়ে। সেখানে মোটেও সুবিধা করতে পারেননি। এরপর সিক্স ডে বুদাপেস্টে সেপ্টেম্বর ২০২৪ গ্র্যান্ডমাস্টার্স 'এ' টুর্নামেন্টেও খুব ভালো খেলতে পারলেন না। ৮ ম্যাচে সংগ্রহ করেছিলেন মাত্র ৩ পয়েন্ট। অসুস্থতার জন্য শেষ রাউন্ডে খেলতেই পারেননি। ফলশ্রুতিতে নবম হয়েছিলেন। তবে সিক্স ডে বুদাপেস্ট টু ইয়ার্স ২০২৪ গ্র্যান্ডমাস্টার্স 'সি' ক্যাটাগরি দাবায় দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। এমনকি নর্ম অর্জনের খুব কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিলেন। কিন্তু আধা পয়েন্টের জন্য হাতের মুঠো থেকে নর্ম ফসকে যায়। যদিও শেষ পর্যন্ত শিরোপা জিতেছিলেন। ৯ ম্যাচে ৬.৫ পয়েন্ট পেয়ে এ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

সবশেষ ৫-১২ অক্টোবর ফার্স্ট সাটার ডে গ্র্যান্ডমাস্টার্স টুর্নামেন্টেও ফাহাদের নর্ম পূরণের সুযোগ ছিল। শুরুটা ভালো করতে না পারলেও ৯ রাউন্ড রবিন লিগের শেষ চার ম্যাচে লক্ষ্যে পৌছুতে তাঁর ৩.৫ পয়েন্ট দরকার ছিল। লক্ষ্যমাত্রা কঠিন হলেও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু অতিমাত্রায় ড্রয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ায় সফল হতে পারেননি। টুর্নামেন্ট শেষে তিনি ৯ ম্যাচে ৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে রানারআপের জন্য টাই করে টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে চতুর্থ হয়েছিলেন। ফাহাদ (২৪৩১) এ টুর্নামেন্টে যে তিনটি জয় পেয়েছেন সবাই ভারতীয় দাবাড়ু ছিলেন। প্রথম রাউন্ডে শ্রীআনস দাস (২৩৩৬), তৃতীয় রাউন্ডে ফিদেমাস্টার মোহাম্মদ ইমরান (২৩৯১) এবং সপ্তম রাউন্ডে ফিদেমাস্টার ওয়াগ সুয়োককে (২৩৪১) পরাজিত করেন। তবে দ্বিতীয় রাউন্ডে ভারতের ফিদেমাস্টার পানিসার বেদান্ত (২৪২০), চতুর্থ রাউন্ডের বেলারুশের গ্র্যান্ডমাস্টার কোভালেভ আন্দ্রেই (২৪১২), পঞ্চম রাউন্ডে স্বাগতিক হাঙ্গেরির গ্র্যান্ডমাস্টার বারকেজ ডেভিড (২৪০০), অষ্টম রাউন্ডে ইউক্রেনের গ্র্যান্ডমাস্টার নেভেরভ ভ্যালেরি (২৪২৩) ও স্বদেশী ফিদেমাস্টার মনন রেজা নীড়ের সঙ্গে ড্র করেন। ফাহাদ একমাত্র স্বাগতিক হাঙ্গেরির ফিদেমাস্টার ইগরেসি মেইটের (২৩৬৩) কাছে পরাজিত হন।

এদিকে ফার্স্ট সাটার ডে গ্র্যান্ডমাস্টার্স টুর্নামেন্টে মনন রেজা নীড় ৯ ম্যাচে ৪.৫ পয়েন্ট পেয়ে ষষ্ঠ হয়েছেন। এ টুর্নামেন্টে তিনি নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে না পারলেও এর আগের টুর্নামেন্টে নীড় সিক্স ডে বুদাপেস্ট টু ইয়ার্স গ্র্যান্ডমাস্টার্স টুর্নামেন্টে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে সবশেষ তৃতীয় নর্ম পূরণ করে আন্তর্জাতিকমাস্টার খেতাব লাভ করেন। হাঙ্গেরিতে ৯ ম্যাচে ৬.৫ পয়েন্ট পেয়ে এ কৃতিত্ব অর্জন করেন। তবে আধা পয়েন্টের জন্য গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম থেকে বঞ্চিত হন। অলিম্পিয়াড পরবর্তী নীড় ইউরোপ ট্যুরের শুরুতে সিক্স ডে বুদাপেস্ট সেপ্টেম্বর ২০২৪ গ্র্যান্ডমাস্টার্স 'বি' ক্যাটাগরিতে ৯ ম্যাচে ৪.৫ পয়েন্ট পেয়ে অষ্টম হয়েছিলেন। এ তিনটি টুর্নামেন্ট খেলার আগে নীড় অবশ্য অলিম্পিয়াডে খেলতে নেমে নর্ম অর্জনের চেষ্টা করেছিলেন। ইউরোপে নীড়ের এটি দ্বিতীয় ট্যুর ছিল। এর আগে তিনি নেদারল্যান্ড খেলতে গিয়েছিলেন।

অপরদিকে ফিদেমাস্টার (এফএম) তাহসিন তাজওয়ার জিয়া অলিম্পিয়াডে খুব বেশি ম্যাচ খেলতে না পারলেও পরবর্তী তিনটি টুর্নামেন্টের জন্য বুদাপেস্টে বিশেষ প্রস্তুতি নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন। কিন্তু আইএম নর্ম অর্জনে লক্ষ্যে পৌছুতে পারেননি। এমন কি নর্ম পূরণের কাছাকাছিও যেতে পারেননি। তিনি সিক্স ডে বুদাপেস্ট সেপ্টেম্বর ২০২৪ গ্র্যান্ডমাস্টার্স 'সি' ক্যাটাগরিতে ৯ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ষষ্ঠ হয়েছিলেন। এরপর সিক্স ডে বুদাপেস্ট টু ইয়ার্স ২০২৪ আন্তর্জাতিকমাস্টার্স টুর্নামেন্টেও নিজেকে মেলে ধরতে পারলেন না। ৯ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট পেয়ে পঞ্চম হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ট্যুরের শেষ আসর ফার্স্ট সাটার ডে আন্তর্জাতিকমাস্টার্স টুর্নামেন্টেও হতাশ করলেন। ৯ ম্যাচে ৪.৫ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থান লাভ করেন। অপ্রিয় হলেও সত্যি হাঙ্গেরির ট্যুরটা তাহসিনের জন্য মোটেও সুখকর ছিল না। প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারেননি।

তবে তুলনামূলকভাবে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক ভালো করেছেন নারী ফিদেমাস্টার (ডব্লিউএফএম) ওয়াদিফা আহমেদ। তিনি সিক্স ডে বুদাপেস্ট সেপ্টেম্বর ২০২৪ আন্তর্জাতিকমাস্টার্স টুর্নামেন্টে নিজেকে অন্যরূপে মেলে ধরেন। অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে ৯ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে চতুর্থ হওয়ার পাশাপাশি নারী আন্তর্জাতিকমাস্টারের (ডব্লিউআইএম) একটি নর্ম অর্জন করেন। এটি তাঁর ক্যারিয়ারের প্রথম নর্ম। এরপর তিনি সিক্স ডে বুদাপেস্ট টু ইয়ার্স ২০২৪ অনূর্ধ্ব-২২৫০ রেটিং টুর্নামেন্টে ৯ ম্যাচে ৪.৫ পয়েন্ট নিয়ে দশম হয়েছিলেন।

কিন্তু ওয়াদিফার বড় বোন নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার (ডব্লিউসিএম) ওয়ালিজা আহমেদ সিক্স ডে বুদাপেস্ট টু ইয়ার্স ২০২৪ অনূর্ধ্ব-২২৫০ রেটিং টুর্নামেন্টে ৯ ম্যাচে ৫.৫ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। তবে সিক্স ডে বুদাপেস্ট সেপ্টেম্বর ২০২৪ অনূর্ধ্ব-২২৫০ রেটিং টুর্নামেন্টে ৯ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ষষ্ঠ হয়েছিলেন। যদিও ফার্স্ট সাটার ডে অনূর্ধ্ব-২২৫০ রেটিং টুর্নামেন্টে ওয়ালিজা ৯ ম্যাচে ৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থান লাভ করেন। এ টুর্নামেন্টের আগে দুই বোন ওয়াদিফা ও ওয়ালিজা অলিম্পিয়াড থেকেও নর্ম অর্জনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু লক্ষ্যে পৌছুতে পারেননি।

উল্লেখ্য ফাহাদ, নীড়, তাহসিন, ওয়ালিজা ও ওয়াদিফাদের মতো দেশের অপর উদীয়মান দাবাড়ুরা যদি ইউরোপের বিভিন্ন টুর্নামেন্টে নিয়মিত খেলতে পারেন, খেলার সুযোগ পান তাহলে দ্রুত সময়ের মধ্যে জিএম, আইএম, ডব্লিউজিএম ও ডব্লিউআইএম নর্ম অর্জনের পাইপলাইন তৈরি হবে। কেননা এর বড় উদাহরণ এবারের হাঙ্গেরির এসব টুর্নামেন্ট। ইউরোপের এ ট্যুর থেকে নীড় সবশেষ আইএম নর্ম পেলেন। ওয়াদিফা পেলেন ক্যারিয়ারের প্রথম ডব্লিউআইএম নর্ম। কাজেই এশিয়া, ইউরোপ আর আমেরিকায় এমন চেস ট্যুর ভবিষ্যতে ঘরোয়া দাবায় নর্ম পেতে, উপাধি পেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বিডব্লিউএফ গ্র্যান্ড সামার ওপেন র‍্যাংকিং (অনূর্ধ্ব-১৯) জুনিয়র ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে সার্চ কমিটির আহ্বায়ক জোবায়দুর রহমান রানা, সাধারণ সম্পাদক মো. আলমগীর হোসেন।

অনূর্ধ্ব-১৯ সামার ব্যাডমিন্টনে সিফাতউল্লাহ ও নাসিমার ট্রেবল জয়

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

সামার ওপেন র‍্যাঙ্কিং (অনূর্ধ্ব-১৯) জুনিয়র র‍্যাঙ্কিং ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে এসএম সিফাত উল্লাহ এবং মোসাম্মৎ নাসিমা খাতুন ট্রেবল জয় করেছেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সিফাত পুরুষ একক, পুরুষ দ্বৈত ও মিশ্র দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ট্রেবল জয় করেন। অন্যদিকে সেনাবাহিনীর নাসিমা খাতুনও নারী একক, নারী দ্বৈত ও মিশ্র দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অসামান্য এক কৃতিত্ব অর্জন করেন। পুরুষ এককের ফাইনালে সিফাত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি) সিয়ামকে, পুরুষ দ্বৈতে একই দলের মাসহুদ আহমদকে সঙ্গী করে মুন্নু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের হিমাংশু শর্মা-বিশাল সিংহ জুটিকে এবং মিশ্র দ্বৈতে মুন্নু মেডিকেল কলেজের মেফকা ও এসকে পৃথাকে পরাজিত করে তিন শিরোপা জিতে ট্রেবল জয় করেন।

সিফাত উল্লাহ

মাসহুদ আহমেদ

অন্যদিকে নারী এককে নাসিমা খাতুন মুন্নু মেডিকেল কলেজের যারিন ইকবাল মোহনাকে, নারী দ্বৈতে সিনথিয়া খানম প্রিয়ন্তীকে সঙ্গী করে মুন্নু মেডিকেলের ম্যাথেনা মাধুর্য্য বিশ্বাস ও এসকে পৃথা জুটিকে এবং দ্বৈতে সিফাতকে সঙ্গী করে মুন্নু মেডিকেল কলেজের মেফতা ও এসকে পৃথাকে পরাজিত করে তিন শিরোপা জিতে ট্রেবল জয় করেন। দল হিসেবে সেনাবাহিনীর জয়জয়কার বলতে হবে। পুরুষ ও নারী বিভাগের যে পাঁচটি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে সার্ভিসেস প্রতিষ্ঠানটি সবগুলোতেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। চারটি বিভাগে মুন্নু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল রানার্সআপ হয়েছে। বাকিটিতে দ্বিতীয় হয়েছে বিকেএসপির প্রতিযোগীরা। বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের আয়োজনে এবারের আসরটি 'বিডব্লিউএফ গ্র্যান্ড সামার ওপেন র‍্যাঙ্কিং জুনিয়র ব্যাডমিন্টন' প্রতিযোগিতা নামে কোর্টে গড়িয়েছিল।

সাম্প্রতিক সময়ে সংস্কার ইস্যুতে হাতেগোনা যে দু'একটা ফেডারেশন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে, তাদের মধ্যে ব্যাডমিন্টন অন্যতম। তেমনই এক আয়োজন ছিল ব্যাডমিন্টনের 'বিডব্লিইএফ সামার র‍্যাঙ্কিং (অনূর্ধ্ব-১৯)' প্রতিযোগিতা। কিন্তু এ আয়োজন ঘিরে নানা বিতর্কের মধ্যে জটিলতার সূত্রপাত অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের বয়স নির্ধারণ নিয়ে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ৩০০'র অধিক শাটলার নিবন্ধন করলেও মেডিকেল টেস্টের জন্য নির্ধারিত প্রথম দিন ৫০ জন হাজির হয়েছিলেন।

এক নজরে ফলাফল

ইভেন্টের নাম	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
পুরুষ একক	এসএম সিফাত উল্লাহ (সেনাবাহিনী)	মোহাম্মদ সিয়াম (বিকেএসপি)
নারী একক (সেনাবাহিনী)	নাসিমা খাতুন (মন্নু মেডিকেল)	যারিন ইকবাল মোহনা
পুরুষ দ্বৈত	সিফাতউল্লা-মাসহুদ আহমেদ (সেনাবাহিনী)	হিমাংশু শর্মা-বিশাল সিংহ (মুন্নু মেডিকেল)
নারী দ্বৈত	নাসিমা খাতুন-সিনথিয়া খানম প্রিয়ন্তী (সেনাবাহিনী)	ম্যাথেনা মাধুর্য্য বিশ্বাস ও এসকে পৃথা (মুন্নু মেডিকেল)
মিশ্র দ্বৈত	সিফাত উল্লাহ-নাসিমা খাতুন (সেনাবাহিনী)	মেফতা ও এসকে পৃথা (মন্নু মেডিকেল)

এবারের জাতীয় লিগের প্রথম সেঞ্চুরি এসেছে তানজিদ হাসান তামিমের ব্যাট থেকে

জাতীয় ক্রিকেট লিগের শুরুতে তরুণদের জয়জয়কার

মো. মুলতানুর রহমান

চার ভেন্যুতে একযোগে মাঠে গড়িয়েছে দেশের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের ঐতিহ্যবাহী আসর জাতীয় ক্রিকেট লিগ। বরাবরের মতো ৮টি বিভাগীয় দল নিয়ে শুরু হওয়া এনসিএলের ২৬তম আসরের প্রথম রাউন্ডে জয়ের মুখ দেখেছে ঢাকা মহানগর ও রংপুর বিভাগ। সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামের অ্যাকাডেমি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বরিশাল বিভাগকে ৮ উইকেটে হারায় ঢাকা মহানগর। বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে চট্টগ্রাম বিভাগকে ইনিংস ও ৮১ রানের ব্যবধানে পরাজিত করে রংপুর। অন্যদিকে খুলনার শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামে সিলেট বিভাগ ও ঢাকা বিভাগ এবং সিলেট ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে রাজশাহী বিভাগ ও খুলনা বিভাগের মধ্যকার ম্যাচ দু'টি ড্র হয়। অবশ্য গতবারের চ্যাম্পিয়ন ঢাকা ও রানার্সআপ সিলেটের ম্যাচের প্রথমদিন বৃষ্টির কারণে একটি বলও মাঠে গড়ায়নি। ম্যাচের ফল ছাপিয়ে প্রথম রাউন্ডে দেখা গেছে তরুণরাই দারুণ পারফর্ম করেছেন।

গত দুই মৌসুম পৃষ্ঠপোষক ছাড়াই জাতীয় ক্রিকেট লিগ আয়োজন করেছিল বিসিবি। এবার মধুমতি ব্যাংক হয়েছে এনসিএলের স্পন্সর। জানা গেছে, দুই কোটি টাকা দিয়ে ২৬তম আসরের স্পনসরশিপ কিনে নিয়েছে মধুমতি ব্যাংক। প্রথম স্তর ও দ্বিতীয় স্তর, কয়েক মৌসুম ধরে দ্বি-স্তর পদ্ধতিতে জাতীয় লিগ আয়োজিত হলেও এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্তর ছাড়াই। সিঙ্গেল লিগ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী ৮ দল প্রত্যেকে একে অন্যের মোকাবেলা করবে এবং সর্বোচ্চ পয়েন্ট অর্জনকারী দল চ্যাম্পিয়ন হবে। সূচি অনুযায়ী, এনসিএলের সপ্তম তথা শেষ রাউন্ড শুরু হবে আগামী ৩০ নভেম্বর। চার দিনের ম্যাচের এই প্রতিযোগিতার পর এই আট দল নিয়েই ডিসেম্বরে বিপিএলের আগে মাঠে গড়াবে জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি, যে টুর্নামেন্টের পৃষ্ঠপোষক টি-স্পোর্টস। এ ছাড়া এবার ঢাকা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ লিগের স্পন্সর করবে মেঘনা ব্যাংক। বিসিবি পরিচালক নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেছেন, এবার জাতীয় লিগের প্রতি সর্বোচ্চ মনোযোগই দেবেন তাঁরা।

প্রথম সেঞ্চুরিয়ান তানজিদ

জাতীয় দলের হয়ে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে অনেকগুলো ম্যাচ খেলার পরও প্রত্যাশিত পারফর্ম করতে পারছেন না তানজিদ হাসান তামিম। ২০২০ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী বাংলাদেশ যুব দলের এই বাঁহাতি ওপেনারের ব্যাট থেকে এসেছে এবারের জাতীয় লিগের প্রথম সেঞ্চুরি। রাজশাহী বিভাগের হয়ে খেলা তানজিদ তামিম উদ্বোধনী দিনেই সিলেট স্টেডিয়ামে খুলনা বিভাগের বিপক্ষে খেলেন ১৩৩ বলে ১৪১ রানের দুর্দান্ত একটি ইনিংস। আল-আমিন হোসেনের করা প্রথম বলটি তাঁর ব্যাট ছুঁয়ে গেলেও তৃতীয় স্লিপে ক্যাচ নিতে পারেননি শেখ মেহেদী হাসান। প্রথম বলে 'জীবন' পাওয়া তানজিদ সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তুলে নেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজের চতুর্থ সেঞ্চুরি।

অভিষেকে ম্যাচসেরা রিজওয়ান

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের গত ব্যাচ থেকে উঠে এসেছেন চৌধুরী মোহাম্মদ রিজওয়ান। টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান এবং ডানহাতি পেসার- অলরাউন্ডার হিসেবে দারুণ সম্ভাবনাময় মনে করা হচ্ছে তাঁকে। পঞ্চগড়ের ছেলে রিজওয়ান এবারই প্রথম সুযোগ পেয়েছেন জাতীয় ক্রিকেট লিগে রংপুর বিভাগীয় দলে। বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে চট্টগ্রাম বিভাগের বিপক্ষে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেকেই পেয়েছেন দারুণ সাফল্যের দেখা। প্রথম ইনিংসে ওপেনিং করতে নেমে রিজওয়ান করেছিলেন ৪৭ বলে ২২ রান। এরপর বল হাতে দেখান চমক! ৪ ওভার বোলিং করে ৩ মেডেন নিয়ে মাত্র ১ রান খরচ করে তুলে নেন ২ উইকেট। ফলোঅনে পড়া চট্টগ্রামকে দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৮৯ রানে গুটিয়ে দেওয়ার পথে রিজওয়ান ৮ ওভারে ১৯ রান দিয়ে ২ উইকেট দখল করেন। ব্যাটে-বলে নৈপুণ্য প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেকেই ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন রিজওয়ান।

অভিষেক ম্যাচেই ৮ উইকেট নিয়েছেন অফস্পিনার আশরাফুল ইসলাম সিয়াম

ব্যাটে-বলে অলরাউন্ডিং নৈপুণ্যে ম্যাচসেরার পুরস্কার পান চৌধুরী মোহাম্মদ রিজওয়ান

উপেক্ষিত সেই আশরাফুল

বরিশাল বিভাগকে ৮ উইকেটে হারানোর ম্যাচে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছেন ঢাকা মেট্রোর অফস্পিনার আশরাফুল ইসলাম সিয়াম। সিলেট স্টেডিয়ামের অ্যাকাডেমি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে দুই ইনিংস মিলিয়ে ৮ উইকেট (১৯.৫-৩-৭৩-৫ ও ১৯.১-৩-৫৯-৩) নিয়ে দলের জয়ে বড় অবদান রাখা ২১ বছর বয়সী আশরাফুলের এটিই ছিল প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচ। সাদা পোশাকে জীবনের প্রথম ম্যাচেই বাজিমাত করলেন নোয়াখালী থেকে উঠে আসা এই তরুণ। ২০২০ সালে যুব বিশ্বকাপজয়ী বাংলাদেশ ব্যাচের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ খেললেও পরে বিশ্বকাপে জায়গা হয়নি আশরাফুলের, এমনকি কয়েকটি দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেললেও খেলা হয়নি পরের যুব বিশ্বকাপও। এরপর তিন বছর কাটিয়েছেন স্রেফ নেট বোলার হিসেবে। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, অনেক চেষ্টা করেও ঢাকা লিগে একটা টিম জোটেনি! শেষমেশ গত মৌসুমে প্রথম বিভাগে সুযোগ পান এবং খেলাঘরের হয়ে মোটামুটি পারফরম্যান্স করেন। এবার শুরুতে জাতীয় লিগের ক্যাম্পে জায়গা হয়নি তাঁর। পরবর্তীতে কোচ মিজানুর রহমান বাবুল ঢাকা মেট্রোর ক্যাম্পে ডাকেন আশরাফুলকে, অনুশীলন করান। ওপেনার মাহফিজুল ইসলাম রবিনের ইনজুরিতে শেষ মুহূর্তে স্কোয়াডে সুযোগ পেয়ে ফার্স্ট ক্লাশ ম্যাচে ডেব্যুতেই হয়েছেন ম্যাচসেরা।

আইচ মোল্লার প্রথম সেঞ্চুরি

বাংলাদেশের উদীয়মান ব্যাটসম্যানদের একজন আইচ মোল্লা। বছর দুয়েক আগেও ছিলেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ব্যাটিংয়ের প্রধান ভরসা। বয়সভিত্তিক ক্রিকেটের পাঠ পেরিয়ে ২০২২ সালে তাঁর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল। লঙ্গার ভার্সনে দশম ম্যাচে এসে এবার পেয়েছেন ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরির দেখা। এবারের এনসিএলে ঢাকা মহানগরের হয়ে খেলা আইচ মোল্লা বরিশাল বিভাগের বিপক্ষে সিলেট মাঠে প্রথম রাউন্ডের প্রথম ইনিংসে করেন ১২২ রান। ওয়ানডাউনে নেমে খেলা তাঁর ২৫০ বলের ইনিংসে ছিল ১৫টি বাউন্ডারি ও একটি ছক্কার মার।

মাহিদুল ইসলামের সেঞ্চুরি

বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে কয়েক বছর ধরে বেশ আলোচিত নাম মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। ২৫ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানকে বিসিবি এইচপি ও বাংলাদেশ 'এ' দলে সুযোগ দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবার জাতীয় লিগের প্রথম রাউন্ডেই সেঞ্চুরি এসেছে ঢাকা বিভাগের হয়ে খেলা মাহিদুলের ব্যাট থেকে। সিলেটের বিপক্ষে খুলনা শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামে একমাত্র ইনিংসে ২৩৩ বলে ১১৮ রানের দারুণ একটি ইনিংস খেলেন তিনি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এটি তাঁর তৃতীয় সেঞ্চুরি। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটিতে ফল আসেনি। তবে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের অ্যাওয়ার্ড ওঠে মাহিদুলের হাতে।

আক্ষেপ মেটালেন সাব্বির

ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের (ডিপিএল) গত আসরে আবাহনীর হয়ে দুই ম্যাচে নার্ভাস নাইনটিজের শিকার হয়েছিলেন সাব্বির হোসেন। ২৭ বছর বয়সী ডানহাতি এই ওপেনার মোহামেডানের বিপক্ষে ৯১ রানে আউট হয়েছিলেন এবং গাজী টাইগার্সের বিপক্ষে করেন ৯৮। ৮ ম্যাচে ৩০৭ রান করলেও সেঞ্চুরির আক্ষেপ ছিল তাঁর। এবার জাতীয় লিগে রাজশাহী বিভাগের হয়ে খেলতে নেমেই তুলে নিয়েছেন সেঞ্চুরি। খুলনা বিভাগের বিপক্ষে সিলেট মাঠে ওপেনিং করতে নেমে প্রথম ইনিংসে ১৮ রানে আউট হওয়া সাব্বির দ্বিতীয় ইনিংসে করেন ঠিক ১৫০ রান। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্বিতীয় শতক এবং ক্যারিয়ারসেরা ইনিংসটি খেলেছেন ওয়ানডে স্টাইলে, ১৩৯ বলে ১৩ বাউন্ডারি ও ৬টি ছক্কার সাহায্যে। রাজশাহী ও খুলনার মধ্যকার ম্যাচটি ড্র হলেও ম্যাচসেরা খেলোয়াড় বিবেচিত হন সাব্বির হোসেন।

রান পেলেন সৌম্য

চন্ডিকা হাথুরুসিংহের 'প্রিয়পাত্র' হিসেবেই জাতীয় দলে সুযোগ পেতেন সৌম্য সরকার, এমন কথা বেশ প্রচলিত রয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটে। সম্প্রতি হাথুরুকে বরখাস্ত করেছে বিসিবি, এখন তাহলে সৌম্যর কী হবে? কী আর হবে, পারফর্ম করতে হবে! অবশ্য অনেকদিন জাতীয় দলের বাইরে থাকা এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান এবার জাতীয় লিগের শুরুতেই রান পেয়েছেন। খুলনা বিভাগের হয়ে খেলা সৌম্য রাজশাহীর বিপক্ষে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ওপেনিংয়ে নেমে ১৭ রানে আউট হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে করেছেন ১১৬ বলে ৮৯ রান এবং অমিত মজুমদারের (৮৭) সঙ্গে মিলে গড়েছেন ১৩৬ রানের পার্টনারশিপ। সিলেটের মাঠে মাত্র ১১ রানের জন্য প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজের ষষ্ঠ সেঞ্চুরি বঞ্চিত হয়েছেন একত্রিশ বছর বয়সী সৌম্য।

বিরল আউট মার্শাল

মুশফিকুর রহিমের পর এবার মার্শাল আইয়ুব। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড' আউট হওয়া বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানের সংখ্যা এখন ২। সিলেট অ্যাকাডেমি গ্রাউন্ডে বরিশালের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আউট হয়েছেন ঢাকা মহানগরের অধিনায়ক মার্শাল আইয়ুব। অবশ্য এর আগেই পেয়েছেন সেঞ্চুরি (১৯৯ বলে ১২৭), যা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর ২৫তম। ৩৫ বছর বয়সী এই ডানহাতি ব্যাটসম্যানকে রানআউট করতে কাভার ফিল্ডারের ছোড়া বল ইচ্ছাকৃতভাবে গায়ে লাগিয়েছেন বলে মনে হয়েছে আম্পায়ারের। বরিশালের ফিল্ডারদেরও তা মনে হয়েছিল বলেই আবেদন করেছিলেন তাঁরা, এজন্য দেওয়া হয় অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আউট। এর আগে টেস্ট ইতিহাসের দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে মুশফিক অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আউট হয়েছিলেন ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মিরপুর টেস্টে। হাত দিয়ে বল ঠেকিয়েছিলেন তিনি, আগের নিয়মে যা হ্যান্ডলড দ্য বল আউট হতো। ২০১৭ সালে এমসিসি হ্যান্ডলড দ্য বল আউটকে অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আউটের অন্তর্ভুক্ত করে।

লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে এভাবে আউট হওয়া বাংলাদেশের ব্যাটসম্যান সংখ্যা ৪। ২০০১-০২ ও ২০০২-০৩ মৌসুমে জাতীয় লিগের ওয়ানডে ফরম্যাটে মাহবুব আলম ও নুরুজ্জামান, ২০১৯-২০ মৌসুমে বাংলাদেশ 'এ' দলের হয়ে মোহাম্মদ নাঈম এবং ২০২৩-২৪ মৌসুমের ডিপিএলে কাজী অনীক এভাবে আউট হয়েছেন। এ ছাড়া স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে ইয়াসিন আরাফাত ও নুরুল হাসান সোহান অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আউট হয়েছেন ২০২১ সালের ডিপিএল টি-টোয়েন্টিতে।

আকবর আলীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ 'এ' দল ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপে প্রত্যাশা মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে

ক্রিকেট প্রতিবেদন

ইমার্জিং টিম এশিয়া কাপে হতাশ করেছে বাংলাদেশ

মো. মুলতানুর রহমান

ওমানে শক্তিশালী দল পাঠিয়েও সাফল্যের মুখ দেখলো না বাংলাদেশ। ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপে চরমভাবে হতাশ করেছে আকবর আলী বাহিনী। অপেক্ষাকৃত দুর্বল হংকংয়ের বিপক্ষে জয় দিয়ে শুরু করলেও এরপর আফগানিস্তান 'এ' এবং শ্রীলঙ্কা 'এ' দলের বিপক্ষে পরপর দুই ম্যাচ হেরে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায়ঘণ্টা বেজে যায় বাংলাদেশ 'এ' দলের। টুর্নামেন্টের আগের পাঁচ আসরের মধ্যে কেবল একবারই গ্রুপ পর্ব থেকে বাংলাদেশ বাদ পড়েছিল। সেটি ২০১৩ সালের উদ্বোধনী আসরের কথা। পরবর্তীতে তিনবার সেমিফাইনাল এবং একবার ফাইনাল খেলা বাংলাদেশ এবার এতটা বাজে ফল উপহার দেবে ভাবাই যায়নি। ওয়ানডে থেকে এই প্রথম টি-টোয়েন্টি সংস্করণে ইমার্জিং এশিয়া কাপ আয়োজিত হতেই বেরিয়ে পড়েছে বাংলাদেশের 'কঙ্কাল'! আগের মতো পঞ্চাশ ওভারের খেলা হলে হয়তো বা এতটা শোচনীয় দশা হতো না। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বাংলাদেশ যে এখনো 'শিশু' পর্যায়েরই দল রয়ে গেছে, সেটার প্রমাণ মিললো আরও একবার। নামেই 'ইমার্জিং কাপ'। টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর 'এ' দলের খেলার সুযোগ থাকায় অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক আকবর আলীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সাজিয়েছিল শক্তিশালী দল, যাঁদের বেশিরভাগেরই ছিল আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা। কিন্তু তাতে লাভটা কী হলো? আবু হায়দার রনি, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, শামীম পাটোয়ারি, নাঈম শেখরা কেবল ব্যর্থতার বোঝাই ভারী করেছেন। এরচেয়ে একেবারে তারুণ্য নির্ভর দল পাঠালে তাঁরা ব্যর্থ হলেও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সমর্থ হতো যা ভবিষ্যতে নিশ্চয় কাজে লাগতে পারতো। জাতীয় দলের বাইরে বাংলাদেশের মানসম্মত খেলোয়াড়ের অভাব কতটা প্রকট এবং সুযোগের অপব্যবহার কীভাবে করেন আমাদের খেলোয়াড়রা-তা আরেকবার দেখা গেল ইমার্জিং কাপে। অথচ অন্য দলগুলো এ ধরণের টুর্নামেন্টে প্রতিভাবানদের খেলিয়ে ঠিকই ভবিষ্যতের তারকা বের করে আনছে। আফগানিস্তানের কথাই ধরুন। ৫৫ বলে অপরাজিত ৯৫ রানের ইনিংস খেলে বাংলাদেশ 'এ' দলকে প্রায় একাই হারিয়ে দেওয়া সেদিকউল্লাহ অটল পুরো টুর্নামেন্ট মাতিয়ে নজর কেড়েছেন। ২৩ বছর বয়সী বাঁহাতি বিধ্বংসী ওপেনার পুরস্কার হিসেবে শারজায় অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের দলে প্রথমবার আফগানিস্তান জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন।

বাঁহাতি ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন তিন ম্যাচেই ভালো ব্যাটিং করেছেন

দুর্দান্ত বোলিং করে প্রথম ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হন তরুণ ডানহাতি পেসার রিপন মন্ডল

আইসিসির সহযোগী সদস্যদেশ হংকংয়ের বিপক্ষে প্রত্যাশিত জয়ে রাঙানো শুরু করেছিল বাংলাদেশ। যদিও ১০ বল আগে ৫ উইকেট হাতে রেখে জিতেছে আকবর আলীর দল, কিন্তু একটা পর্যায়ে খানিকটা শঙ্কাও জেগেছিল। টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিং করা হংকং বাবর হায়াতের ৬১ বলে ৮৫ ও অধিনায়ক নিজাকাত খানের ২০ বলে ২৫ রানের ওপর ভর করে ২০ ওভার শেষে সংগ্রহ করে ৮ উইকেটে ১৫০ রান। তরুণ ডানহাতি পেসার রিপন মন্ডল ৪ ওভারে ২৪ রান দিয়ে একাই শিকার করেন ৪ উইকেট। এ ছাড়া অন্য চার বোলার আবু হায়দার রনি, রেজাউর রহমান রাজা, রাকিবুল হাসান ও মাহফুজুর রহমান রাব্বি ১টি করে উইকেট পান। রান তাড়া করতে নেমে ৫৫ রানের মাথায় প্রথম তিন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়া বাংলাদেশকে উদ্ধার করে চতুর্থ উইকেট জুটি। ২২ বলে ব্যক্তিগত ২৯ রান করে তাওহিদ হৃদয়ের আউটে ৫৪ রানের জুটি ভাঙে। মূলত আকবর আলীর ৪৫ রানই বাংলাদেশকে রাখে কক্ষপথে। অধিনায়কের ২৪ বলের ঝড়ো ইনিংসে ছিল ৪টি চার ও ৩টি ছক্কার মার। শামীম পাটোয়ারি ১৫ বলে ১৯ ও মাহফুজুর রহমান রাব্বি ৮ বলে ৮ রানে অপরাজিত ছিলেন। হংকংয়ের অফস্পিনার এহসান খান ১২ রানে ৩ উইকেট নিলেও দলের পরাজয় রুখতে পারেননি। ১৮.২ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ পৌঁছে যায় জয়ের বন্দরে। দুর্দান্ত বল করা পেসার রিপন মন্ডল পান প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার।

আফগানিস্তান 'এ' দলের

অভিজ্ঞ পেসার আবু হায়দার রনি প্রত্যেক ম্যাচেই খরুচে বোলিং করে দলের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন

সঙ্গে দ্বিতীয় ম্যাচে শুরুতে ব্যাটিংয়ে নেমে বাংলাদেশ 'এ' দল স্কোরবোর্ডে জমা করে ৪ উইকেটে ১৬৪ রান। ৩২ বলে ৫৪ রানের ইনিংস খেলেন বাঁহাতি ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহিদ হৃদয়ের ব্যাট থেকে আসে ৩১ বলে হার না মানা ৪২ এবং শামীম পাটোয়ারি অপরাজিত ছিলেন ২৪ বলে ৩৮ রান করে। ৯৪ রানের মাথায় ৪ উইকেট পতনের পর পঞ্চম উইকেটে হৃদয় ও শামীমের মধ্যকার ৪৫ বলে অবিচ্ছিন্ন ৭০ রানের জুটিতেই মূলত বাংলাদেশের স্কোর সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু সেটিও যে জয়ের জন্য যথেষ্ট হবে না, তখন তা কে জানতো! বিলাল সামি, কায়েস আহমেদ, করিম জানাত ও শরাফউদ্দিন আশরাফ প্রত্যেকেই দখল করেন ১টি করে উইকেট। জবাবে ১৯.১ ওভারে ৪ উইকেটের জয় নিশ্চিত করে আফগানিস্তান। বাংলাদেশের বোলাররা আফগান ব্যাটসম্যানদের মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে রাখেন, একমাত্র সেদিকউল্লাহ অটল ছাড়া! তরুণ এই বাঁহাতি ওপেনার একাই ম্যাচটা বের করে নিয়ে যান। তাঁর ৫৫ বলে অপরাজিত ৯৫ রানের বিস্ফোরক ইনিংসে ছিল ৯টি চার ও ৫টি ছক্কার মার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৯ রান করেন শহীদউল্লাহ, তাও আবার ২২ বলে এবং জুবায়েদ আকবরি ১৬। সেদিকউল্লাহর তান্ডবে দিশেহারা হয়ে যান বাংলাদেশের বোলাররা এবং ফিল্ডাররা তাঁর একাধিক ক্যাচও ছেড়েছেন। অন্যপ্রান্তে উইকেট গেলেও সেদিকউল্লাহ সমানতালে পিটিয়ে গেছেন এবং খুব স্বাভাবিকভাবে ম্যাচসেরা হয়েছেন। বাংলাদেশের রিপন মন্ডল ও আলিস আল ইসলাম ২টি করে এবং আবু হায়দার ও শামীম পাটোয়ারি ১টি করে উইকেট লাভ করেন।

সেমিফাইনালের টিকিট পেতে উভয় দলের জয়ের কোনো বিকল্প নেই। শ্রীলঙ্কা 'এ' দলের বিপক্ষে আকবর আলীদের তৃতীয় ম্যাচটি পরিণত হয়েছিল অঘোষিত কোয়ার্টার ফাইনালে। সেখানে লঙ্কানদের সঙ্গে সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি বাংলাদেশ 'এ' দল। টস জিতে ব্যাটিং বেছে নেওয়া শ্রীলঙ্কা 'এ' দল ৭ উইকেট হারিয়ে করতে পেরেছিল ১৬১ রান। যেখানে পবন রত্নায়েকের ২৬ বলে ৪২, ওপেনার লাহিরু উদারার ২১ বলে ৩৫ ও সাহান আরাচিগের ২৫ বলে ৩০ রান ছিল উল্লেখযোগ্য। দুই পেসার রিপন মন্ডল ও রেজাউর রহমান রাজা তুলে নেন ২টি করে উইকেট এবং ১টি করে উইকেট পান সাইফ হাসান ও মাহফুজুর রহমান রাব্বি। রান তাড়ায় বাংলাদেশের শুরুটা ছিল দুর্দান্ত। মাত্র ১০ বলে ২৪ রানের ছোট একটা ঝড় তুলে দলকে এগিয়ে দিয়ে আউট হন ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন। পাওয়ার প্লে'র প্রথম ৬ ওভার শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ দাঁড়ায় ১ উইকেটে ৫৯ রান। অবশ্য পেশিতে টান পাওয়ায় ষষ্ঠ ওভারের একেবারে শেষ বলে রিটায়ার করেন সাইফ হাসান (২০ বলে ২৯)। আগের দুই ম্যাচে সুবিধা করতে না পারা জিসান আলমকে বসিয়ে একাদশে নেওয়া হয় নাঈম শেখকে এবং জিসানের জায়গায় ওপেনিং করেন সাইফ। টি-টোয়েন্টির চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে বরাবরই প্রশ্নবিদ্ধ নাঈম শেখ এদিন ওয়ানডাউনে নেমে দলকে ডোবানোর কাজটা করেন সূচারুভাবে! বাঁহাতি এই ব্যাটারের স্বভাবসুলভ ধীরগতির ব্যাটিংয়ে খেলার মোমেন্টাম হারিয়ে বিপদে পড়ে বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত ১৫ বলে বাউন্ডারি বিহীন ৮ রানের কুৎসিত একটা ইনিংস খেলে আউট হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন নাঈম শেখ! অধিনায়ক আকবর আলী (৯) উইকেটে এসে ছটফট করে তুলে মারতে গিয়ে হয়ে যান ক্যাচ। এরপর যাঁদের ওপর আশা ছিল, সেই শামীম পাটোয়ারী (৪) ও তাওহিদ হৃদয়ও (১২) বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। ৫৯/১ থেকে দেখতে না দেখতে বাংলাদেশ পরিণত হয় ৯৫/৫-এ! তখন হার ছিল কেবলই আনুষ্ঠানিকতা। এরপর ২৫ বলে ৩৮ রানের ইনিংস খেলে মূলত পেসার আবু হায়দার রনি লড়াইয়ের ক্ষীণ সম্ভাবনা জাগালেও তা পরাজয়ের ব্যবধান কমানো ছাড়া কাজে লাগেনি। শেষ দিকে সাইফ হাসান পুনরায় মাঠে নামার জন্য বাউন্ডারির বাইরে ছটফট করলেও তাঁর আর উইকেটে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। ৭ উইকেটে ১৪২ পর্যন্ত গিয়ে বাংলাদেশ ম্যাচটা হেরে বসে ১৯ রানের ব্যবধানে। ৪ ওভারে ২৩ রান খরচে ৩ উইকেট শিকার করা লঙ্কান লেগ স্পিনার দুশান হেমন্তর হাতে ওঠে ম্যাচসেরার অ্যাওয়ার্ড। কর্মসূত্রে ওমানে বসবাস করা প্রচুর প্রবাসী বাংলাদেশিরা দল বেঁধে আল আমেরাত ক্রিকেট গ্রাউন্ডে এলেও দলের জোড়া হারে তাঁদেরকে ঘরে ফিরতে হয় মন খারাপ করে।

'রান মেশিন' রনি!

ইমার্জিং কাপে বল হাতে বাংলাদেশকে ডোবানোর কাজটা নিয়মিতই করেছেন আবু হায়দার রনি! হংয়ের বিপক্ষে ৪-০-৪৪-১, আফগানিস্তান 'এ' দলের বিপক্ষে ৩.১-০-৩৭-১ এবং শ্রীলঙ্কা 'এ' দলের বিপক্ষে ৩-০-৩১-০; অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে তিন ম্যাচেই দলের সবচেয়ে খরুচে বোলার ছিলেন তিনি! ডানহাতি এই পেসারের বয়স ২৯ ছুঁতে চলেছে। ২০১৫ বিপিএল মাতানো আবু হায়দারের টি-টোয়েন্টি দিয়ে জাতীয় দলে অভিষেক ২০১৬ সালে, খেলেছেন ওই বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও। পরের বছর হয় ওয়ানডে ডেব্যু। প্রায় নয় বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে খেলেছেন ১৩টি টি-টোয়েন্টি (৫৫.০০ গড়ে ৬ উইকেট) ও ২টি ওয়ানডে (২৯.৬৬ গড়ে ৩ উইকেট) ম্যাচ, কিন্তু পারফরম্যান্স বলার মতো নয়। এত বছরেও এখনো লাইন, লেন্থ ঠিক করে বোলিং করা শিখে উঠতে পারেননি, তবুও 'ইমার্জিং' দলে সুযোগ পান আবু হায়দার! শেষ ম্যাচে ব্যাট হাতে ২৫ বলে ৩৮ রান করেছেন ঠিক আছে, কিন্তু মূল কাজ যেটা সেই বোলিংয়ে যে ৬১ বলে দিয়েছেন ১১২ রান!

ওদিকে সম্প্রতি ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের তিন ম্যাচেই চরম ব্যর্থ হওয়া পারভেজ হোসেন ইমন ইমার্জিং কাপে অবশ্য বেশ ভালোই করেছেন। ২৬ বলে ২৮, ৩২ বলে ৫৪ ও ১০ বলে ২৪- বাঁহাতি এই ওপেনার ছিলেন দারুণ ধারাবাহিক এবং প্রত্যেক ম্যাচেই শুরুতে দলের স্কোরকার্ড দ্রুত ছোটাতে চেষ্টা করেছেন।

এক নজরে বাংলাদেশ 'এ' দলের ৩টি ম্যাচ...

ম্যাচ শুরুতে ব্যাটিং

পরে ব্যাটিং ফল

ম্যাচসেরা খেলোয়াড়

প্রথম

হংকং ১৫০/৮ (২০)

বাংলাদেশ 'এ' ১৫১/৫ (১৮.২) বাংলাদেশ 'এ' ৫ উইকেটে জয়ী

রিপন মন্ডল

দ্বিতীয়

বাংলাদেশ 'এ' ১৬৪/৪ (২০) আফগানিস্তান 'এ' ১৬৫/৬(১৯.১)

আফগানিস্তান 'এ' ৪ উইকেটে জয়ী সেদিকউল্লাহ অটল

তৃতীয়

শ্রীলঙ্কা 'এ' ১৬১/৭ (২০)

বাংলাদেশ 'এ' ১৪২/৭ (২০)

শ্রীলঙ্কা 'এ' দল ১৯ রানে জয়ী দুশান হেমন্ত

কোন পথে হিমালয়কন্যা নেপালের ফুটবল?

ওমর ফারুক রুবেল, নেপাল থেকে

একসময় ফুটবলই প্রাণ ছিল নেপালে। খেলা হলে দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে ঢল নামত দর্শকের। ফুটবলারদের ক্রেজ ছিল তুঙ্গে। রাস্তায় বের হলে ফুটবলারদের একনজর দেখার জন্য লাইন দিতেন সমর্থকেরা। অল নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (আনফা) ওয়েবসাইটে চলছে বিশ্বখ্যাত বিমান সংস্থা কাতার এয়ারওয়েজের বিজ্ঞাপন। অথচ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) ওয়েবসাইটে নেই কোনো বিজ্ঞাপন। সুপার লীগ, ন্যাশনাল লীগও নিয়ামিত আয়োজন করত আনফা। অথচ আজ নেপাল ফুটবলের এই সংস্থাটি হতাশ। অর্থসংকটে ভুগছেন দেশের ফুটবলাররা। ফুটবলের প্রতি অনিহা থেকেই সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় তাঁরা পাড়ি জমাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়া কিংবা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে।

নেপাল জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক সুজাল শ্রেষ্ঠা, ডিফেন্ডার রঞ্জিত ধীমাল, বিকাশ খাওয়াজ, রঞ্জন বিসতা, মিডফিল্ডার বিশাল রায়, বিমল ঘাটতি মাগার, দীনেশ রাজবংশী, সুমন আরিয়াল, মিকচেন তামাং, হেমন্ত থাপা মাগার, নীতিন থাপা, তেজ তামাং, অভিষেক রিজাল, দীপক সিং ঠাকুরি, বিমল রানা, রেজিন সুব্বাহ, পুজান উপারকতি, নিশান খাড়কা, রবি পাসওনসহ ৫০ ফুটবলার এখন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী। নেপাল জাতীয় দলে এখন সাকুল্যে সিনিয়র ফুটবলার রয়েছেন মাত্র ৩ জন। এরা হলেন-গোলরক্ষক কিরণ লিম্বু, অঞ্জন বিস্তা ও অনন্ত তামাং।

২০২৩ সালে 'এ' ডিভিশনে ওঠা ক্লাব চার্চ বয়েজের সঙ্গে চুক্তি করেন ডিফেন্ডার দীনেশ রাজবংশী ও মিডফিল্ডার তেজ তামাং। দুজনই এক সময় বড় স্বপ্ন দেখতেন নেপালের ফুটবল নিয়ে। পাঁচ বছর ধরে জাতীয় দলের নিয়মিত মুখ দীনেশ ও তেজ তামাং। এই দুজনকে দলে নাম লিখিয়ে লিগে বড় সাফল্য পেতে চেয়েছিলেন চার্চ বয়েজে। এর আগে দুই ফুটবলারই খেলতেন নেপালের অন্যতম বিখ্যাত ক্লাব মানাং মার্সিয়াংদিতে। দুজনের বেতন ছিল মাসে এক লাখ নেপালি রুপি করে। কিন্তু চার্চ বয়েজ যখন ঘোষণা দিল পরের মৌসুমে দীনেশ ও তেজ খেলবে তাদের ক্লাবে, কিছুদিনের মধ্যে দুজনই অস্ট্রেলিয়ার বিমানে চেপে বসেন। একই দিনে ডিফেন্ডার গৌতম শ্রেষ্ঠাও অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে কাঠমান্ডু ছাড়েন। এর কিছুদিন বাদে মিডফিল্ডার নিতিন থাপা ও স্ট্রাইকার অঞ্জন বিসতাও নেপাল ছাড়েন। অথচ নিতিন থাপা সানকাতা ক্লাবে, গৌতম শ্রেষ্ঠা খুমাতলা ক্লাবে ও অঞ্জন বিসতা নিউ রোড ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেছিলেন।

২০১৬ সালে ক্যারিয়ারের তুঙ্গে ছিলেন জগজিত শ্রেষ্ঠা। ওই সময় তিনি নেপাল ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান। তার দেখাদেখি সুলাম মাসকে, হেমান গুরুং ও অ্যালান নিউপানেও পরবর্তী সময়ে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমান। যখন এই ফুটবলাররা অস্ট্রেলিয়ায় অর্থ উপার্জন শুরু করেন, তাদের দেখাদেখি আরও অনেকে আগ্রহী হয়ে ওঠেন সুন্দর ভবিষ্যতের আশায়। ২০১৯ সালে নেপাল এসএ গেমসে ফুটবলের পুরুষ বিভাগে সোনা জিতেছিল। অবাক হলেও সত্যি, ওই সোনাজয়ী দলের ৮ ফুটবলার বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া থাকেন। অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমিয়েছেন সুমন লামা, আশিষ লামা, দর্শন গুরুং ও সাজগ রায়। এর মধ্যে দর্শনকে নেপালের সবচেয়ে উদীয়মান প্রতিভা ভাবা হচ্ছিল।

২০২২ সালে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে কুয়েতের বিপক্ষে যোগ হওয়া সময়ে গোল করেছিলেন তরুণ ফরোয়ার্ড দর্শন গুরুং। যেটা নেপালের ফুটবলের ইতিহাসে অনেক বড় কীর্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে। ৪০ বছর পর দর্শন গুরুংই কোন নেপালি ফুটবলার হিসাবে কুয়েতের জালে বল জড়িয়েছিলেন। সর্বশেষ ১৯৮২ সালে নেপাল কুয়েতকে একটি গোল দিয়েছিল। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসের ওই ম্যাচে ওয়াই বি ঘালে করেন সেই গোল।

২০১৬ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অভিষেক হয় সুমন লামার। তিনি নেপালের জার্সিতে খেলেন ২২ ম্যাচ। আরিয়ালের অভিষেক হয় ২০১৮ সালে, পাকিস্তানের বিপক্ষে। দীনেশ রাজবংশির ইয়েমেনের বিপক্ষে অভিষেক, পরে ২৪ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। অভিষেক রিজালের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ ২০১৯ সালে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে। ১২ ম্যাচ খেলেন তিনি। এ ছাড়া তেজ তামাং ২৪ ম্যাচ, সন্তোষ তামাং ১৬ ম্যাচ ও আশিষ লামা ৬ ম্যাচ নেপালের হয়ে খেলেছেন। নেপালের সাবেক কোচ মালদ্বীপের আবদল্লাহ আল মুতাইরি তার দুই বছরের মেয়াদে ২০ ম্যাচে ১৫ নতুন ফুটবলারকে অভিষেক ঘটান। এর মধ্যে গৌতম শ্রেষ্ঠা, আকাশ বুদ্ধ মাগার, শিবা গুরুংও এই কোচের অধীনে খেলেছেন নেপালের জার্সিতে। কিন্তু নেপালের ফুটবলে ভবিষ্যৎ দেখতে না পেয়ে তাঁরা সবাই অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেছেন। এভাবে নেপালি ফুটবলারদের দেশ ছেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে, যা নেপাল ফুটবলের জন্য বড় অশনিসংকেত।

নিয়মিত ফুটবল লিগ নেই নেপালে

নেপালে নিয়মিত আয়োজন করা হয় না ফুটবল লিগ। সর্বশেষ ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল লিগ। এ ছাড়া নেপালের ঘরোয়া ফুটবলের পারিশ্রমিকও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর চেয়ে তুলনামূলক অনেক কম। এর চেয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমিয়ে অনেকে নেপালে খেলে পাওয়ার তুলনায় ৪-৫ গুণ রুপি উপার্জন করছেন ফুটবলাররা। ফুটবলারদের দেশ ছেড়ে যাওয়ার পেছনে এটা বড় কারণ।

ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ নেই, খ্যাপ খেলেন ফুটবলাররা

নেপালে ফ্র্যাঞ্চাইজি ফুটবল লিগও আগের মতো আয়োজন করে না আনফা। অথচ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের এক মৌসুমেই লিগের চেয়ে প্রচুর আয় হতো আগে। একজন ফুটবলার এমনও হয়েছে সর্বোচ্চ ১০ লাখ রুপি উপার্জন করেছেন। ফুটবল লিগ মৌসুমও খুব অল্প সময়ের জন্য হয় নেপালে। মাত্র ৩-৪ মাসেই শেষ হয়ে যায় লিগ। এ কারণে আয় কম। বাকি সময়ে খ্যাপ খেলে সংসার চালাতে হয় নেপালি ফুটবলারদের। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত ৪ বছরে নেপালি ফুটবলাররা মাত্র ১০ মাস ফুটবলে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন! এর মানে ফুটবলাররা মাত্র ১০ মাস অর্থ আয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন।

কীভাবে অস্ট্রেলিয়াতে আছেন এই নেপালি ফুটবলাররা

বেশির ভাগ নেপালি ফুটবলার অস্থায়ী ওয়ার্কিং ভিসা নিয়ে অস্ট্রেলিয়া যান। যাঁরা এই ভিসায় যান, তাঁরা ওই নির্দিষ্ট কাজ ছাড়া অন্য কিছু করতে পারেন না। যদিও অস্ট্রেলিয়ার ইমিগ্রেশন পলিসি অনুসারে যাঁরা এভাবে যান, তাঁরা পরবর্তী সময়ে ভিসা বদল করে ছাত্র ভিসা পেয়ে যান। যদি ছাত্র ভিসায় তাঁরা তাঁদের পড়াশোনার কোর্স শেষ করে তখন স্থায়ী ভিসাও পেয়ে যান। এরপর চাইলে ফুটবলও খেলতে পারেন। এভাবে নেপালের অনেকেই ইদানীং বিভিন্ন অস্ট্রেলিয়ান ক্লাবে ফুটবল খেলছেন। নেপালি কমিউনিটির বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়ও খ্যাপ খেলে বেড়াচ্ছেন তাঁরা ওখানে।

সুযোগ নিচ্ছে ক্রিকেট

নিয়মিত লিগ হয় না ফুটবলে। বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন ফুটবলাররা। এই সুযোগটিই নিচ্ছে দেশের ক্রিকেট। নেপালের ক্রিকেট এখন জনমনে জায়গা করে নিচ্ছে। যার প্রমাণ পোস্টার বয় সন্দিপ লামিছানে। এ বছর আমেরিকায় অনুষ্ঠিত টি-২০ ক্রিকেটে লামিছানেকে ভিসা না দেওয়ায় আন্দোলন করেছিলেন দেশের তরুণ-তরুণীরা। নেপালে এখন নিয়মিত ক্রিকেট হচ্ছে বিভিন্ন প্রদেশে। সম্প্রতি ১৯ থেকে ২৬ অক্টোবর লুম্বিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে পাঁচ দেশের আন্তর্জাতিক ক্লাব কাপ টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

হতাশ ক্রীড়া সাংবাদিকরা

নেপালের সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক, নেপাল স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফোরামের (এনএসজেএফ) বর্তমান সাধারন সম্পাদক ও কাঠমান্ডু পোস্টের সাবেক সাংবাদিক প্রজ্জ্বল ওলি হতাশামাখা কণ্ঠে বলেন, 'ক্যারিয়ারের তুঙ্গে থাকা ফুটবলাররা এভাবে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনাটা সত্যি হতাশাজনক। এতে দিন শেষে ক্ষতি হচ্ছে নেপালের ফুটবলের। জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা দেশ ছাড়ায় আমাদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে তৈরি হচ্ছে বিশাল শূন্যতা।'

হতাশ আনফা

নেপালি ফুটবলারদের দেশ ছেড়ে যাওয়া কিছুতেই থ ামাতে পারছে না অল নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আনফা)। এসব নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি ও সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনাও নেই আনফার। এমনকি এ পর্যন্ত কতজন ফুটবলার খেলা ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন সেই সম্পর্কে সঠিক তথ্যও নেই তাদের কাছে। অল নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (আনফা) মুখপাত্র সুরেশ সাহা অসহায়ের সুরে জানান, 'এটা সত্যি যে এই ফুটবলাররা চাইলে অন্যভাবেও তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে পারত। কিন্তু তারা এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এটা খুব দুঃখজনক। আমরা তো বিমান বন্দরে গিয়ে আটকাতে পারব না তাদের।' তিনি যোগ করেন, 'ওরা কিন্তু পুরোপুরি ফুটবল ছেড়ে দেয়নি। উইক এন্ডে অস্ট্রেলিয়ায় নেপালি কমিউনিটি প্রচুর ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সেখানে বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে ওরা খেলছে বলে জানি। আমরা প্রতিনিয়ত এসব ফুটবলারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। এবং প্রয়োজনে তাদের ফিরিয়ে এনে জাতীয় দলে খেলানোর সুযোগ করে দেব।'

৪৮ বর্ষ ৬ সংখ্যার কুইজমালার সঠিক উত্তর:

১. হাসান মাহমুদ

২. হাসান মাহমুদ

৩. হাসান মাহমুদ

৪৮ বর্ষ ৬ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

মো. বেলায়েত হোসেন
বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ নভেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে -সম্পাদক

'পাক্ষিক ক্রীড়াজগত' পত্রিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতা বিজয়ীর নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে অবশ্যই নিচের কুপনটি পূরণ করে আগামী ২৫ নভেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাক্ষিক ক্রীড়াজগত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে। - সম্পাদক

'ক্রীড়াজগত' কুইজমালা ◘ ৪৮ বর্ষ ◘ ৮ সংখ্যা ◘ ১ নভেম্বর ২০২৪

প্রশ্ন : সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ প্রথম কত সালে চ্যাম্পিয়ন হয়?

প্রশ্ন : সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ কতবার ফাইনালে খেলেছে?

প্রশ্ন : সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনালে ২০২২ সালে নেপালকে কত গোলে হারায়?

উত্তর : ১) ....

উত্তর : ২)..

উত্তর : ৩) ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা : ....

....

....

মোবাইল :..

৪৮ বর্ষ ৬ সংখ্যা কুইজমালা সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। ত্রিদীপ দস্তিদার, প্রযত্নে-ডিবি ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতয়ালী, চট্টগ্রাম; ২। সোমা দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ/পশ্চিম পাড় কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ৩। মো. মামুনুর রশিদ, মেসার্স ইসমাইল স্টোর, ৪ নং বসুপাড়া মেইন রোড, খুলনা; ৪। কামরুন নাহার শীলা, প্রযত্নে- আবু বকর সিদ্দিক, বালিজুরি বাজার, মাদারগঞ্জ, জামালপুর-২০৪১; ৫। অন্ময় নাহা, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ৬। আজাহারুল ইসলাম কচি, অবঃ কর্মকর্তা অগ্রণী ব্যাংক লি. আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ; ৭। তোহা বকর, প্রবাহ ভবন (টিএন্ডটি অফিসের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত) উপজেলা- কাহালু, জেলা- বগুড়া; ৮। রূপম দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৯। অমিত দস্তিদার মন, বাংলাদেশ টি-স্টোরস, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ্ লেইন, ইমামগঞ্জ চকবাজার, চট্টগ্রাম; ১০। শ্রী মুক্তা রাণী, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ১১। প্রত্যয়ী রায়, দাশ গুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ১২। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৩। একে এম মকবুল হোসাইন, বেনীচাকী লেন, কাটনার পাড়া, বগুড়া-৫৮০০; ১৪। মো. ফাতেহ কাওছার (এসও), জনতা ব্যাংক, পিএলসি, শ্যামপুর শাখা, ফরিদাবাদ, কদমতলী, ঢাকা-১১০৪; ১৫। রোজিনা আখতার শিপ্রা, প্রযত্নে- ওয়াবায়েদ উল হক ভবন (২য় তলা) গ্রাম- জামালপুর, বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম-৪৩২৬; ১৬। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শের এ বাংলা রোড, (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ১৭। মো. ফাহিম মোনায়েম, নবম শ্রেণি রোল-৭৮, শাখা-ক, প্রভাতী, সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট-৩৪০০; ১৮। তাহমিনা জান্নাত, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, রোল-৫০, শাখা-খ, প্রভাতী, সরকারি অগ্রগামি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট-৩১০০; ১৯। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

৪৮ বর্ষ ১ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী
মো. ফাতেহ কাওছার

একাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ বাউনিয়া, ঢাকা; ২। মো. আবুল হাসেম, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ২। মো. ইয়াছিন আরাফাত, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক রোড, খুলনা; ৩। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৪। মো. সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৫। নুর জাহান বেগম, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক রোড, খুলনা; ৬। মো. মোশাররফ হোসেন, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা- ঢাকা-১২০৩; ৭। মো. ইয়াছিন আরাফাত, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ৮। মো. আবুল হোসেন, প্রযত্নে- ডা. তারেক আহমেদ, টিএফ ক্যাসেল তৃতীয় তলা, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ৯। ফাহিম, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১০। আক্কাছ হোসেন, চরমোল্লাজী, চতলাবাজার, লালমোহন, ভোলা; ১১। ফারজানা ইসলাম, লামচরী, হাইমচর, চাঁদপুর; ১২। আয়েশা আক্তার, মমিনপুর, সোমপারা, চাটখিল, নোয়াখালী; ১৩। আব্বাস উদ্দিন, গ্রাম- দরবেশকাটা, পোস্ট- মকবুলবাদ, চকোরিয়া, কক্সবাজার; ১৪। গিয়াসউদ্দিন, আলী সাহরদী, মদনগঞ্জ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ;

বিশেষ ঘোষণা

লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, সংগ্রাহক, ক্রীড়ানুরাগীসহ সংশ্লিষ্ট অনেকেই পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যার খোঁজ করেন। কিন্তু সংখ্যাগুলো দুর্লভ হয়ে যাওয়ায় তা সংগ্রহ কিংবা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারেন না। তাঁদের সুবিধার্থে 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলো ফেসবুক পেইজে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হচ্ছে। ফেসবুক অ্যাকাউন্টধারীরা তাঁদের আইডিতে ঢুকে A nostalgic journey to Bangladesh sports সার্চ করলে আপলোডকৃত সংখ্যাগুলো দেখতে পারবেন।

'ক্রীড়াজগত' পত্রিকা পড়ুন, 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটসম্যান জাকির হাসান!

মো. মনির উদ্দিন

টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে রান করতে পারেন জাকির হাসান, প্রথম ইনিংসে করতে পারেনি

পাকিস্তান সফরে মোটেও সুবিধা করতে পারেননি। ভারত সফরে তো পুরোপুরি ব্যর্থই হয়েছেন। ফলে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টেখেলার সুযোগ পাননি জাকির হাসান। বাঁহাতি এই ওপেনিং ব্যাটসম্যানকেদ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয় জাতীয় ক্রিকেট লিগ খেলতে এবং সেখানেদ্বিতীয় রাউন্ডে করেছেন সিলেট বিভাগের অধিনায়কত্বও। এরপর ঘটেছে আশ্চর্যজনক ঘটনা! অসুস্থতার কারণে লিটন দাস খেলতে না পারায়সিলেট থেকে জাকিরকেজরুরি ভিত্তিতে উড়িয়ে এনে চট্টগ্রাম টেস্টের একাদশে নামানো হয়।

ঘরোয়া লিগে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করেই জাতীয় দলে আগমন ঘটে জাকির হাসানের। প্রায় দুই বছর আগে টেস্ট অভিষেকে দ্যুতি ছড়ালেও এরপর ক্রমান্বয়ে কেন জানি ম্রিয়মান হয়ে পড়তে শুরু করে তাঁর ব্যাট। হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির কারণে গত বছরের এপ্রিলে মিরপুরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট মিস করার আগে-পরে খেলেছেন টানা ১১টি টেস্ট। ওপেনিং নিয়ে সমস্যা প্রকট হওয়ায় শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে জাকিরের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

এ পর্যন্ত খেলা ১১ টেস্টের ২২ ইনিংসে জাকির হাসানের ব্যাট থেকে এসেছে ২৭.০৯ গড়ে ৫৬৯ রান, সেঞ্চুরি ১টি এবং হাফ সেঞ্চুরি ৪টি। সাদা পোশাকে তাঁর ছোট্ট ক্যারিয়ারটা একটু 'ময়নাদন্ত' করলে দেখা মিলবে মজার বিষয়, প্রথম ইনিংসে গড় যেখানে মাত্র ১২.২৭ (১১ ইনিংসে ১৩৫ রান, ফিফটি ১টি), দ্বিতীয় ইনিংসে সেটি বেড়ে ৪৩.৪০ (১১ ইনিংসে ৪৩৪ রান, ফিফটি ৩টি, সেঞ্চুরি ১টি)। স্রেফ এ কারণেই তাঁকে বলা চলে 'দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটসম্যান'! তবে আরেকটি তথ্য কিন্তু আরও বিস্ময়কর। ১১ টেস্টের কেবল একটিতেই 'বিরল ব্যতিক্রম' অর্থাৎ দ্বিতীয় ইনিংসের চেয়ে প্রথম ইনিংসে বেশি রান করেছেন তিনি, নইলে অন্য ১০ টেস্টেই দ্বিতীয় ইনিংসের চেয়ে প্রথম ইনিংসে রান করেছেন কম!

অদ্ভুতুড়ে বিষয়টা শুরু থেকেই একটু খতিয়ে দেখা যাক। জাকির হাসান যে 'দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটসম্যান' হবেন, সেটির জানান দিয়েছিলেন জীবনের প্রথম টেস্টেই। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে চট্টগ্রামে ভারতের বিপক্ষে অভিষেক টেস্টের প্রথম ইনিংসে ওপেনিংয়ে নেমে আউট হয়ে গিয়েছিলেন ২০ রানে। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ঠিকই মেলে ধরেন নিজেকে, খেলেন ২২৪ বলে ১০০ রানের চমৎকার একটি ইনিংস। আমিনুল ইসলাম বুলবুল, মোহাম্মদ আশরাফুল ও আবুল হাসান রাজুর পর বাংলাদেশের চতুর্থ খেলোয়াড় হিসেবে টেস্ট অভিষেকে সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়ে জাকির দেন আস্থার প্রতিদান।

এরপর ভারতের সঙ্গে মিরপুরে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে করেন ১৫ ও ৫১। চোটের কারণে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট দল থেকে ছিটকে পড়ার পর ২০২৩ সালের জুনে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মিরপুর টেস্টের দুই ইনিংসে জাকিরের ব্যাট থেকে আসে যথাক্রমে ১ ও ৭১ রান। গত বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সফরে এসে ২টি টেস্ট খেলে নিউজিল্যান্ড। বাঁহাতি এই ওপেনার সিলেটে করেন ১২ ও ১৭ এবং মিরপুরে প্রথম ইনিংসে ৮ রানে আউট হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৫৯ রান।

চলতি বছরের মার্চ-এপ্রিলে বাংলাদেশ সফরে এসে ২টি টেস্ট খেলে শ্রীলঙ্কা। সিলেটে প্রথম টেস্টে ৯ ও ১৯ রান করেন জাকির। দ্বিতীয় টেস্টে দেখা যায় 'বিস্ময়কর' ঘটনা, মিরপুরে প্রথম ইনিংসে ৫৪ রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯ রানে আউট হয়ে যান তিনি! অভিষেক থেকে টানা ছয় টেস্টেই প্রথম ইনিংসের চেয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে বেশি রান করা এই বাঁহাতি ওপেনার কী মনে করে যেন ষষ্ঠ ম্যাচে ভঙ্গ করেন ওই 'ধারাবাহিকতা'! কে জানে, হয়তো-বা ভুলচক্করেই দ্বিতীয় ইনিংসের চেয়ে প্রথম ইনিংসে বেশি রান করে ফেলেছিলেন জাকির! সেটি যে বিরল ব্যতিক্রম ছিল, তার প্রমাণ পরের ৪ টেস্টে আবারও সেই পুরোনো 'রীতি'তে ফেরা- পাকিস্তানের বিপক্ষে রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম টেস্টে ১২ ও অপরাজিত ১৫, একই ভেন্যুতে দ্বিতীয় টেস্টে ১ ও ৪০ এবং ভারতের সঙ্গে চেন্নাইয়ে ৩ ও ৩৩; কানপুরে ০ ও ১০।

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মিরপুরে টি-টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেকের (৯ বলে ১০) পর এই সংস্করণে আর কোনো সুযোগ পাননি জাকির হাসান, গত বছরের সেপ্টেম্বরে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে একই ভেন্যুতে খেলেছেন ক্যারিয়ারের একমাত্র ওয়ানডে (৫ বলে ১ রান)। এর বাইরে ২০২৩ সালের অক্টোবরে হাংজু এশিয়ান গেমসে ৩টি টি-টোয়েন্টি (১, ০, ০) খেলেছেন, যেগুলোকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে আইসিসি। ২৬ বছর বয়সী এই প্রতিভাবান ব্যাটসম্যান টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে যেভাবে রান করে আসছেন তা দলে থাকার জন্য যথেস্ট। কিন্তু প্রথম ইনিংসের পারফরম্যান্স বিবেচনায় নিলে একাদশ থেকে বাদ পড়াই স্বাভাবিক! দ্বিতীয় ইনিংসে রান করাটা জরুরী হয়ে পড়েছে জাকিরের জন্য।

শিক্ষাঙ্গনের ক্রীড়াঙ্গনে চিন্তাশীল সংস্কার প্রয়োজন

ইকরামউজ্জমান

উপমহাদেশে খেলা হিসেবে ফুটবলকে পরিচিত করা, পৃষ্ঠপোষকতার চেতনাকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে একদম প্রথম থেকে স্কুল ও কলেজের ছাত্র এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ইতিহাসে সুবর্ণময় অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। ফুটবল বিদেশি খেলা আর এই খেলাটিকে স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা তাদের শিক্ষকদের সমর্থন ও উৎসাহে দেশি করে তুলেছিল। একদম গোড়ার দিকে ছাত্ররাই ইংরেজ এবং গোরা সৈন্যদের ফুটবল খেলতে দেখে মজা পেয়েছে এবং খেলার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছে। স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা বাঙালির জীবনে ফুটবলকে এনেছে এক অদ্ভুত সন্দিক্ষণে।

ছাত্ররা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছে খেলাটি রপ্ত করতে পারলে শুধু নির্মল বিনোদনের খোরাক, শরীর সবল হবে না, পাশাপাশি এই খেলায় চত্বরে গোরা এবং ইংরেজ দলকে পরাজিত করতে পারলে এটি হবে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'বোস্ট'। পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস, সাহস এবং নিজের সামর্থ্যের প্রতি আস্থার জন্ম।

বাঙালি ফুটবলের জনক নরেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী। বাঙালিদের প্রথম ক্লাব শোভাবাজার সৃষ্টির পেছনে আছে তাঁর সবচেয়ে বেশি অবদান। শোভাবাজার ক্লাব ১৮৯১ সালে 'ট্রেডস কাপে' গোরা দলকে হারিয়ে বাঙালির ফুটবলকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিল। শোভাবাজার ছিল বাঙালির গর্ব। ১৮৯৩ সালে আইএফএ প্রতিষ্ঠা হয়। নগেন্দ্র প্রসাদ ছিলেন ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনে গভর্নিং বডির একমাত্র দেশি সদস্য। হেয়ার স্কুলের ছোট ক্লাবের ছাত্র নরেন্দ্র প্রসাদই প্রথম উদ্যোগী হন স্কুলে বাঙালিদের মধ্যে ফুটবল চর্চায়। তাঁর এবং বন্ধুদের ফুটবলাগ্রহে মুগ্ধ হেয়ার স্কুলের পড়সি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক জিএ স্ট্যাক ওদের কিনে দেন দু'টো ফুটবল। খেলায় আইন-কানুন সম্পর্কে অবগতও করেন। এটাই কিন্তু ইতিহাসের পাতায় বাঙালিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফুটবল খেলার সূত্রপাত। নতুন অধ্যায়ের শুরু।

প্রথম থেকে শিক্ষাবিদরা তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ফুটবলের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এতে করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ফুটবল দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কলকাতার নাম করা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ, রিপন কলেজ, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কলকাতা মেডিকেল কলেজ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাঙালি ছাত্রদের নিয়ে ফুটবল দল গঠিত হয়েছে। এই সময় আমাদের পূর্ব বাংলায় ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর, দিনাজপুরসহ বিভিন্ন জেলা শহরের স্কুল ও কলেজে ফুটবল চর্চা ছিল।

'ট্রেডস কাপের' প্রবর্তন ১৮৮৯ সালে। এই কাপের খেলায় প্রথম থেকেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দলগুলো নিয়মিতভাবে অংশ নিয়েছে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ১৮৯৩ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ছাত্রদের সাফল্য সমাজ জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। মেডিকেল কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ সালে। মিরপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ১৮৯৬, ১৯০১ ও ১৯০৫ সালে। আগেই উল্লেখ করেছি ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়েছে ১৮৯৩ সালে। এই বছর ভারতীয় দলগুলোর জন্য 'কুচবিহার কাপ' শুরু করা হয়। ১৮৯৪ সাল থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রদের জন্য পৃথক কম্পিটিশন 'ইলিওট চ্যালেঞ্জ শিল্ড' হয়।

দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত কলকাতার ফুটবল মানেই ছিল বাঙালির ফুটবল। আর এই ফুটবলের প্রাণ ছিলেন আমাদের পূর্ব বাংলার খেলোয়াড়রা। কলকাতায় ফুটবল গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাংলার বিভিন্ন স্থানের মাঠে মাঠে ফুটবল এসে গেছে–আর এটাই স্বাভাবিক।

আমাদের পূর্ব বাংলায় অখন্ড ভারতবর্ষের দিনগুলোতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে) ফুটবলের চর্চা ছিল উল্লেখ করার মতো। ফুটবল শুধু ছাত্ররা খেলেননি তাদের শিক্ষকরাও অনেক স্থানে নিয়মিতভাবে ফুটবল খেলেছেন। পূর্ব বাংলার ছাত্রদের ফুটবলে ভূমিকা নিয়ে কিছু বলতে হলে যেটি উল্লেখ করতেই হবে–সেটি হলো ঢাকার মাঠে ১৯৩৭ সালের ২১ নভেম্বর ব্রিটিশ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন ঐতিহ্যবাহী আইলিংটন কোরিনথিয়ান এফসির ঢাকা দলের কাছে ১-০ গোলে পরাজয় বরণ। এই দলের প্রায় সবাই ছিলেন স্কুল-কলেজ, মেডিকেল স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। একমাত্র গোলটি করেছিলেন পখী সেন।

বাঙালিদের ফুটবলের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পূর্ব বাংলায় ঢাকা এবং অন্য জেলা শহরে ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা এবং শিক্ষাবিদরা স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের মধ্যে জেআর ব্লেয়ার, এইচআর উইন কিনসন, কেরি কিন্ডারলে, এস ড্রকের, এআর পোটার, এফও বেন, পিডি কেলি, এ হিঙ্গস, ডন জেনকিলস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. স্যার ফুজলুর রহমান ও ড. মাহমুদ হাসান, জগন্নাথ কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ রায়বাহাদুর সত্যেন ভদ্র, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ আলতাফ হোসেন, ড. জেনফিলস, ড. মাজহারুল হক, ড. মাহমুদ হাসান এবং আরও কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তো ছাত্রদের সঙ্গে ফুটবল খেলেছেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্রীড়াঙ্গনগুলো বর্ণময় অতীতকে হারিয়ে ফেলেছে। এক সময়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আনন্দময় ক্রীড়াচর্চা এখন শুধু স্মৃতি। আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে খেলার চর্চা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদায় নিয়েছে। স্কুল ও কলেজের মাঠ দখল। খেলার মাঠ ভাড়া দেওয়া বা অন্য কাজে ব্যবহার করা। যারা রক্ষক তারাই ভক্ষক এসব খেলা দেখতে দেখতে ছাত্রছাত্রীরা হতাশ। দুঃখের বিষয় বছরের নয় বছর ধরে কোনো প্রতিকার নেই। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে। নতুন করে সর্বক্ষেত্রে শুরু করার চেষ্টা চলছে সংস্কার সাধনের মাধ্যমে। আমরা চাই শিক্ষাঙ্গনের ক্রীড়াঙ্গনেও সংস্কার সাধন হোক। এটি জরুরি। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে তরুণদের নতুন চিন্তাগুলো তুলে ধরায়, নীতি প্রণয়নে অংশ নেওয়ায় পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আশা করবো দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রীড়াঙ্গনেও সংস্কার সাধনের মাধ্যমে আলোকিত পথ ধরে হাঁটার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এরকম সুযোগ আর আসবে না।

খুলনা বিভাগীয় ক্রীড়া কমপ্লেক্সে ফলজ গাছ রোপণ করেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উপ-পরিচালক মো. আবুল হোসেন হাওলাদার।

এ ছবি কার-৫৯০-এর উত্তর
হাসান মাহমুদ
(ক্রিকেটার)

‘এ ছবি কার’-৫৯০ বিজয়ী

সানজিদা আক্তার (সাজিদা)
প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান,
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট
অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন),
অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ নভেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

এ ছবি কার?-৫৯২

এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হবে। পাঠকদের বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। ‘এ ছবি কার’ বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কুপনটি পূরণ করে কেটে আগামী ২৫ নভেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াজগত, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০) পৌছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে ‘এ ছবি কার’। -সম্পাদক

ছবিটির নাম ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা ....

....

.... মোবাইল......................................

এ ছবি কার-৫৯০ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। সোমা দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ/পশ্চিম পাড় কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২। ত্রিদীপ দস্তিদার, প্রযত্নে-ডিবি ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৩। মানজুর আরমান দীপ্র, রোড- ২৯/এ, বাড়ি- ১/বি/১ পল্লবী ঝিলপাড় রোড, ঢাকা-১২১৬ ৪। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৫। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৬। সানজিদা আক্তার (সাজিদা), প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৭। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; ৮। আক্কাছ হোসেন, চরমোল্লাজী, চতলাবাজার, লালমোহন, ভোলা; ৯। আব্বাস উদ্দিন, গ্রাম-দরবেশকাটা, পোস্ট- মকবুলবাদ, চকোরিয়া, কক্সবাজার; ১০। গিয়াসউদ্দিন, আলী সাহরদী, মদনগঞ্জ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ; ১১। আয়েশা আক্তার, মমিনপুর, সোমপারা, চাটখিল, নোয়াখালী; ১২। ফারজানা ইসলাম, লামচরী, হাইমচর, চাঁদপুর; ১৩। তাহমিনা জান্নাত, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, রোল-৫০, শাখা-খ, প্রভাতী, সরকারি অগ্রগামি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট-৩১০০; ১৪। মো. ফাহিম মোনায়েম, নবম শ্রেণি রোল-৭৮, শাখা-ক, প্রভাতী, সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট-৩৪০০; ১৫। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শের এ বাংলা রোড, (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ১৬। ইসমাইল হুসাইন শিহাব, শিক্ষার্থী- বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ইইই, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দূর্গাপুর, বরিশাল; ১৭। মো. ফাতেহ কাওছার (এসও), জনতা ব্যাংক, পিএলসি, শ্যামপুর শাখা, ফরিদাবাদ, কদমতলী, ঢাকা-১১০৪; ১৮। একে এম মকবুল হোসাইন, বেনীচাকী লেন, কাটনার পাড়া, বগুড়া-৫৮০০; ১৯। মুক্তা রাণী, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২০। অমিত দস্তিদার মন, বাংলাদেশ টি-স্টোরস্, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ্ লেন, ইমামগঞ্জ চকবাজার, চট্টগ্রাম; ২১। রূপম দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২২। প্রত্যয়ী রায়, দাশ গুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৩। রূবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৪। আজাহারুল ইসলাম কচি, অবঃ কর্মকর্তা অগ্রণী ব্যাংক লি. আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ; ২৫। তোহা বকর, প্রবাহ ভবন (টিএন্ডটি অফিসের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত) উপজেলা-কাহালু, জেলা- বগুড়া; ২৬। অন্যয় নাহা, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ২৭। কামরুন নাহার শিলা, প্রযত্নে- আবু বকর সিদ্দিক, বালিজুড়ী বাজার, মাদারগঞ্জ, জামালপুর-২০৪১; ২৮। মো. মামুনুর রশিদ, মেসার্স ইসমাইল স্টোর, ৪ নং বসুপাড়া মেইন রোড, খুলনা; ২৯। মো. আবুল হাসেম, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ৩০। মো. আবুল হোসেন, প্রযত্নে- ডা. তারেক আহমেদ, টিএফ ক্যাসেল তৃতীয় তলা, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ৩১। মো. ইয়াছিন আরাফাত, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ৩২। মো. মোশাররফ হোসেন, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা-ঢাকা-১২০৩; ৩৩। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৩৪। মো. সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৩৫। মো. ইয়াছিন আরাফাত, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক রোড, বানরগাতী, খুলনা; ৩৬। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ বাউনিয়া, ঢাকা; ৩৭। নুর জাহান বেগম, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক রোড, বানরগাতী, খুলনা; ৩৮। ফাহিম, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০; ৩৯। মো. জাকির উল্যাহ (পাতা), সাধারণ সম্পাদক, ক্রী.পা.ফো-ঢাকা জেলা।

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের আর্কাইভ ‘ক্রীড়াজগত’ পত্রিকা

গত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভালো খেলেও স্রেফ রান রেটে পিছিয়ে থাকায় সেমিফাইনালে খেলতে পারেনি বাংলাদেশি মেয়েরা

মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া ও স্কটল্যান্ডের গ্রুপে বাংলাদেশ

মো. মুলতানুর রহমান

২০২৫ সালে মালয়েশিয়ার মাটিতে বসবে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় আসর। নারী ক্রিকেটের ভবিষ্যত যাঁদের হাতে, টি-টোয়েন্টি সংস্করণের বয়সভিত্তিক পর্যায়ের এই মঞ্চটা মূলত তাঁদেরই। সম্প্রতি চূড়ান্ত হয়ে গেছে আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ নারী বিশ্বকাপের গ্রুপিং ও সূচি। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে নতুন বছরের শুরুতে ১৮ জানুয়ারি থেকে মাঠে গড়াবে এই টুর্নামেন্ট, চলবে ফেব্রুয়ারি মাসের ২ তারিখ পর্যন্ত। মালয়েশিয়ার সেলানগর, জোহর ও সারাওয়াক শহরের ৪টি স্টেডিয়ামে হবে খেলাগুলো। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসির নিজস্ব ওয়েবসাইটে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত ফিকশ্চার অনুযায়ী ১৬ দলের আসরে ম্যাচ হবে মোট ৪১টি।

এবার অংশগ্রহণকারী ১৬টি দলকে ভাগ করা হয়েছে ৪টি গ্রুপে। সেখানে জুনিয়র টাইগ্রেসদের সামনে অপেক্ষা করছে কঠিন প্রতিপক্ষ। ক্রিকেট বিশ্বের বড় নাম অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২০ জানুয়ারি মাঠে নামতে হবে বাংলাদেশকে। অবশ্য এর আগে ১৮ জানুয়ারি উদ্বোধনী দিনেই বাংলাদেশের মেয়েদের মিশন শুরু হবে এশিয়ান অঞ্চলের বাছাইপর্ব পেরিয়ে আসা এখনো চূড়ান্ত না হওয়া চতুর্থ দলের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। 'ডি' গ্রুপে থাকা বাংলাদেশের শেষ খেলা ২২ জানুয়ারি, তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের সব কটি ম্যাচ হবে সেলানগরের ইউকেএম ওয়াইএসডি ক্রিকেট ওভাল স্টেডিয়ামে। অন্য তিন গ্রুপের মধ্যে 'এ' গ্রুপে রয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারত, টুর্নামেন্টের আয়োজক মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। 'বি' গ্রুপের চার দল হলো- গতবারের রানার্সআপ ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া 'সি' গ্রুপে জায়গা পেয়েছে নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও সামোয়া, এর সঙ্গে যোগ হবে আফ্রিকা অঞ্চল থেকে উৎরে আসা একটি দল।

প্রথম আসরের মতোই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে এবারের ফরম্যাট। গ্রুপ পর্ব থেকে ওপরের সারির ৩টি করে দল খেলবে সুপার সিক্সে। সেখানে 'এ' ও 'ডি' গ্রুপের দলগুলো থাকবে একটি গ্রুপে। আরেক গ্রুপে থাকবে 'বি' ও 'সি' গ্রুপের দলগুলো। গ্রুপ পর্বে বাদ পড়ে যাওয়া ৪টি দলের জন্য রয়েছে আরও একটি করে স্থান নির্ধারণী ম্যাচ। 'এ' গ্রুপের চতুর্থ দল খেলবে 'ডি' গ্রুপের চতুর্থ হওয়া দলের বিপক্ষে। একই ভাবে মুখোমুখি হবে 'বি' ও 'সি' গ্রুপের তলানীর দল দুটি। সুপার সিক্সে প্রতিটি দল পাবে স্রেফ ২টি করে ম্যাচ। অন্য গ্রুপ থেকে আসা পয়েন্ট টেবিলের সমপর্যায়ের দলের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে না তারা। কেবল অন্য দুটি দলের বিপক্ষে খেলবে একটি করে ম্যাচ। স্বাভাবিকভাবেই নিজ গ্রুপ থেকে আসা দল দুটির বিপক্ষেও থাকছেনা কোনো ম্যাচ। সুপার সিক্সে ওঠা দলগুলোর সঙ্গী হবে তাদের গ্রুপ পর্বের পয়েন্ট। তবে নিজ গ্রুপের অন্য যে দুই দল সুপার সিক্সে উঠবে, শুধুমাত্র তাদের বিপক্ষে পাওয়া পয়েন্টই লেখা থাকবে নামের পাশে, বাদ পড়া দলের বিপক্ষে পাওয়া পয়েন্ট হিসেব করা হবে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশি মেয়েরা যদি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয় এবং অস্ট্রেলিয়া ও স্কটল্যান্ড যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়, তাহলে সুপার সিক্সে বাংলাদেশের পাশে থাকবে অস্ট্রেলিয়া ও স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে পাওয়া পয়েন্ট। এই গ্রুপে এশিয়ার বাছাই থেকে আসা দলটি চতুর্থ হলে তাদের বিপক্ষে পাওয়া জয় সুপার সিক্সে কাজে লাগবে না কোনো দলের।

উল্লেখিত নিয়মে গ্রুপ পর্ব থেকে নিয়ে আসা পয়েন্টের সঙ্গে যোগ হবে সুপার সিক্সের দুই ম্যাচের পয়েন্ট। এভাবে পয়েন্ট হিসাব করে ঠিক হবে সেমি-ফাইনালে ওঠার ভাগ্য। সেমি-ফাইনাল দুটি মাঠে গড়াবে একই দিনে, আগামী ৩১ জানুয়ারি। শেষ চারের লড়াইয়ের জন্য রাখা হয়েছে রিজার্ভ ডে। ২ ফেব্রুয়ারি ফাইনাল দিয়ে পর্দা নামবে আসরের। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটির জন্যও রয়েছে রিজার্ভ ডে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সাল থেকে শুরু হয়েছে অনূর্ধ্ব-১৯ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। গত বছরের ১৪-২৯ জানুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৬ দলকে নিয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম আসরের ফাইনালে ইংল্যান্ডকে মাত্র ৬৮ রানে অলআউট করে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে শিরোপা জয় করে ভারতীয় মেয়েরা। সেবার গ্রুপ পর্বে

গত আসরের হতাশা কাটিয়ে আগামী বিশ্বকাপে নিশ্চয় ভালো কিছুর চেষ্টা করবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দল

অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা ও যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের তিনটিতেই জিতে 'এ' গ্রুপের শীর্ষ দল হিসেবে সুপার সিক্সে ওঠা বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল টুর্নামেন্টের রহস্যময়, জটিল ও অদ্ভুতুড়ে নিয়মের ফাঁদে পড়ে অবশ্য ওই পর্বের গন্ডি টপকাতে পারেনি। সুপার সিক্সে বাংলাদেশি মেয়েরা দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭ উইকেটে হারলেও পরের ম্যাচে ৫ উইকেটে হারায় সংযুক্ত আরব আমিরাতকে। সব মিলিয়ে চার জয়ের বিপরিতে কেবল একটি পরাজয়েই বেজে যায় বাংলাদেশের বিদায়ঘন্টা, নিট রান রেটে পিছিয়ে থাকার খাঁড়ায় পড়ে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেমিফাইনালে ওঠা সম্ভব হয়নি। সুপার সিক্সে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকা; চার দলেরই সমান ৬ পয়েন্ট হলেও নিট রান রেটে এগিয়ে থাকায় শেষ চারের টিকিট পায় ভারত ও অজি মেয়েরা।

অনূর্ধ্ব-১৯ নারী বিশ্বকাপের ৪ গ্রুপ...

গ্রুপ 'এ' : ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া
গ্রুপ 'বি' : ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র
গ্রুপ 'সি' : নিউজিল্যান্ড, দ. আফ্রিকা, সামোয়া, আফ্রিকা বাছাই
গ্রুপ 'ডি' : অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, স্কটল্যান্ড, এশিয়া বাছাই

বাংলাদেশের গ্রুপ পর্বের ম্যাচের সূচি...

১৮ জানুয়ারি : প্রতিপক্ষ- এশিয়া বাছাই, ভেন্যু সেলানগর
২০ জানুয়ারি : প্রতিপক্ষ- অস্ট্রেলিয়া, ভেন্যু সেলানগর
২২ জানুয়ারি : প্রতিপক্ষ- স্কটল্যান্ড, ভেন্যু সেলানগর

বাংলাদেশ ক্লাব ফুটবল অ্যাকাডেমি চট্টগ্রামের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বয়েজ ক্লাব ফুটবল অ্যাকাডেমি অনূর্ধ্ব-১৩ দল এবং চট্টগ্রাম বিহঙ্গ ফুটবল অ্যাকাডেমি অনূর্ধ্ব-১৩ দলের মধ্যে এক প্রদর্শনী ম্যাচ ১৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন চট্টগ্রাম বিহঙ্গ ফুটবল অ্যাকাডেমির কর্ণধার নেয়ামত উল্লাহ তৌহিদ, বিহঙ্গ ফুটবল অ্যাকাডেমির ফুটবল প্রশিক্ষক সুমন মোহাম্মদ শাহিন, বাংলাদেশ বয়েজ ক্লাব ফুটবল অ্যাকাডেমির প্রধান ফুটবল প্রশিক্ষক মহসিন আলী বাদশা। খেলায় বাংলাদেশ বয়েজ ক্লাব ফুটবল অ্যাকাডেমি ১০ গোলে চট্টগ্রাম বিহঙ্গ ফুটবল অ্যাকাডেমিকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন মো. আশরাফুল। বাংলাদেশ বয়েজ ক্লাব ফুটবল অ্যাকাডেমির খেলোয়াড়রা হলেন প্রীতম, আলামিন, মোহাম্মদ রিদওয়ান, মো. আল আমিন (মোহাম্মদ সামির), মোহাম্মদ সাদিন, মো. আশরাফুল, মো. শুভ, মোহাম্মদ আজাদ আলী (মোহাম্মদ আইমান), মোহাম্মদ আল মাহমুদ আরাবী (ক্রিপান্ত), মোহাম্মদ সোহাগ (মো. পাপ্পু) মোহাম্মদ সোহেল (অধিনায়ক)।

চট্টগ্রামে জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির ৫১তম গ্রীষ্মকালীন কাবাডি বালক গ্রুপে বাঁশখালী উপজেলার বানীগ্রামসাধনপুর স্কুল শিরোপা লাভ করেছে। ১৫ অক্টোবর চট্টগ্রাম নগরীর সরকারি মুসলিম হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত জেলা পর্যায়ের ফাইনালে বানীগ্রাম স্কুল ২৯৭ পয়েন্টের ব্যবধানে নগরীর পাহাড়তলী থানার হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলকে পরাজিত করে। দলের রেডার শিহাবুল ফাইনালের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়। একই ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত বালিকা গ্রুপের ফাইনালে নগরীর পাহাড়তলী বালিকা স্কুল ১৭৯ পয়েন্টে কোতোয়ালি থানার ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা স্কুলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দলের রুমানা আক্তার সেরা খেলোয়াড় হিসেবে পুরস্কৃত হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো. শরীফ উদ্দিন। জেলা শিক্ষা অফিসার উত্তম খীসা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রতিযোগিতা শেষে সরকারি মুসলিম স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. মোর্শেদুজ্জামান বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক হাবীবুল্লাহ

ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা

মো. নূর হোসেন মাসুম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯৬৬

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৬

চ্যাম্পিয়ন : ঢাকা মোহামেডান

রানার্সআপ : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব।

১৯৬৬ সালে ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগে অংশগ্রহণকারী দলগুলো হলো : ঢাকা মোহামেডান, ইপিআইডিসি, ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব, পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব, ফায়ার সার্ভিস ইপিজি প্রেস, ওয়ারী ক্লাব, আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব, রহমতগঞ্জ এমএফএস, ঢাকা পুলিশ এসি, সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী, পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে। ১৯৬৬ সালে ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের যে খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সবার নাম সংগ্রহ করা যায়নি। যাঁদের নাম সংগ্রহ করা গেছে, তাঁদের নামে নিচে দেওয়া হলো :

ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব : হাসেম দীন, জহীর, আসলাম, গফুর, জাকারিয়া পিন্টু, তোরাব আলী, প্রতাপ, আবদুল্লাহ, শামসু, বশির, মুসা, নূরুন্নবী, রসুল বক্স, কাদের, কামাল, এ এন খান।

ইপিআইডিসি : স্বপন, আমিন, গফুর বালুচ, সাইফুদ্দিন, অরুন, মুসা, সলিমুল্লাহ, আবদুল্লাহ আকবর, জব্বার, হাশেম, প্রতুল, মোরশেদ, ইমাম, হাফিজ, টুলু, গৌর, হাবিব, আখতারত, মারী, সেলিম।

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব : হাকিম, আলাউদ্দিন, আবিদ হোসেন, কামিসা, আলী হাফিজ, খলিল, ইউসুফ (ছোট), আব্বাস, ওমর, হাফিজুদ্দিন, গাজী, হাসান, দেবীনাশ, আসলাম, আনসার, রহমত উল্লাহ, জিয়া, ফেরদৌস।

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব : মতিন, কানু, সালেহ, মোহাম্মদ আলী, হামিদ, বিমল, এন জামান, লাল মোহাম্মদ, সুজা, জানি, মঞ্জুর, ওয়াহেদ, নুরুজ্জামান, ভুট্টু, বাবুল গণি, ভানু, সলিমুল্লাহ, শামসুদ্দিন, মালাং, ইলিয়াস।

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব : রানা, সাইদুর, আলী মোহাম্মদ, হাসান, মনসুর, মাসুদ, আবদুল্লাহ, খালেদ, আজিম, ফতেহ, মোহাম্মদ, ইউনুস, মিন্টু, সুলতান, দুলু আফেন্দী, মোহসিন, আবদুল হাই, শুকুর, মঞ্জুর, নরেশ, মামুন, সালাম।

ফায়ার সার্ভিস : সিতাংশু, মুজিবর, গাউস, জলিল, বিমল, সামাদ, সোভা, সরফুদ্দিন, আবুল হোসেন, আবুল, ওহাব, সামাদ, এস দাস, আলম, দুলু, তসলিম, আশরাফ আলী, মাসুদ, দুলাল, শাহাবুদ্দিন, মোতালেব।

ইপিজি প্রেস : কাশেম, এরশাদ, উষান, রমিজ উদ্দিন, জিল্লু, কায়কোবাদ, ভুট্টু, সামাদ, সেলিম, নিমাই, মাহমুদ, আজব আলী, জালাল, শিবলি, মোহাম্মদ, শফিক, মাখন।

ওয়ারী ক্লাব : তপন, ইলিয়াস, মোহাম্মদ হোসেন, অমল দত্ত, জহুর, আজিজ, নুরুল আমিন, তপন চৌধুরী, ইউনুস, জামিল, সেকেন্দার, নিশীথ, তাজ হোসেন, মাহমুদ হোসেন, নূরুল ইসলাম সাদেক, ফাইজু, মোহসিন, আলী আহম্মদ।

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব : এহতেশাম, আহমদ, মোবাশ্বের, সাদেক, লালু, লক্ষণ, দেবু, নাসিম, জামান, নজরুল, বটু, সাবের, তুষার, মাসুদ, রউফ, ইয়ার মোহাম্মদ, আবদুর রব, রাজ্জাক, লোকমান, আরজান, খালেদ, বাবু, রাব্বি, প্রণয়, বর্মন, মিলাল।

রহমতগঞ্জ এমএফএস : অনাথ, ফারুক, রফিক, হাসনাত, দিপু, নাজির, রোকন, আফজাল, সুলতান, গফুর, টিপু, লিউ, কালাম, শাহজাহান, নয়া, মুনির, আহমদ

ঢাকা পুলিশ এসি : এস, মালাকার, সোনা মিয়া, আইনুল, মোহাম্মদ আলী, কাদের, হাফিজ, রহিম, নাসির, ননী, ধীরেন, সাত্তার, নবী চৌধুরী, আখতার, মবিন, গফুর, নুরুল ইসলাম, মনিরুজ্জামান, সুলতান, নুরু, কায়েস উদ্দিন, রহমান, এন এম চৌধুরী, এরশাদ আলী, ডিএন দত্ত, রাজ্জাক, চন্দন।

সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী : বাচ্চু এনতাজ, সিরাজ, ইউজিন, সিরাজ লুৎফর, আমান, ঝুনু, কাম্বিল, আজিজ, সামাদ, আওলাদ, গফুর, ইলিয়াস, কাসেম, মনোয়ার, হাশিম, আনোয়ার, হাকিম, জিল্লু।

পাকিস্তান ইস্টার্ণ রেলওয়ে : নুরুল ইয়াসিন, নিরঞ্জন, আখতার, খালেক, এম বমন, ভানু, করিমউদ্দিন, আস মোহাম্মদ, ইয়াকুব, মনোয়ার, পরিতোষ, সামাদ, আকবর, কুতুবউদ্দিন, মুকুল, মমতাজউদ্দিন, নাজির, ওয়াহিদ বক্স, নান্নু, মাসুক, টিটন,আলোক, সদরুল, তাজু, শাহজাহান, আলম, আজাদ, সুবল, মানিক, মোজাম্মেল, ওয়াসিম উদ্দিন, শাহাবুদ্দিন, সুধীর, হুমায়ুন, মাহবুব, নিতাই।

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৬

১৫৫টি খেলার ফল

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৬

১৫৫টি খেলার ফল

ইপিআইডিসি-৩	রহমতগঞ্জ এমএফএস-০
(জব্বার, গফুর বালুচ, সলিমুল্লাহ)	
ওয়ারী ক্লাব-৩,	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-০
(আজিজ-২, জামিল-১)	
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-২	ইপিজি প্রেস-১
(ওমর-২) (মাহমুদ)	
সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-১	ফায়ার সার্ভিস-০
(কাম্বিল)	
ওয়ারী ক্লাব-৩	ঢাকা পুলিশ এসি-১
(নিশীথ, জামিল আখতার,	
নুরুল ইসলাম)	(রহিম)
রহমতগঞ্জ এমএসএস-৫	সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০
(সুলতান-৩, টিপু-১, আত্মঘাতী-১)	
ইপিআই ডিসি-৪ পাকিস্তান	ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-০
(ইমাম-৩, জব্বার-১)	
ইপিজি প্রেস-১	ফায়ার সার্ভিস-০
(মাহমুদ)	
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৬	ঢাকা পুলিশ এসি-০
(আব্বাস-২, ওমর-১, ইউসুফ-১,	
গাজী-১, আত্মঘাতী-১)	
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-১	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-১
(দেবু)	(এম বর্মন)
ঢাকা মোহামেডান-৫	সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-১
(মুসা-৩, শামসু-১, আত্মঘাতী-১)	(কাম্বিল)
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-৩,	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-১
(খালেদ, আবদুল্লাহ,	
ফতেহ মোহাম্মদ)	(কুতুবউদ্দিন)
ইপিজি প্রেস-১	পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-০
(ভুট্টু)	
ইপিআইডিসি-৩ ফায়ার সার্ভিস-১	
(টুলু-২, জব্বার-১)	(আশরাফ)
রহমতগঞ্জ এমএফএস-২	ঢাকা পুলিশ এসি-০
(দিপু, নয়া)	
ঢাকা মোহামেডান-৪	ইপিজি প্রেস-০
(মুসা, শামসু, প্রতাপ, আত্মঘাতী)	
ঢাকা পুলিশ এসি-১	সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০
(হাফিজ)	
রহমতগঞ্জ এমএফএস-১	ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-০
(নাজির)	
ফায়ার সার্ভিস-২	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-১
(আলম, সরফুদ্দিন)	(আলম)
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-১	ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-১
(কানু)	(হাফিজউদ্দিন)
ইপিজি প্রেস-২	ওয়ারী ক্লাব-০
(মাহমুদ, ভুট্টু)	
ইপিআইডিসি-৩	আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-০
(হাশেম-২, জব্বার-১)	
ঢাকা মোহামেডান-৩	ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-০
(মুসা, আবদুল্লাহ, বশির)	
ফায়ার সার্ভিস-২	রহমতগঞ্জ এমএফএস-১

(আলম, আবুল হোসেন)	
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-২	সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০
(সাবের, দেবু)	
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-২	ইপিআই ডিসি-১
(আব্বাস-২)	(আমিন)
ঢাকা পুলিশ এসি-৭	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-০
(নবী চৌধুরী-৬, সাত্তার-১)	
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-৩	ওয়ারী ক্লাব-০
(বাবুল, জানি, সুজা)	
রহমতগঞ্জ এমএফএস-৩	ইপিজি প্রেস-১
(নয়া, সুলতান, গফুর)	(সামাদ)
ঢাকা মোহামেডান-৪	ঢাকা পুলিশ এসি-০
(শামসু-২, প্রতাপ-১, মুসা-১)	
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-৮	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-১
(সুজা-৪, গণি-১, জানি-১,	
ওয়াহেদ-১, মনজুর-১)	(অলোক)
ইপিআই ডিসি-৩	ওয়ারী ক্লাব-০
(সলিমুল্লাহ-২, জব্বার-১)	
সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-১	ইপিজি প্রেস-১
(ইলিয়াস) (শিবলী)	
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৫	রহমতগঞ্জ এমএফএস-০
(আব্বাস-২, আসলাম-২, আবিদ-১)	
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-১	ফায়ার সার্ভিস-০
(ইউনুস)	
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-১	ঢাকা পুলিশ এসি-০
(দেবু)	
ঢাকা মোহামেডান-৩	পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-০
(প্রতাপ, শামসু, মুসা)	
ওয়ারী ক্লাব-৪	সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০
(ইউনুস-২, নিশীথ-১, তপন-১)	
ইপিআইডিসি-৫	ইপিজি প্রেস-২
(জব্বার, হাবিব, আবদুল্লাহ আকবর,	
সলিমুল্লাহ),	(মাহমুদ, শিবলী)
রহমতগঞ্জ এমএফএস-২	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-০
(নাজির-২)	
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৬	আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-০
(হাফিজউদ্দিন-৩, আসলাম-১,	
আব্বাস-১, রহমত উল্লাহ-১)	
ফায়ার সার্ভিস-৩	ঢাকা পুলিশ এসি-২
(আবুল হোসেন, সামাদ, আলম)	
(নবী চৌধুরী, সাত্তার)	
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-১	ওয়ারী ক্লাব-১
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-১	সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০
ঢাকা মোহামেডান-৬	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-০
(মুসা-৫, কামাল-১)	
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-১	ইপিজি প্রেস-০
(বটু)	
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-০	ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-০
ফায়ার সার্ভিস-৪	ওয়ারী ক্লাব-০
রহমতগঞ্জ, এমএফএস-২	পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-১
পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-২	সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-১
(মুকুল, ইয়াকুব) (আজিজ)	
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৪	ফায়ার সার্ভিস-০
(ইউসুফ, ওমর, আনসার, হাফিজ)	
ইপিজি প্রেস-৩	পাকিস্তান ইস্টার্ণ রেলওয়ে-১
(জালাল-২, নিমাই-১)	
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-৬	ঢাকা পুলিশ এসি-২
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-০	ওয়ারী ক্লাব-০

ইপিআই সিসি-৩	সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-১
(হাবিব, জব্বার, গফুর, বালুচ)	(আত্মঘাতী)
রহমতগঞ্জ এমএফএস-২	আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-০
(নাজির, গফুর)	
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-০	ফায়ার সার্ভিস-০
ইপিজি প্রেস-১	ঢাকা পুলিশ এসি-০
(সেলিম)	
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-৪	আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-০
(আজিম-৩, ইউনুস-১)	
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-৫	ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-০
(সুজা-৩, জানি-২)	
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-১	ফায়ার সার্ভিস-১
(নজরুল) (আশরাফ)	
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-১	সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০
(ইউনুস)	
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৬	ওয়ারী ক্লাব-১
(আসলাম-২, আব্বাস-২,	
হাফিজউদ্দিন-১, ইউসুফ-১)	(নিশীথ)
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-০	পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-০
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-২	ইপিআইডিসি-২
(গণি, মঞ্জুর)	(হাশেম, সলিমুল্লাহ)
ইপিজি প্রেস-২	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-০
(সেলিম-২)	
ঢাকা মোহামেডান-১	আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-০
(শামসু)	
ওয়ারী ক্লাব-৮	সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০
(নিশীথ-৩, ইউনুস-৩, জামিল-২)	
ইপিআইডিসি-৩	ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-১
(হাশেম, মুসা, মারী)	(ইউনুস)
ঢাকা পুলিশ এসি-৩	ফায়ার সার্ভিস-২
(এন ইসলাম-২, নাজির-১)	(গাউস, আশরাফ)
ঢাকা মোহামেডান-১	ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-০
(মুসা)	
ইপিআইডিসি-১	ঢাকা পুলিশ এসি-০
(হাশেম)	
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-২	রহমতগঞ্জ এমএফএস-১
(নজরুল, প্রণয় বর্মন)	(কামাল)
ঢাকা মোহামেডান-৩	ফায়ার সার্ভিস-০
(আবদুল্লাহ, গফুর, শামসু)	
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-২	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-১
(সুজা, গণি)	
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৭	সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০
(আব্বাস-৩, ওমর-২,	
আসলাম-১, আত্মঘাতী-১)	
ওয়ারী ক্লাব-১	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-১
(জামিল আখতার)	(ওয়াসী)
ঢাকা মোহামেডান-১১	রহমতগঞ্জ এমএফএস-১
(শামসু-৬, বশির-২, আবদুল্লাহ-১,	
মুসা-১, প্রতাপ-১)	
ঢাকা পুলিশ এসি-১	আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-০
(নাজির)	
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-৩	ইপিজি প্রেস-১
(খালেদ, আজিম, আবদুল হাই)	(সেলিম)
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-৪	সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-২
(সুজা-৩, গণি-১)	(সিরাজ, হাকিম)
ঢাকা মোহামেডান-২	ইপিআই ডিসি-১
(শামসু, মুসা)	(হাশেম)

(চলবে)

শব্দজট-৬১৩

মু	স্তা	ফি	জু	র	র	হ	মা	ন
শ								বী
তা	স	কি	ন	আ	হ	মে	দ	
ক								
আ	দি	ল	র	শি	দ		কৌ	র
হ								
মে	হে	দী	হা	সা	ন	মি	রা	জ
দ								শ
	ফা	রি	হা	ই	স	লা	ম	

শব্দজট-৬১৩ বিজয়ী

আয়েশা আক্তার, মমিনপুর, সোমপারা, চাটখিল, নোয়াখালী।

শব্দজট-৬১৩ বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ২৫ নভেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

শব্দজট-৬১৩-এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। ফাহিম, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ২। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৪। সানজিদা আক্তার, (সানজিদা) প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৫। অমিত দস্তিদার মন, বাংলাদেশ টি-স্টোরস, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ লেন, ইমামগঞ্জ চকবাজার, চট্টগ্রাম; ৬। আব্বাস উদ্দিন, গ্রাম- দরবেশকাটা, পোস্ট- মকবুলবাদ, চকোরিয়া, কক্সবাজার; ৭। আক্কাছ হোসেন, চরমোল্লাজী, চতলাবাজার, লালমোহন, ভোলা; ৮। গিয়াসউদ্দিন, আলী সাহরদী, মদনগঞ্জ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ; ৯। আয়েশা আক্তার, মমিনপুর, সোমপারা, চাটখিল, নোয়াখালী; ১০। ফারজানা ইসলাম, লামচরী, হাইমচর, চাঁদপুর; ১১। তাহমিনা জান্নাত, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, রোল-৫০, শাখা-খ, প্রভাতী, সরকারি অগ্রগামি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট-৩১০০; ১২। মো. ফাহিম মোনায়েম, নবম শ্রেণি, রোল-৭৮, শাখা-ক, প্রভাতী, সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট-৩৪০০; ১৩। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরে এ বাংলা রোড, (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ১৪। সাবিকুন নাহার ঐশী, প্রযত্নে- মোহাম্মদীয়া মেটাল ইন্ডাস্ট্রি, বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম-৪৩২৬; ১৫। মো. ফাতেহ কাওছার (এসও), জনতা ব্যাংক, পিএলসি, শ্যামপুর শাখা, ফরিদাবাদ, কদমতলী, ঢাকা-১১০৪; ১৬। সোমা দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০, জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ/পশ্চিম পাড় কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৭। ত্রিদীপ দস্তিদার, প্রযত্নে-ডিবি ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৮। অন্ময় নাহা, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৯। প্রত্যয়ী রায়, দাশ গুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২০। মুক্তা রাণী, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২১। রূপম দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০, জামাল খান লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২২। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০, জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৩। কামরুন নাহার শীলা, প্রযত্নে- আবু বকর সিদ্দিক, বালিজুরি বাজার, মাদারগঞ্জ, জামালপুর-২০৪১; ২৪। মো. আবুল হাসেম, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ২৫। মো. আবুল হোসেন, প্রযত্নে- ডা. তারেক আহমেদ, টিএফ ক্যাসেল তৃতীয় তলা, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ২৬। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ বাউনিয়া, ঢাকা; ২৭। মো. ইয়াছিন আরাফাত, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ২৮। নুর জাহান বেগম, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক রোড, খুলনা; ২৯। মো. মোশাররফ হোসেন, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা- ঢাকা-১২০৩; ৩০। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৩১। মো. সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৩৩। মো. ইয়াছিন আরাফাত, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক রোড, খুলনা;

শব্দজট-৬১২ বিজয়ী
মিসেস নুরজাহান বেগম

শব্দজট-৬১৫

১		২		৩				৪
৫						৬		
				৭				
				৮				
	৯							১০
১১								

নাম...

ঠিকানা...

....

....

মোবাইল :..

শব্দজট ৬১৫-এর সূত্র

সূত্রঃ পাশাপাশি

১। ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে লেবাননের বিপক্ষে গোল করা বাংলাদেশি ফুটবলার। ৭। আইসিসি ১৩তম ওডিআই বিশ্বকাপের রানার্সআপ দলের অধিনায়ক। ৮। আইসিসি ১৩তম ওডিআই বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন দল। ১১। আইসিসি ১৩তম ওডিআই বিশ্বকাপে ডাবল সেঞ্চুরিয়ান।

সূত্রঃ উপর নিচঃ

২। আইসিসি ১৩তম ওডিআই বিশ্বকাপে সর্বাধিক উইকেট শিকারি বোলার। ৩। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। ৪। আইসিসি ১৩তম ওডিআই বিশ্বকাপে সর্বাধিক রান সংগ্রাহক ও টুর্নামেন্ট সেরা রানার্সআপ দলের ব্যাটসম্যান। ৫। আইসিসি ১৩তম ওডিআই বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক। ৬। আইসিসি ১৩তম ওডিআই বিশ্বকাপের রানার্সআপ দল। ৯। ক্রিকেট খেলায় ব্যাটস ম্যানরা যা সংগ্রহ করে। ১০। আইসিসি ১৩তম ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ অর্জন করা চ্যাম্পিয়ন দলের ব্যাটসম্যান।

মোঃ আব্বাছ উদ্দিন, গ্রামঃ দরবেশ কাটা, পোঃ মকবুলাবাদ, থানাঃ চকরিয়া, জেলাঃ কক্সবাজার।

নিবন্ধ

আলোকিত তাইজুল, মিরাজ এবং সাকিবের বিকল্প খুঁজে ফেরা

রাজীব আহমেদ

বাংলাদেশ তথা বিশ্ব ক্রিকেটের এক উজ্জ্বল তারকা, বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার হিসেবে পুরো ক্রিকেট বিশ্বে যার সুখ্যাতি সেই সাকিব আল হাসান টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায় নিয়েছেন এটা পুরাতন খবর। নিজের বিদায়ী টেস্ট ম্যাচটা দেশের মাটিতে খেলতে চাইলেও নানা বিতর্কে জড়িয়ে থাকায় শেষ টেস্টটা খেলার সুযোগ পাননি তিনি। প্রথম টেস্টের জন্য ঘোষিত দলেও ছিলেন এই বিশ্বসেরা তারকা। নিরাপত্তা ইস্যুতে শেষ পর্যন্ত সাকিবের বিকল্প খুঁজতে বাধ্য হয় বিসিবি। ঘরোয়া ক্রিকেটে সাফল্য থাকায় স্পিনার হাসান মুরাদকে সাকিবের বিকল্প হিসেবে দলে ডাকেন গাজী আশরাফ হোসেন লিপুর নির্বাচক প্যানেল। তবে এই রিপ্লেসমেন্ট অনেকটা চমক হিসেবে দেখা মেলে। কারণ, অলরাউন্ডার সাকিবের জায়গায় একজন অপরিচিত বোলারের অন্তর্ভুক্তি। যদিও প্রথম টেস্টের মূল একাদশে এবারও জায়গা হয়নি তাঁর। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার জাতীয় দলে ডাক পেলেন মুরাদ। বাঁহাতি এই স্পিনার গত বছর নিউজিল্যান্ড সিরিজে দলের সঙ্গে থাকলেও খেলা হয়নি।

এখন কথা হলো, কে হবেন সাকিবের উত্তরসূরি! সাকিব যেভাবে ব্যাটে বলে লড়াই করে গেছেন, তাঁর বিকল্প কেবল বাংলাদেশেই নয়, ক্রিকেট বিশ্বে খুঁজে মেলা ভার। একজন জেনুইন ব্যাটার, একজন জেনুইন বোলার। সেটাও আবার সব ফরম্যাটে। তিনি দলে থাকা মানেই একজন বাড়তি ব্যাটার খেলানোর সুযোগ। সেই হিসেবে সাকিবের বিকল্প হিসেবে কেবল একজনকে কাছাকাছি রাখা যায়। তিনি মেহেদি হাসান মিরাজ। তিন ফরম্যাটেই সাফল্য আছে তাঁর। তবে সাকিবের বিকল্প হিসেবে নিজেকে মানতে নারাজ মিরাজ। আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় চক্রে ৫০০ রান ও ৩০ উইকেটের 'ডাবল' পেয়ে গেছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মিরপুর টেস্টে ফিফটি করে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৩-২৫ চক্রে ৫০০ রান ছাড়িয়ে গেছেন তিনি। এই চক্রে মিরাজের ৩০ উইকেট হয়েছে বাংলাদেশ দলের সর্বশেষ ভারত সফরেই।

এদিকে ব্যাট হাতে অতটা কার্যকর না হলেও লোয়ার অর্ডারে মাঝেমধ্যে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন টেস্ট দলের বিশেষায়িত স্পিনার তাইজুল। এই তো প্রথম টেস্টে যখন যাওয়া-আসায় ব্যস্ত টপ অর্ডার তখন ৩১ বলে ১৬ রান করে শতরানের গণ্ডি পার করান তাইজুল, যা ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংগ্রহ। দলের এমন দুর্দান্ত কিছু পরিস্থিতি বুঝে ব্যাটিং ও লম্বা সময় বল করার সক্ষমতা এবং সাফল্য টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশ দলে ভারসাম্য এসেছে তাইজুল ইসলামের হাত ধরে। তারপরও দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেট নিয়ে সাকিব আল হাসানকে পেছনে ফেলে টেস্টে বাংলাদেশের মাটিতে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হয়ে গেছেন এই বাঁহাতি স্পিনার। বাংলাদেশে ৩৪ টেস্টে ১৬৫ উইকেট তাইজুলের। ৪৫ টেস্টে ১৬৩ উইকেট নিয়ে দুইয়ে সাকিব আল হাসান। বাংলাদেশের মাটিতে টেস্টে এ ছাড়া ১০০

উইকেট আছে মেহেদী হাসান মিরাজের ১০৪। প্রথম ইনিংসে দুর্দান্ত বোলিং করে টেস্টে ১৩তম বারের মতো ৫ উইকেট নিলেন। টেস্ট ক্রিকেটে নিজের ২০০তম উইকেটও পেলেন এই ইনিংসে।

যা-ই হোক সাকিবের শূন্যতা সহসা পূরণ হওয়ার নয়। আবার সাকিব ছাড়া সাফল্য আসবে না, এমনটাও নয়। আসা যাওয়ার পথ পরিক্রমায় প্রতিটি দলকেই এমনটা সামলাতে হয়। আমরা আশা করব মিরাজের মতো আরও একজন অলরাউন্ডারের দেখা মিলবে বাংলাদেশ দলে। টেস্টে মিরাজ, তাইজুলরা। টি-টোয়েন্টিতে রিশাদ, সাইফুদ্দিনরা ঘাটতি পূরণে এগিয়ে আসবে।

ফিলিপাইনরে বিপক্ষে গোলের পর বাংলাদেশ দল

এবারও ব্যর্থ বাংলাদেশ

মুহাম্মদ রফিকুল হায়দার

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও সমস্যা নেই। রানার্সআপেও মিলতো এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবলের চূড়ান্ত পর্বে খেলার ছাড়পত্র। সেই রানার্সআপও অল্পের জন্য হতে পারেনি বাংলাদেশ। এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবলের 'বি' গ্রুপে বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া এবং ফিলিপাইন তিন দলেরই পয়েন্ট সমান ৬ হয়। এরপর এই তিন দলের পারস্পরিক ম্যাচের গোলে ফিলিপাইনের গোল +১ হয়। বাংলাদেশের ছিল শূন্য। অর্থাৎ তারা ফিলিপাইনকে ১-০তে হারালেও কম্বোডিয়ার কাছে ০-১ গোলে হারে। অন্য দিকে কম্বোডিয়া ১-০ গোলে বাংলাদেশকে হারালেও ০-২ গোলে হারে ফিলিপাইনের কাছে। তাদের গোল পার্থক্য -১। এই বাছাই পর্বের ১০ গ্রুপের সেরা ৫ রানার্সআপের একটি হওয়ারও সুযোগ নষ্ট করে সাইফুল বারী টিটুর দল। ফলে আগামী বছর সৌদি আরবে গিয়ে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবলের চূড়ান্ত পর্বে খেলা হলো না নাজমুল হুদা ফয়সালদের। অন্য সময়ের মতোই এবারও সেই অল্পের জন্য ফাইনাল রাউন্ড মিস করার কষ্ট নিয়ে দেশে ফিরতে হলো লাল-সবুজ যুবাদের। এই আসরে বাংলাদেশ দলে খেলেন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী লেফট উইং ব্যাক আরহাম ইসলাম। বাংলাদেশ দলের এই ব্যর্থতার ফলে ২০০৭ সালের পর আর এই আসরের চূড়ান্ত পর্বে খেলা হলো না।

১৯-২৭ অক্টোবর কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে অনুষ্ঠিত হয় এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবলের 'বি' গ্রুপের বাছাই পর্ব। এতে গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তান, আসিয়ান অঞ্চলের দুই দেশ কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম এবং চীনের পাশ্ববর্তী দেশ ম্যাকাও। ইরান, জাপান, সৌদি আরব, কাতার, উজবেকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়া না থাকায় টিটু বাহিনীর জন্য দারুন সুযোগ ছিল এবারের বাছাই পর্ব ডিঙ্গানো। কারন ক'দিন আগেই অনূর্ধ্ব-১৭ সাফে রানার্সআপ হওয়া বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতা আছে গ্রুপের দল গুলোকেস হারানোর। তবে সাফের ফাইনালে খেলা আর অতীতের কোনো অভিজ্ঞতাই কাজে আসেনি ফয়সালদের। চার ম্যাচের দু'টিতে হেরে বিদায় নিতে হলো। অন্য গ্রুপ থেকে রানার্সআপ হয়ে কোয়ালিফাই করেছে চীন , ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ওমান। রানার্সআপ হয়েও ব্যর্থ কাতার, ইরাক, মালয়েশিয়ার মতো দল। যে কোনো আসরের প্রথম ম্যাচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ম্যাচে জয়ে শুরু করলে বাকী মিশনটা সফল করা সহজ হয়। সেই কাজই করতে ব্যর্থ হয়েছে ফয়সাল-আলিফ-মোর্শেদরা। ১৯ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচের প্রতিপক্ষ ছিল স্বাগতিক কম্বোডিয়া। সে ম্যাচে বেশ কয়েকটি গোলের চান্স মিস করে শেষ পর্যন্ত ৮৫ মিনিটে খেলার ধারার বিপরীতে গোল খেয়ে হেরে যায়। টুর্নামেন্ট শেষে দেখা গেল বাংলাদেশ এই ম্যাচে জিতে থাকলে তাদের আর কোনো সমস্যাই হতো না। কারণ কম্বোডিয়া শেষ ম্যাচে হেরে বসে ফিলিপাইনের কাছে।

এই ম্যাচে হারের পর যুব লাল-সবুজদের পরের ম্যাচ গুলোতে জয়ের বাধ্যবাদকতা দাঁড়ায়। এর মধ্যে তিন ম্যাচের দু'টিতে জিতলেও চতুর্থ ম্যাচে আফগানিস্তানের কাছে হেরে সর্বনাশ। যদিও পরে দেখা গেল আফগানদের সাথে ড্র করলেও চলতো। প্রথম ম্যাচের পর তিনদিন বিরতি পায় বাংলাদেশ। এই সময়ে ফুটবলাররা প্রথম খেলার ধকল ভালো ভাবেই সামলিয়ে উঠে। তবে তাদের ২৩ অক্টোবর কস্টের জয়ই পেতে হয়েছে ফিলিপাইনের বিপক্ষে। প্রথমেই পেনাল্টি পায় ফিলিপাইন। বাংলাদেশ কিপার আলিফ রহমান সে পেনাল্টি রুখে দিয়ে দলকে রক্ষা করেন। ম্যাচের বাকী সময়ে তার আরও কয়েকটি দূর্দান্ত সেভই আসরের প্রথম জয় এনে দেয়। আলিফের পেনাল্টি সেভের পর ১৮ মিনিটে মিডফিল্ডার শফিক রহমানের দর্শনীয় ফ্রি-কিকের শটে এগিয়ে যায় ঢাকা থেকে যাওয়া দলটি। যদিও পরে তার আরেকটি ফ্রি-কিক অল্পের জন্য বার উচিয়ে গেলে দ্বিতীয় গোল আসেনি। বাংলাদেশ ফরোয়ার্ডরা আরও কয়েকটি মিস করেন এই ম্যাচে। এরপরও ১-০ গোলের জয়ে চূড়ান্ত পর্বে উঠার আশা জিইয়ে থাকে।

২৫ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল অতি দুর্বল ম্যাকাও। আগের দুই ম্যাচে দলটি ০-৭ ও ০-৯ গোলে হেরেছিল যথাক্রমে ফিলিপাইন ও আফগানিস্তানের কাছে। তাই বাংলাদেশ তাদের

বিপক্ষে বড় জয় পাবে এটাই ছিল প্রত্যাশিত। অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়সালের হ্যাটট্রিকে (৪ গোল) সেই বড় জয়ই পেয়েছিল। যা তাদের গোল গড় বাড়িয়ে রাখার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। ৪০, ৭৪ , ৮১ ও ৮৩ মিনিটে চার গোল করেন এই মিডফিল্ডার। ৬৫ মিনিটে মোহাম্মদ মানিক এবং ৭১ মিনিটে রিফাত কাজী অপর দুই গোল করেন। ৭৩ মিনিটে ম্যাকাও এর তাং তিন আত্মঘাতী গোল করলে বাংলাদেশের ৭ গোলে জয় নিশ্চিত হয়। সেদিনই অপর ম্যাচে আফগানিস্তান ৩-১ গোল কম্বোডিয়াকে হারালে বাংলাদেশ ভালো অবস্থান চলে যায়। তাই ২৭ অক্টোবর শেষ ম্যাচে তাদের জিতলেই চলতো। এমনকি ড্র করলেও তাদের চূড়ান্ত পর্বে যাওয়া হতো। কারণ সেদিনই অপর ম্যাচে ফিলিপাইন ২-০ গোলে কম্বোডিয়াকে হারিয়ে দেয়। তবে বাংলাদেশ দুই দফা লিড নিয়েও গোলরক্ষক আলিফ এবং ডিফেন্ডারদের ভুলে ২-৩ গোলে হেরে বসে।

৬ মিনিটে মিঠু চৌধুরীর দারুণ এক সাইড ভলিতে আফগানদের জালে বল পাঠায় বাংলাদেশ। তবে সেই গোল বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৩০ মিনিটে আফগানিস্তান যখন সমতা সূচক গোল করে তখন পোস্ট ছেড়ে বেশ বাইরে গোলরক্ষক আলিফ রহমান। মাঝ রেখার একটি সামনে বলের দখল নিয়ে আফগান ফুটবলার ইয়াসের শাফি দেখে ফেলেন বাংলাদেশ কিপার পোস্টের বেশ বাইরে। প্রায় বক্সের মাথায় অবস্থান করছেন। ফলে প্রায় ৪০ গজ দূর থেকে নেয়া তার শটে শটে কিছুই করতে পারেননি এগিয়ে থাকা আলিফ।

প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে ফের লিড নেয় টিটু বাহিনী। এবার অধিনায়ক ফয়সালের নেয়া কর্নার থেকে সৃষ্ট জটলার পর শফিকের পা ঘুরে আসা বলে সাইড ভলি মেরে দলকে উল্লাসে মাতান মোর্শেদ আলী। ২-১ এ লিড নিয়ে বিরতীতে যায় বাংলাদেশ। তবে দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়দের গোল মিস আর ডিফেন্ডারদের ভুলেই হারতে হয়েছে। ৬২ মিনিটে মিলাদ নুরী এবং ৬৯ মিনিটে আরাশ আহমাদী গোলে ছিল ডিফেন্সের মার্কিং দুর্বলতা এবং বল ক্লিয়ারেন্সে বিলম্ব। যদিও বাংলাদেশ এরপরও ম্যাচ ড্র করার সুযোগ পেয়েছিল। শেষ দিকে অধিনায়ক ফয়সালের ফাঁকা হেড বারের সামান্য উপর দিয়ে গেলে এবং ইনজুরি টাইমের শেষ কয়েক সেকেন্ডে গোল মিস হওয়ায় ন্যূনতম ড্র জোটেনি। বাংলাদেশ দলের সহকারী কোচ আতিকুর রহমান মিশু এই হারের জন্য গোল গোল মিস এবং ডিফেন্স ও গোলরক্ষকের ভুলকেই দায়ী করলেন। জানান, আফগানিস্তান এই গ্রুপের সেরা দল। ম্যাকাও ও ফিলিপাইনের বিপক্ষে ভুল করলে রক্ষা পাওয়া যায়। তবে আফগানিস্তানের মতো দলের বিপক্ষে এই সব ভুলের খেসারত দিতেই হয়। সেটাই হয়েছে। ফলে বাংলাদেশকে ৩-২ গোলে হারিয়ে চূড়ান্ত পর্বে উন্নীত হয় আফগানিস্তান। তারা ছাড়াও উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, উজবেকিস্তান, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়েমেন ও তাজিকিস্তান নিজ নিজ গ্রুপের সেরা হয়ে চূড়ান্ত পর্বে উঠেছে এই আসরের।

কম্বোডিয়ার বিপক্ষে খেলা বাংলাদেশ দল

আলিফ রহমান, ইমরামুল ইসলাম, কামাল মৃধা, মিঠু চৌধুরী, শফিক রহমান, নাজমুল হুদা ফয়সাল (মানিক ৬৭ মি.), মোর্শেদ আলী, অপু রহমান (জয় আহমেদ ৭৮ মি.), শেখ সংগ্রাম, সালাহউদ্দিন শাহেদ , আরহাম ইসলাম।

ফিলিপাইনের বিপক্ষে খেলা দল

আলিফ রহমান, ইমরামুল ইসলাম, কামাল মৃধা, মিঠু চৌধুরী, শফিক রহমান, নাজমুল হুদা ফয়সাল , মোর্শেদ আলী (আবদুল রিয়াদ ৯১ মি.), অপু রহমান (মানিক ৯১ মি.), শেখ সংগ্রাম, সালাহউদ্দিন শাহেদ, আরহাম ইসলাম (রিফাত কাজী ৭৫ মি.)।

ম্যাকাও এর বিপক্ষে খেলা দল

আলিফ রহমান, ইমরামুল ইসলাম, কামাল মৃধা, মিঠু চৌধুরী, শফিক রহমান, নাজমুল হুদা ফয়সাল, মোর্শেদ আলী (জয় আহমেদ ৬৪ মি.), অপু রহমান (মানিক ৬৫ মি.), শেখ সংগ্রাম, সালাহউদ্দিন শাহেদ , আরহাম ইসলাম (রিফাত কাজী ৬৮ মি.)।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলা দল

আলিফ রহমান, ইমরামুল ইসলাম, কামাল মৃধা, মিঠু চৌধুরী, শফিক রহমান, নাজমুল হুদা ফয়সাল (মানিক ৬৭ মি.), মোর্শেদ আলী, অপু রহমান (রিফাত কাজী ৭৪ মি.) শেখ সংগ্রাম, সালাহউদ্দিন শাহেদ (জয় ৮৭ মি.), আরহাম ইসলাম (মানিক ৩৭ মি.) (মেহেদী হাসান ৮৭ মি.)।

আরও যারা দলের সাথে ছিলেন, ইসমাইল হোসেন রাকিব, তাসিন সাহেব, সানি দাস, মোহাম্মদ রাজ, আবদুল রিয়াদ ফাহিম, খলিলুর রহমান আনোয়ার, সঞ্জয় তাপু, আকাশ আহমেদ।

এক নজরে বাংলাদেশের ম্যাচের ফল

বাংলাদেশ ০-১ কম্বোডিয়া

বাংলাদেশ ১-০ ফিলিপাইন (শফিকুর রহমান)

বাংলাদেশ ৭-০ ম্যাকাও (ফয়সাল ৪, মানিক, রিফাত, আত্মঘাতী)

বাংলাদেশ ২-৩ আফগানিস্তান (মিঠু , মোর্শেদ)

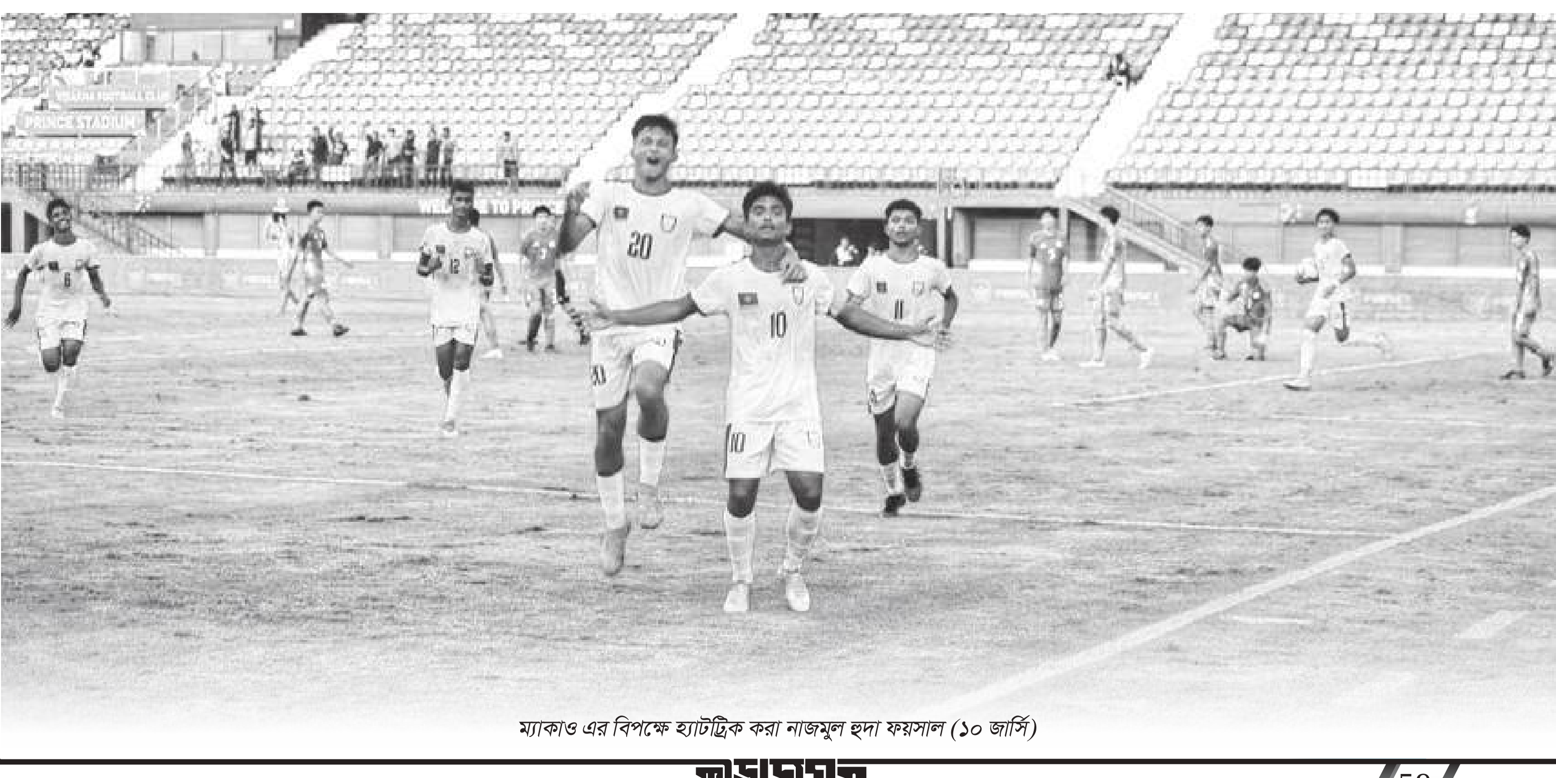

ম্যাকাও এর বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করা নাজমুল হুদা ফয়সাল (১০ জার্সি)

কিউইই মেয়েদের প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়

মো. মাহবুবুর রশিদ

নারীদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এই প্রথমবার শিরোপা জয়ের পর ট্রফি নিয়ে উদ্বেলিত নিউজিল্যান্ডের মেয়েরা...

অবশেষে নারীদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের কীর্তি গড়ল নিউজিল্যান্ড। সেই ২০০৯ সালে টুর্নামেন্টের প্রথম আসরের ফাইনালে স্বাগতিক ইংল্যান্ডের কাছে ৬ উইকেটে হেরে রানার্সআপ হয়েছিল কিউই মেয়েরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজে পরেরবার (২০১০) রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে মাত্র ৩ রানে জিতে নিউজিল্যান্ড নারী দলের স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় অস্ট্রেলিয়া। পরপর দুই ফাইনাল হারের হতাশায় মুহ্যমান কিউই মেয়েরা এরপর আর ফাইনালেই উঠতে পারেনি। দীর্ঘ ১৪ বছর পর এবার তৃতীয়বারের মতো ফাইনালে নাম লিখিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করে অলরাউন্ডার সোফি ডিভাইনের নেতৃত্বে প্রথম শিরোপা জিতে নিয়েছে নিউজিল্যান্ড উইমেন্স ক্রিকেট টিম। এর আগে নিজেদের আঙিনায় ২০০০ সালে অজি নারী দলকে হারিয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপেও একবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কিউই মেয়েরা।

অন্যদিকে এই নিয়ে পরপর দুবার রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো দক্ষিণ আফ্রিকা নারী দলকে। গত বছর ঘরের মাঠের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১৯ রানে হেরে যাওয়া প্রোটিয়া মেয়েরা এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের কাছে পরাজিত হয়েছে ৩২ রানের ব্যবধানে। ব্ল্যাক ক্যাপস মেয়েদের মতোই টানা দুই ফাইনাল হারের দুঃসহ যন্ত্রণা সঙ্গী হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার। ছেলেদের ক্রিকেট হোক কিংবা মেয়েদের- প্রোটিয়াদের ভাগ্যে বুঝি বিশ্বকাপ ট্রফি লেখা নেই! চলতি বছরই যেমন পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে প্রথমবার উঠে রোহিত শর্মার ভারতের বিপক্ষে ৭ রানে হেরে গিয়েছিল এইডেন মার্করামের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকা। ক্রিকেট বিধাতা কেন যে দেশটির প্রতি এতটা নির্দয় হচ্ছেন, কে জানে!

উপর্যুপরি দুই ফাইনাল হেরে বিষণ্ন দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েরা। সামনে অধিনায়ক লরা উলভার্ট, যাঁর ব্যাট থেকে এবার এসেছে সর্বোচ্চ রান

শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশ থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে সরে যাওয়া নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দাপট দেখিয়েই শুরু করেছিল অস্ট্রেলিয়া। সর্বোচ্চ ছয়বারের শিরোপাজয়ী অজি মেয়েরা একমাত্র দল হিসেবে গ্রুপ পর্বে জিতেছিল টানা চার ম্যাচ। শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে, নিউজিল্যান্ডকে ৬০ রানে, পাকিস্তানকে ৯ উইকেটে এবং ভারতকে ৯ রানে হারিয়ে ফেবারিটের মতোই এগিয়ে চলা অস্ট্রেলিয়া নারী দলকে শেষ চারের লড়াইয়ে অভাবনীয়ভাবে রুখে দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনালে প্রোটিয়া মেয়েদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি অজি নারী দল, পরাজিত হয় একচেটিয়াভাবে ৮ উইকেটে। অস্ট্রেলিয়ার ৫ উইকেটে করা ১৩৪ রান টপকাতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে খেলতে হয় ১৭.২ ওভার, হারাতে হয় কেবল ২ উইকেট। অথচ ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে পাত্তাই পায়নি প্রোটিয়া মেয়েরা। এর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১০ উইকেটে উড়িয়ে দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করা দক্ষিণ আফ্রিকা নারী দল পরের ম্যাচেই ইংল্যান্ডের কাছে হেরে বসে ৭ উইকেটে, যদিও পরবর্তী সময়ে স্কটল্যান্ড ও বাংলাদেশকে যথাক্রমে ৮০ রান ও ৭ উইকেটে পরাজিত করে ৬ পয়েন্ট পেয়ে 'বি' গ্রুপের দ্বিতীয় সেরা দল হিসেবে পায় সেমিফাইনালের টিকিট। একই গ্রুপে ৬ পয়েন্ট ছিল ইংল্যান্ডেরও, কিন্তু নেট রান রেটে পিছিয়ে থাকায় কপাল পোড়ে ইংলিশ মেয়েদের।

অন্যদিকে ভারতের বিপক্ষে ৫৮ রানের জয়ে নিউজিল্যান্ড নারী দল শুরু করেছিল বিশ্বকাপ মিশন। অবশ্য দ্বিতীয় ম্যাচেই তারা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে হার মানে ৬০ রানে। তবে পরপর দুই ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে এবং পাকিস্তানকে ৫৪ রানে পরাজিত করে ৬ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' গ্রুপের দুই নম্বর দল হিসেবে সেমিফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নেয় কিউই মেয়েরা। শারজায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৮ রানের রুদ্ধশ্বাস এক জয় পায় নিউজিল্যান্ড। ১২৯ রান তাড়া করতে গিয়ে কিউই নারী দলের দুর্দান্ত বোলিং-ফিল্ডিংয়ে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১২০ রানে আটকে যায় ২০১৬ আসরের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ক্যারিবীয় মেয়েরা।

দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে টসে জিতে নিউজিল্যান্ডকে প্রথমে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানান দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা উলভার্ট।

নারীদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের রোল অব অনার...						
আসর	সাল	স্বাগতিক	দল	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ	প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট
প্রথম	২০০৯	ইংল্যান্ড	৮টি	ইংল্যান্ড	নিউজিল্যান্ড	ক্লেয়ার টেইলর (ইংল্যান্ড)
দ্বিতীয়	২০১০	ও. ইন্ডিজ	৮টি	অস্ট্রেলিয়া	নিউজিল্যান্ড	নিকোলা ব্রাউনি (নিউজিল্যান্ড)
তৃতীয়	২০১২	শ্রীলঙ্কা	৮টি	অস্ট্রেলিয়া	ইংল্যান্ড	চার্লোটি এডওয়ার্ডস (ইংল্যান্ড)
চতুর্থ	২০১৪	বাংলাদেশ	১০টি	অস্ট্রেলিয়া	ইংল্যান্ড	আন্না শ্রাবসোল (ইংল্যান্ড)
পঞ্চম	২০১৬	ভারত	১০টি	ও. ইন্ডিজ	অস্ট্রেলিয়া	স্টেফানি টেইলর (ও. ইন্ডিজ)
ষষ্ঠ	২০১৮	ও. ইন্ডিজ	১০টি	অস্ট্রেলিয়া	ইংল্যান্ড	অ্যালিসা হিলি (অস্ট্রেলিয়া)
সপ্তম	২০২০	অস্ট্রেলিয়া	১০টি	অস্ট্রেলিয়া	ভারত	বেথ মুনি (অস্ট্রেলিয়া)
অস্টম	২০২৩	দ. আফ্রিকা	১০টি	অস্ট্রেলিয়া	দ.আফ্রিকা	অ্যাশলেই গার্ডনার (অস্ট্রেলিয়া)
নবম	২০২৪	আ.আমিরাত	১০টি	নিউজিল্যান্ড	দ.আফ্রিকা	অ্যামেলিয়া কের (নিউজিল্যান্ড)

অ্যামেলিয়া কেরের ৩৮ বলে ৪৩, ব্রুক হাল্লিডের ২৮ বলে ৩৮ ও ওপেনার সুজি বেটসের ৩১ বলে ৩২ রানের ওপর ভর করে কিউই মেয়েরা স্কোরবোর্ডে জমা করে ৫ উইকেটে ১৫৮ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর। ২টি উইকেট পান বাঁহাতি স্পিনার নোনকুলুলেকো এমলাবা এবং ১টি করে উইকেট তুলে নেন আয়াবোঙ্গা খাকা, ক্লোয়ে ট্রিয়ন ও নাদিনে ডি ক্লার্ক। রান তাড়া করতে নেমে ওপেনিং জুটিতে ৫১ রান তুলে দারুণ শুরু করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ৬.৫ ওভারের মাথায় ব্যক্তিগত ১৭ রান (১৮ বলে) করে তাজমিন ব্রিটসের আউটের কিছুক্ষণ পর অন্য ওপেনার লরা উলভার্টও (২৭ বলে ৩৩) প্যাভেলিয়নে ফিরলে সেই যে আচমকা পথ হারিয়ে ফেলে প্রোটিয়াদের ব্যাটিং লাইনআপ, এরপর আস্কিং রেটের সঙ্গে তাল সিলিয়ে বলতে গেলে জয়ের ন্যূনতম সম্ভাবনাই জাগাতে পারেনি তারা। ৬৪ রানে তৃতীয়, ৭৭ রানে চতুর্থ ও পঞ্চম, ৯৭ রানে ষষ্ঠ, ১১১ রানে সপ্তম, ১১৭ রানে অষ্টম এবং ১২০ রানে নবম উইকেট হারানো দক্ষিণ আফ্রিকা শেষ পর্যন্ত পুরো ২০ ওভার খেলে ১২৬ রান পর্যন্ত গিয়ে সহজেই ম্যাচটা হেরে যায় ৩২ রানে। দুই ওপেনারের পর ক্লোয়ে ট্রিয়ন (১৬ বলে ১৪) ও অ্যান্নেরি ডির্কসেন (৯ বলে ১০) ছাড়া আর কেউ দুই অংকের কোটায় যেতে পারেননি। নিউজিল্যান্ডের প্রত্যেক বোলারই ভালো ও নিয়ন্ত্রিত বল করেন। এর মধ্যে লেগ স্পিনার অ্যামেলিয়া কের ও ডানহাতি পেসার রোজমেরি মেয়ার উভয়েই শিকার করেন ৩টি করে উইকেট। ১টি করে উইকেট লেখা হয় ইডেন কার্সন, ফ্রান জোনাস ও ব্রুক হাল্লিডের নামের পাশে।

প্রথমে ৩৮ বলে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৪৩ রান এবং পরে বল হাতেও সেরা পারফর্মার (৪-০-২৪-৩) হওয়ার সুবাদে প্লেয়ার অব দ্য ফাইনালের পুরস্কার জিতে নেন নিউজিল্যান্ডের অ্যামেলিয়া কের। দলকে বিশ্বকাপ জেতানোর ক্ষেত্রে সামনে থেকে পথ দেখিয়ে ২৪ বছর বয়সী এই কিউই অলরাউন্ডার একইসঙ্গে পেয়েছেন প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টের খেতাবও। লেগ স্পিনের ক্যারিশমা দেখিয়ে বিশ্বকাপে সর্বাধিক ১৫ উইকেটের (৬ ম্যাচে ৭.৩৩ গড়ে, সেরা ৪/২৬) পাশাপাশি ৬ ইনিংসে ২৭.০০ গড়ে (সর্বোচ্চ ৪৩) ১৩৫ রান করেছেন অ্যামেলিয়া কের। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১২ উইকেট (৬ ম্যাচে ১১.৩৩ গড়ে) নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁহাতি স্পিনার নোনকুলুলেকো এমলাবা। টুর্নামেন্টে ব্যাটিংয়ে সবচেয়ে বেশি ২২৩ রান (৬ ম্যাচে ৪৪.৬০ গড়ে, সর্বোচ্চ অপরাজিত ৫৯) এসেছে রানার্সআপ প্রোটিয়া দলের অধিনায়ক লরা উলভার্টের ব্যাট থেকে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮৭ রান (৬ ম্যাচে ৩৭.৪০ গড়ে, সর্বোচ্চ অপরাজিত ৫৭) করেছেন তাঁর সতীর্থ তাজমিন ব্রিটস।

সেই সুজি ও সোফির হাতে বিশ্বকাপ

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পরপর দুই ফাইনালে হারের দুঃস্বপ্নের ক্ষত এতদিন বুকে জমিয়ে রেখেছিলেন নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটস ও সোফি ডিভাইন। দু'জনই পেস অলরাউন্ডার। ২০০৯ ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সুজি ওপেনিং করতে নেমে আউট হয়েছিলেন ১ রানে, পরে পাননি কোনো উইকেট। ওই ম্যাচে নয়ে নামা সোফির ব্যাট থেকে এসেছিল ১০, নিয়েছিলেন ১ উইকেট। ২০১০ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সুজি করেন ১৮, বোলিং করেননি। আর সোফি ২ উইকেট পাওয়ার পর অপরাজিত ছিলেন ৩৮ রানে, দেখেছেন দলের ৩ রানের হৃদয়ভাঙা হার! এবার ৩৫ বছর বয়সী সোফি ডিভাইনের নেতৃত্বেই মরুদ্যানে শিরোপা-উৎসব করেছে নিউজিল্যান্ড। আর ৩৭ বছর বয়সী সুজি বেটস দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ফাইনালে খেলেছেন ৩২ রানের কার্যকরী ইনিংস। কিউই নারী দলের এই দুই অভিজ্ঞ তারকা ক্যারিয়ারের শেষ বেলায় হাতে পেয়েছেন আকাঙ্ক্ষিত বিশ্বকাপ। এবার খুশিমনে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে পারবেন তাঁরা।

ব্যালন ডি'অরে স্প্যানিশদের জয়জয়কার

আনওয়ার আহমেদ মুন

দুই দশক রাজত্বের পর এবার প্রথমবারের মতো ব্যালন ডি'অরের তালিকায় ছিলেন না দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাতারকা লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। ১৯৫৬ সাল থেকে ফ্রান্স ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে দেওয়া ফুটবলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই পুরস্কারে তাঁদের মতো এমন লম্বা সময় ধরে দাপট ছিল না কারও। সেই অধ্যায় পেরিয়ে এবার সম্পূর্ণ নতুন তারকা-যুগের সূচনা ঘটেছে!

ব্যালন ডি'অরের ৬৮তম আসরে পুরুষদের বর্ষসেরা ফুটবলারের নাম ঘোষণা করতেই বিজয়ীর চোখে জল চলে আসে, এরপর ক্রাচে ভর দিয়েই প্যারিসের বিখ্যাত থিয়েটার দু শাতলেটের মঞ্চে ওঠেন তিনি। পুরস্কার হাতে নিয়েছেন তখনও চোখের জল ছল ছল করছি। পুরস্কার গ্রহণ শেষে অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়েও চোখের জল মুছছিলেন তিনি। তিনি আর কেউ নন, ম্যানচেস্টার সিটির ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার স্প্যানিশ তারকা ফুটবলার রদ্রি। যার পুরো নাম রদ্রিগো হার্নান্দেজ ক্যাসকান্তে।

২০২৪ সালের ব্যালন ডি'অর বিজয়ীরাঃ

বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলার (ব্যালন ডি'অর জয়ী): রদ্রিগো হার্নান্দেজ রদ্রি (স্পেন, ম্যানচেস্টার সিটি)

বর্ষসেরা নারী ফুটবলার (ব্যালন ডি'অর জয়ী): আইতানা বোনমাতি (স্পেন, বার্সেলোনা)

বর্ষসেরা উদীয়মান তারকা (কোপা অ্যাওয়ার্ড): লামিনে ইয়ামাল (স্পেন, বার্সেলোনা)

বর্ষসেরা গোলরক্ষক (ইয়াসিন অ্যাওয়ার্ড): এমিলিয়ানো মার্তিনেজ (আর্জেন্টিনা, অ্যাস্টন ভিলা)

বর্ষসেরা স্ট্রাইকার (গার্ড মুলার অ্যাওয়ার্ড): হ্যারি কেইন/কিলিয়ান এমবাপ্পে

বর্ষসেরা পুরুষ ক্লাব: রিয়াল মাদ্রিদ

বর্ষসেরা নারী ক্লাব: বার্সেলোনা

বর্ষসেরা পুরুষ কোচ: কার্লো আনচেলত্তি (রিয়াল মাদ্রিদ)

বর্ষসেরা নারী কোচ: এমা হায়েস (চেলসি)

সক্রেটিস অ্যাওয়ার্ড (ফেয়ার প্লে): জেনিফার হারমোসো (স্পেন)

কোচিং করার অপেক্ষায় নাসির উদ্দিন চৌধুরী

ওমর ফারুক রুবেল

সেই ২০০৯ সালে মোহামেডানের হয়ে খেলা শুরু। দীর্ঘদিন ফুটবল মাঠে দাপটের সঙ্গে খেলে অবশেষে প্রিমিয়ার ফুটবল লিগ থেকে অবসরের ঘোষণা দিলেন নাসির উদ্দিন চৌধুরী। ১৯৯৮ সালে সেনাবাহিনীর হয়ে খেলা শুরু করা নাসির উদ্দিন চৌধুরী শেষ করলেন চট্টগ্রাম আবাহনীর হয়ে। দীর্ঘ ১৫ বছর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ খেলে অবশেষে থামলেন ৪৪ বছরের নাসির উদ্দিন চৌধুরী। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে বেশি বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে দাপটের সঙ্গেই খেলছিলেন নাসির উদ্দিন। গত মৌসুম শেষ হওয়ার পরই তিনি পেশাদার ফুটবল ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছিলেন। চট্টগ্রাম রাঙ্গুনিয়ার নাসির উদ্দিন চট্টগ্রামের দল আবাহনীতে খেলেই শেষ করলেন পেশাদার ক্যারিয়ার। তবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ছাড়লেও ফুটবল ছাড়ছেন না নাসির উদ্দিন। মোহামেডান, আবাহনী, বসুন্ধরা কিংস, শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র, শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, চট্টগ্রাম আবাহনীতে খেলা নাসির উদ্দিনকে এখন দেখা যাবে জেলা লিগে। নাসির উদ্দিন বলেন, 'আমি চট্টগ্রাম লিগে খেলব বনফুল কিশোর স্পোর্টিং ক্লাবে। খেলোয়াড় নিবন্ধন হয়ে গেছে। আমি ওই দলে নাম লিখিয়েছি', বলছিলেন নাসির।

ফুটবলের জন্য সেনাবাহিনীর চাকরি ছাড়েন

চট্টগ্রামে নিজের টিউশন ফি দিয়ে ফুটবল খেলতেন নাসির উদ্দিন। চিটাগাং পাইওনিয়ার ফুটবল লিগ ক্লাবের হয়ে ট্রায়াল দেওয়ার আগে তার বুটও ছিল না। যখন চট্টগ্রাম লিগ স্থগিত করা হয়, নাসিরের একজন বন্ধু তাঁকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ফুটবল দলের জন্য একটি ট্রায়ালে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন। যদিও তাঁর মা-বাবা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। নাসির ট্রায়ালে ভালো করলে নির্বাচিত হন। ফলে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ২৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে সেনাবাহিনীতে চাকরি শুরু করেন। সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে ২০০০ সালে শ্রীলঙ্কা সেনাবাহিনীর ৫০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য একটি ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নিতে কলম্বো যান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে। বিকেএসপিতে আর্মি টিম এবং বাংলাদেশ জাতীয় দলের মধ্যে একটি প্রীতি ম্যাচে নাসিরের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ হন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক কোচ কোটান। ফলে তাঁকে জাতীয় দলে খেলার সুযোগ দেন। জাতীয় দলে খেলার জন্য সেনাবাহিনীর চাকরি ছাড়তে চাইলে সেনা কর্মকর্তারা তাঁকে দায়িত্ব ছাড়ার অনুমতি দেননি।

২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত শের-ই-বাংলা কাপের ফাইনালে নারায়ণগঞ্জের কাছে হেরে রানার্সআপ হয়েছিল সেনাবাহিনী। ওই টুর্নামেন্টে নাসির ৫ গোল করে সর্বোচ্চ স্কোরার হিসেবে পুরস্কার জেতেন। দুই বছর পর নাসির লাইবেরিয়ায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যান। সেখানে তিনি কিংবদন্তি ফুটবলার জর্জ উয়ার সঙ্গে দেখা করেন। জর্জ উয়ার সঙ্গে দেখা করার পর নাসির সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ২০০৮ সালে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন করেন এবং দেশে ফিরে আসেন। তা সত্ত্বেও, সেনাবাহিনী থেকে অনুমতি না পাওয়ায় তিনি কোনো পেশাদার ক্লাবের হয়ে খেলতে পারেননি। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন জাতীয় দলের সাবেক গোলরক্ষক আমিনুল হক। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তৎকালীন পরিচালক মেজর জেনারেল আমিন আহমেদ চৌধুরীর সহায়তায় অবশেষে তিনি সেনাবাহিনী থেকে ছাড়পত্র পান। পরের বছর তিনি তাঁর নিজ শহর চিটাগাং মোহামেডানে যোগ দেন।

পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু

১৯৯৮ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে খেলেন। তবে পেশাদার লিগে তাঁর যাত্রা শুরু ২০০৯ সালে ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে। ওই বছরেই নাসির উদ্দিন জাতীয় দলে খেলা শুরু করেন। ২০১৯ সাল পর্যন্ত তিনি লাল সবুজের জার্সি গায়ে খেলেছেন। ডিফেন্ডার হলেও চারটি গোল আছে তাঁর। ২০১৫ সালে বঙ্গবন্ধু কাপে তাঁর গোলেই থ াইল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল বাংলাদেশ। নাসির উদ্দিন পেশাদার লিগে খেলার জন্যই ছেড়ে দিয়েছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি। তাঁর ফুটবল ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল ১৯৯৪ সালে চট্টগ্রাম পাইওনিয়ার লিগের দল সাগরিকার জার্সিতে। পরের বছর বউবাজার স্পোর্টিং ক্লাবে খেলেন দ্বিতীয় বিভাগে। ১৯৯৭ সালে যোগ দিয়েছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে। জাতীয় চ্যাম্পিয়নসহ বিভিন্ন টুর্নামেন্টে সেনাবাহিনীর জার্সিতে দুর্দান্ত খেলে সবার নজর কেড়েছিলেন নাসির। ২০০৭ সালে সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দেন। ২০০৯ সালে সুপার কাপে চট্টগ্রাম মোহামেডানে খেলেন। শুরুতে স্ট্রাইকার পজিশনে খেলতেন নাসির। পরে হয়েছেন ডিফেন্ডার। তবে তিনি সব পজিশনেই খেলেছেন ঘুরেফিরে। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'আমি ১০ পজিশনেই খেলেছি। গোলরক্ষক ছাড়া অন্য সব

জায়গায় আমার খেলার অভিজ্ঞতা আছে।'

আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার

সার্বিয়ান কোচ জোরান ডোরদেভিচই প্রথম নাসিরকে বাংলাদেশ জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি মূলত কোচদের পছন্দ অনুযায়ী ডিফেন্ডার হিসেবে খেলেন। ২০১০ সালে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শুরু করেন। ২০১৩ সালে সাল চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের অধিনায়কত্ব করেন। ওই টুর্নামেন্টে ভারতীয় ডিফেন্ডার নির্মল ছেত্রির সঙ্গে এক ধাক্কা লেগে মাথায় আঘাত পান নাসির। পরের বছর ভারতের বিপক্ষে একটি প্রদর্শনী ম্যাচের জন্য সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পান। ২০১৫ সালে একটি প্রীতি ম্যাচে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে তিনি নিজের প্রথম আন্তর্জাতিক গোল করেন।

কোচিং করাবেন নাসির

প্রিমিয়ার লিগে খেলা ছেড়ে দিয়ে কোচিং পেশা বেছে নেওয়ার ইচ্ছা নাসিরের। এ জন্য কোচিংয়ের 'সি' ও 'বি' লাইসেন্স করেছেন তিনি। সুযোগ পেলে প্রিমিয়ার লিগের কোনো দলের কোচিং প্যানেলেও থাকতে চান দুই কন্যার জনক নাসির উদ্দিন।

পুরস্কার

ক্যারিযারে তিনি বেশ কিছু পুরস্কার জিতেছেন নাসির উদ্দিন চৌধুরী। এর মধ্যে ২০০৪ সালে শের-ই-বাংলা কাপের সর্বাধিক গোলদাতা এবং সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতে নেন। এ ছাড়া ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ক্রীড়ালেখক সমিতির বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কারও জিতেছেন নাসির উদ্দিন চৌধুরী।

নাসির উদ্দিন চৌধুরীরর ব্যক্তিগত তথ্য

পুরো নাম	: নাসির উদ্দিন চৌধুরী
জন্ম তারিখ	: ৯ অক্টোবর ১৯৭৯ (বয়স ৪৪)
জন্মস্থান	: চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
উচ্চতা	: ১.৭৫ মি (৫ ফুট ৯ ইঞ্চি)
পজিশন	: সেন্টার ব্যাক, ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার
সবশেষ দল	: চট্টগ্রাম আবাহনী
ক্যারিয়ার শুরু	: চট্টগ্রাম পাইওনিয়ার ফুটবল দল

আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার

বছর	ম্যাচ	গোল
২০১০	২	০
২০১২	৩	০
২০১৩	৫	০
২০১৪	৩	০
২০১৫	৬	১
২০১৬	৪	০
২০১৭	২	০
মোট	২৫	১

সিনিয়র ক্যারিয়ার

বছর	দল	ম্যাচ	গোলসংখ্যা
১৯৯৮-০৮	সেনাবাহিনী	০	(০)
২০০৯	চ. মোহামেডান	০	(০)
২০০৯-১০	ঢাকা মোহামেডান	২৪	(৬)
২০১০-১২	মুক্তিযোদ্ধা সংসদ	৩৮	(৩)
২০১২-১৫	শেখ জামাল	৫৬	(৪)
২০১৬	শেখ রাসেল	০	(০)
২০১৬-১৭	চট্টগ্রাম আবাহনী	১	(১)
২০১৭-১৮	ঢাকা আবাহনী	২২	(৬)
২০১৮-১৯	বসুন্ধরা কিংস	২০	(৩)
২০১৯-২১	ঢাকা আবাহনী	২৭	(১)
২০২১-২২	শেখ রাসেল কে.সি	১৯	(১)
২০২২-	চট্টগ্রাম আবাহনী	২৪	(৩)

ফুটবলের উন্মাদনা ও উত্তাল দিনের নানান কথা-৩৬

ইকবাল কবির

মোস্তাফিজুর রহমান খোকন। বাংলাদেশের খেলাধুলা তথা ফুটবলের তীর্থস্থান ঢাকা স্টেডিয়াম ও পল্টন ময়দানের ফুটবল উন্মাদনা-উৎসবের কালের সাক্ষী হয়ে আছেন। প্রায় তিন দশক ধরেই আছেন বিশ্বকাপ ফুটবল জয়ী দেশ ইতালিতে। স্বাধীনতাত্তোর ঢাকা স্টেডিয়ামের ফুটবল উন্মাদনা ও উচ্ছাসের শব্দ আছড়ে পড়তো তার বসত ঘরের দেয়ালে। গোল-গোল। হ্যাঁ, ঘরে বসেই বুঝতে পারতেন আবাহনীর কেউ হয়তো গোল করেছে। আবাহনীর খেলা ঘরে বসে গোল উল্লাসের ধ্বনি শোনার কারণ ফুটবলে মোস্তাফিজের প্রথম পছন্দের দল সাদা-কালোর ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আর বাবার বঙ্গভবনে চাকরির সুবাদে বসতঘর বঙ্গভবনের স্টাফ কোয়ার্টার হওয়ায় ঘর থেকে বের হয়ে প্রধান সড়কে এলেই দেখা যায় কমলা রং-এর সাইনবোর্ডের গোপীবাগের পাড়াভিত্তিক ক্লাব তারুণ্যের প্রতীক ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব। তাই দ্বিতীয় পছন্দ ব্রাদার্স। সাদা-কালো জার্সির পরই প্রিয় রং গাঢ় কমলা রং-এর টগবগে তরুণদের গায়ের কমলা জার্সির দলটি। সুদূর ইতালী থেকে ঢাকার ফুটবল উন্মাদনার স্মৃতি কথা বলতে গিয়ে মোস্তাফিজ হারিয়ে গিয়েছিলেন পাঁচ দশক আগের ঢাকা স্টেডিয়াম আর চার-পাঁচটি উন্মুক্ত মাঠের ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে। ঢাকার ক্রীড়াঙ্গনে মোস্তাফিজ 'খোকন' নামেই পরিচিত। ভারতের পাতিয়ালয় থেকে সম্পন্ন করেছেন হ্যান্ডবল কোচের যোগ্যতা সনদ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের কথা। নবাবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। বঙ্গভবন থেকে পায়ে হেঁটেই কাঁধে বা বোগলতলায় বই চেপে আসতেন স্কুলে। আর উদগ্রীব থাকতেন কখন স্কুলের দপ্তরী ছুটির ঘণ্টাটি বাজাবেন। ছুটির সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতেন বিশাল পল্টন ময়দানে। চারপাশে গাছের ছায়ার এক কোণায়

পল্টন মসজিদ আর প্রধান সড়ক গুলিস্তান কামানের মোড় হতে সারি সারি আজাদ বয়েজ ক্লাব, আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব, দিলকুশা স্পোর্টিং ক্লাব, মাঝে একটি সরু পথের পরই অপরূপ সৌন্দর্যের ওয়ারী ক্লাব, ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বাস্কেটবল কোর্ট, ভলিবল গ্রাউন্ড, ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব, বক্সিং মঞ্চ। ঢাকা স্টেডিয়ামের মতিঝিল গেটের পাশে সাদা-সবুজ রং-এর সাইনবোর্ডের ঐতিহ্যবাহী ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব। গোটা পল্টন তখন চার-পাঁচটি খোলা মাঠ। গুলিস্তান প্রান্তে দাঁড়ালে দক্ষিণে তৎকালীন ডিআইটি বিল্ডিং-এর পার্কিং করা গাড়িগুলোও দেখা যেতো, বলছিলেন মোস্তাফিজ খোকন। পল্টনের প্রতিটি মাঠেই ঢাকার প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগের ক্লাবগুলো এবং পুরান ঢাকার ঠাটারীবাজার, সিদ্দিক বাজার, আলুবাজার, ওয়ারী, নবাবপুর, কাজী আলাউদ্দিন রোড এলাকার শত শত শিশুকিশোর তরুণ ফুটবল খেলায় মেতে উঠতেন, ছোট ছোট জায়গা দখল করে। ভোরে লিগের ক্লাবগুলো অনুশীলন করতো বিশাল খোলা মাঠে। মোস্তাফিজ বললেন, স্কুল বন্ধ থাকলে ভোরে উঠে মোহামেডান, ঢাকা ওয়ান্ডারার্স, আজাদ স্পোর্টিং, দিলকুশা ও ওয়ারীর প্র্যাকটিস দেখতাম। ফুটবল মানেই ছিল এক উন্মাদনা। গোপীবাগের পাড়ার ক্লাব ব্রাদার্স তখন দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লিগে খেলে। খেলার দিন গাঢ় কমলা রং-এর জার্সি গায়ে তরুণ সেলিম ভাই, বাবলু ভাই, নান্নু-মিন্নু দুই ভাইসহ একঝাঁক তরুণ প্রতিটি রিক্সায় তিন-চার জন করে চলে আসতেন ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানের উন্মুক্ত খেলার মাঠে লিগের খেলায় অংশগ্রহণ করতে। আমরা কিশোর বয়সে রিক্সার পেছনে পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে চলে আসতাম এবং মাঠের পাশে বসে খেলা দেখতাম। খেলা শেষে আবার কেউ হেঁটে বা ক্লান্ত শরীরে কেউ রিক্সায় করেই মহল্লায় ফিরতেন। আমরাও তাঁদের অনুসরণ করে হেঁটে হেঁটে মহল্লায় ফিরতাম। ফুটবলের আনন্দ উচ্ছাস আজ আর নেই। মোস্তাফিজ খোকন বলেন, স্বাধীনতাত্তোর মোহামেডান-আবাহনীকে কেন্দ্র করেই ঢাকার ফুটবলে যে উত্তাল ঢেউ উঠেছিল, তা আছড়ে পড়ে ছিল বাংলাদেশের জেলা শহর হতে গ্রামেগঞ্জে। প্রত্যন্ত গ্রামের ভবনের ছাদে বা গাছের মাথায় দেখা যেতো বাঁশে বাঁধা সাদা-কালো মোহামেডান আর নীল-হলুদের আবাহনীর পতাকা। এই পতাকার সংখ্যাই জানান দিতো কোন এলাকায় কোন দলের সাপোর্টার বেশি।

ফুটবলের তীর্থস্থান ঢাকা স্টেডিয়ামের আশপাশে বঙ্গভবন কম্পাউন্ডে বেড়ে উঠা মোস্তাফিজ খোকনের পাড়ার ক্লাব ব্রাদার্স স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে যথাক্রমে তৃতীয় ও দ্বিতীয় বিভাগ লিগে চ্যাম্পিয়ান হয়ে ১৯৭৫ সাল থেকে প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে খেলা শুরু করে। মোস্তাফিজ দশ-এগারো বছরের কিশোর। স্কুল ছাত্র। ক্লাসের বন্ধু সেলিমের বাবা খোরশেদ চাচা বলেন, 'তগো নিয়ে আজ ঢাকা স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে যামু। তিনি আমাদের নিয়ে ঢাকা স্টেডিয়ামে এলেন। খোরশেদ চাচা আবাহনীকে সমর্থন করে আর আমরা মহল্লার ক্লাব ব্রাদার্সের সাপোর্টার। গেটে সবার টিকেট নাই। ব্রাদার্স ক্লাব থেকে সাদা সাপোর্টার টিকেট যোগাড় করেছি। খোরশেদ চাচা বললেন, তোরা লাইনে থেকে গেটে যাবি। সবার টিকিট আমার কাছে বলে দেখিয়ে দিবি। এরপর তিনি পেছন থেকে ধাক্কা দিতেন টিকিট ছাড়াও ভেতরে ঢুকে যেতাম। এটাও ছিল এক আলাদা আনন্দ। সেই দিন যতদূর মনে পরে ১৯৭৪ এর লিগ চ্যাম্পিয়ন আবাহনীকে ব্রাদার্স ১-০ গোলে হারিয়ে প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে তাদের তারুণ্যের নতুন উত্থানের বার্তা ফুটবল ক্লাবগুলোর মাঝে জানান দিয়েছিল'।

খোকন বলেন, 'সেই দিন থেকেই ব্রাদার্স ১৯৭৪এর লিগ চ্যাম্পিয়ন আবাহনীকে হারিয়ে ফুটবলে চমক সৃষ্টি করেছিল। সেই দিনের ঢাকা স্টেডিয়ামে খেলা দেখার স্মৃতি আজও জীবন্ত। ১৯৭৫ সালে প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে প্রথম খেলায় জয়ী হয়ে পরের বছর ব্রাদার্স ইউনিয়ন ১৯৭৬ সালে সেমিফাইনালে নির্ধারত সময়ে ড্র হলে টাইব্রেকারে আবাহনীর কাছে হেরে বিদাই নেয়। ব্রাদার্সের জন্য মন খারাপ হলেও সেমিফাইনালে সাদা-কালোর প্রিয় মোহামেডান মেজর হাফিজউদ্দীনের হ্যাটট্রিকের সুবাদে ৩-১ গোলে তৎকালীন বিজিআইসিকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। লিগ ফাইনালেও মেজর হাফিজের ২ গোলে আবাহনীকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেই স্টেডিয়ামের গ্যালারি পরিপূর্ণ হয়ে আশপাশের তৎকালীন উঁচু জীবন বীমা টাওয়ার ও ডিআইটি বিল্ডিং-এর উপরও সাপোর্টারে ভরে গিয়েছিল'। মোস্তাফিজ বলেন, 'ছোটাবেলায় তো আর টাকা পকেটে থাকতো না। টিকিট ছিল পূর্ব গ্যালারি এক টাকা। আর পশ্চিম গ্যালারি দুই টাকা। তাই টাকা না থাকলে জীবন বীমার টাওয়ারে বসে এক সঙ্গে সবাই মিলে খেলা দেখতাম। ঢাকা স্টেডিয়ামে খেলা দেখার দুঃসহ স্মৃতি ১৯৮২ সালে মোহামেডান-আবাহনীর পরিত্যক্ত খেলাটি। মোহামেডান সেই দিন এগিয়ে থাকা অবস্থায় রেফারি মনির হোসেনের একটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে আবাহনীর খেলোয়াড়েরা রেফারির উপর হামলা করলে তুমুল মারামারির কারণে খেলাটি শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। ঢাকা স্টেডিয়ামে আশপাশে, পল্টন, গুলিস্তান টিকাটুলি, মতিঝিল, ফকিরেরপুলসহ গোটা এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। পুলিশের টিয়ার সেলে ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় চোখে প্রচন্ড জ্বালাপোড়া করছিল। বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতির ঢাকা স্টেডিয়ামের অফিসে আশ্রয় নিয়ে সেই দিন নিজেকে রক্ষা করেছিলাম। সেই দিনের দুঃসহ স্মৃতি আজও ইতালির ফুটবল লিগের খেলা দেখতে গেলে মনে পড়ে'। মোস্তাফিজ বলেন, 'দুঃখজনক হলেও সত্য, খোলা মাঠের সংকট, ইন্টার স্কুল হতে শুরু করে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সোহরাওয়ার্দী কাপ জাতীয় যুব এবং শেরে বাংলা কাপ জাতীয় ফুটবলগুলোতে বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনীর টিম, বিশ্ববিদ্যালয় টিমসহ বহু দল সার্ভিসেস দলগুলোও অংশগ্রহণ করতো। তাই নতুন ফুটবলার তৈরি হতে শুরু করে ফুটবলারদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা ও দক্ষতার পরীক্ষা হতো। যার ফলে লিগের ক্লাবগুলো এখান থেকেই নতুন নতুন খেলোয়াড় দলভুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু ফেডারেশনগুলোতে আওয়ামী রাজনীতির প্রভাবে দুর্নীতিবাজ লুটেরা ক্যাসিনো জুয়াড়ীদের কারণে খেলার চেয়ে ধান্দাবাজদের পদচারণা বেশি হওয়া ও নিবেদিত সংগঠকদের অভাবেই ফুটবলের এই করুণ পরিণতি। এ থেকে উত্তরণের একটিই উপায় এঁদের ঢাকা স্টেডিয়াম তথা ক্রীড়াঙ্গন থেকে বিতারিত করতে হবে'।

ফুটবল পাগল হলেও মোস্তাফিজ বাংলাদেশে হ্যান্ডবল প্রচলনের প্রতিষ্ঠালীন একজন খেলোয়াড়, সংগঠক, কোচ ও রেফারি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের তৎকালীন সহ-সভাপতি লে. কর্নেল এম এ হামিদের উদ্যোগে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশন নামে নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল মাহাবুব আলী খানকে প্রধান পৃষ্ঠপোষক করে ১৯৮২ সালে যাত্রা শুরু হয়। এরপর ১৯৮৩ সালে হ্যান্ডবল ফেডারেশনের জন্ম হয়। বাস্কেটবল কোচ বুলবুল ভাইয়ের কোচিং মাত্র ২৬ জন খেলোয়াড়কে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রথম হ্যান্ডবল দল গঠন হয়। এম আকবর আলী ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। দুখজনক হলেও সত্য, আজ অযোগ্য ধান্দাবাজদের কবলে বাংলাদেশের হ্যান্ডবলও ধ্বংসের পথে। প্রতিষ্ঠাকালীন খেলোয়াড়দের কেউ ফেডারেশনের সঙ্গে নেই। তাদের বর্তমান কর্মকর্তারা ফেডারেশনে গেলেও ন্যূনতম সম্মানটুকুও দেন না। তাই শুধু ফুটবল নয়, সকল খেলাগুলোই আজ নষ্ট রাজনীতিবিদের দুর্নীতির কবলে পরে দেশের স্টেডিয়াম পাড়ার ক্রীড়া উৎসবই হারিয়ে যাচ্ছে'।